মাসুদ রানা

মৃত্যুপথের যাত্রী

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

মৃত্যুপথের যাত্রী

জেনারেল ক্লাইড মাইলস প্রাইভেট একটা বাহিনী গড়ে তুলেছে, তার বাহিনীর নাম বোল্ড। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ইটালিয়ান মাফিয়া পরিবার টেমপারা। সাড়ে চারশো আরোহী সহ একটা প্লেন ধ্বংস করে দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওরা। আর একেবারে শেষ মুহূর্তে পুরনো বান্ধবী সাবলিমা ওই প্লেনে উঠতে না দিয়ে গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল মাসুদ রানাকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যেখানে অসহায় বোধ করছেন, রানা সেখানে কী করতে পারবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN 984-16-7642-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল. ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
DURABHISHANDHI
MRITYUPATHER JATRI
Two Thriller Novels
By Qazi Anwar Husain

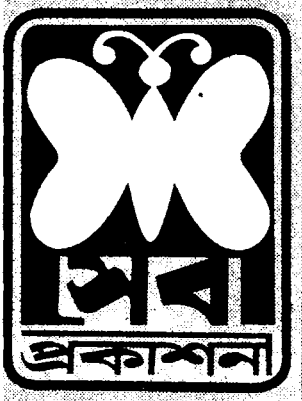

সাতচল্লিশ টাকা

মৃত্যুপথের যাত্রী

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

মাসুদ রানা আজও কিভাবে বেঁচে আছে এ-প্রশ্নের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা দেয়া বোধহয় আদৌ সম্ভব নয়। যদি বলা হয় সে খুব সাহসী, এই সাহসই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এটা শুধু ওর বেলাতে আংশিক সত্যি হলেও হতে পারে, কারণ পরিসংখ্যান বলে সাহসী লোকেদের অপঘাতে মৃত্যুর হার খুব বেশি। যদি বলা হয় অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি তাকে বারবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনে, তাহলেও সঠিক জবাব পাওয়া যায় না, কারণ তার জীবনে এমন ঘটনা অসংখ্যবার ঘটেছে যখন সাক্ষাৎ আজরাইলতুল্য শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর উপস্থিত বুদ্ধিও কোন কাজে আসেনি। যাঁরা তাকে ভালবাসেন তাঁরা জানেন খানিকটা মেইক-বিলিভ ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া হলেও, চরিত্রটি বাস্তব; কাজেই তার প্রতিটি আচরণ ও আচরণের পরিণতি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তাঁরা চাইতেই পারেন এখানেই লেখকের দায়: তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। বুদ্ধি, সাহস, আত্মবিশ্বাস, শারীরিক সামর্থ্য ও ভাগ্য মাসুদ রানাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে, এগুলোর কোনটার চেয়ে কোনটার অবদান কম নয়। আরও সহজ ব্যাখ্যা–তাঁর ইচ্ছা নয় মাসুদ রানা মারা যাক, তাই সে বেঁচে আছে। দুটোই আংশিক সত্য, তবে উত্তর হিসেবে এড়িয়ে যাওয়া দোষেও দুষ্ট।

সঠিক উত্তর পেতে হলে নিজের সৃষ্টির গভীরে ডুব দিতে হবে লেখককে: কি উপাদান ও উপকরণের সাহায্যে চরিত্রটিকে তিনি তৈরি করেছেন, তা বিশ্লেষণ করে মূল্যায়নের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। আর তা করতে গিয়ে নিজের সৃষ্টির ভেতর আশ্চর্য একটা উপাদান খুঁজে পেয়েছেন তিনি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে দেবত্ব আরোপ করতে চান না। মাসুদ রানার মন-মানসিকতায় এমন অনেক উপাদান তিনি রেখেছেন যে-কারণে সে ভুল করে এবং পরে অনুতপ্ত হয়, অনেক সময় প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে অপরাধবোধে ভোগে, সাময়িক বিচ্যুতি অকারণ রাগও তার ভেতর আছে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে তার ঈর্ষা নেই, যাকে বলে 'হোয়াইট লাই' তাতো বলেই, মাঝে মধ্যে 'ব্ল্যাক লাই'ও যে বলে না তাও নয়। কি দাঁড়া? মাসুদ রানা আর দশজনের মত সাধারণ একজন মানুষই তাহলে তার ভেতর বিশেষ উপদানটি কি? কেন সে সাধারণ হয়েও অসাধারণ?

চে গুয়েভারার সামনে ছিল ডাক্তারী ব্যাগ ও অস্ত্র, তিনি চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও শোষিত মানুষের পক্ষে ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে দুটোর মধ্যে থেকে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্রটাই। আর মাসুদ রানার সামনে ছিল গরল ও অমৃত–গরল সাপের বিষ, তবে প্রতীকী অর্থে আত্মসুখ, শুধুই ভোগবিলাস, লোক ঠকানো, সর্ববিধ পাপে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। আর অমৃতের

আভিধানিক অর্থ: যা পান করলে মৃত্যুকে এড়ানো যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে: রানা যদি এই অমৃত পান করে থাকে, তা সে পেল কোথায়?

ব্লু বার্ড এয়ারলাইন্সের আজ উদ্বোধনী ফ্লাইট, চারশো পঁয়তাল্লিশজন আমন্ত্রিত অতিথিকে নিয়ে ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হয়ে লন্ডনের হিথরোয় নামবে বোয়িং ৭৪৭-৪০০। ব্লু বার্ড এয়ারলাইন্সের মালিক বারবি হপকিন্স-এর পুঁজিপতি হিসেবে উত্থানের ইতিহাস মাসুদ রানার জানা আছে, তবে ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর পরিচয় নেই। নতুন বিমানের প্রথম শুভযাত্রা উপলক্ষে পঞ্চাশজন জার্নালিস্টকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে রানা একজন। ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত 'ডেইলি ওয়ার্ল্ড'-এর ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ও, সেই সূত্রেই আমন্ত্রণলিপিটা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এটা ওর অনেকগুলো কাভারের একটা। এ-ধরনের আমন্ত্রণ সাধারণত এড়িয়েই যায় রানা, কিন্তু কাকতালীয় এমন একটা ঘটনা ঘটল, ব্লু বার্ডের উদ্বোধনী ফ্লাইট বিডি ২৯৯ ধরার জন্যে তড়িঘড়ি হিলটন ইন্টারন্যাশনাল থেকে ডালেস এয়ারপোর্টের দিকে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটতে হলো ওকে। মাত্র এক হপ্তা হলো ঢাকা থেকে আমেরিকায় এসেছে ও, উদ্দেশ্য রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখায় কাজের যে স্তূপ জমে উঠেছে তা কিছুটা হালকা করার উপায় বের করা। হঠাৎ আজ সকালে লন্ডন থেকে ফোন করল সোহেল-রাহাত খান রাতে লন্ডনে পৌঁছাবেন, কাজেই রানাকেও আজ ওখানে থাকতে হবে। কেন, কি ব্যাপার, কিছুই খুলে বলল না সে, শুধু জানাল জরুরী কাজ আছে।

ব্লু বার্ডের উদ্বোধনী ফ্লাইট এগারোটা বিশ মিনিটে। রানা হিলটন থেকে রওনাও হলো ঠিক ওই এগারোটা বিশ মিনিটে, সোহেলের ফোন পাবার মাত্র ছয় মিনিট পর। ফ্লাইট মিস না করার কোন কারণ নেই, তবু মনে ক্ষীণ একটু আশা, উদ্বোধনী ফ্লাইটের অনুষ্ঠান তো একটা হবেই, কোন মন্ত্রী কিংবা চেম্বার অভ কমার্সের সেক্রেটারি ফিতে-টিতেও কাটতে পারেন, ফ্লাইট চল্লিশ মিনিট দেরি করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখন বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কিনা নির্ভর করছে ওই দেরি করার ওপর। ডিসি থেকে ডালেসে পৌঁছাতে চল্লিশ মিনিটই লাগবে ট্যাক্সির।

ফ্লাইটটা মিস করলে সমস্যাতেই পড়তে হবে রানাকে। হিথরোগামী যাত্রীদের সংখ্যা সব সময় এত বেশি যে আগে থেকে টিকিট রিজার্ভ না করলে সীট পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। অন্য কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে রানাকে প্লেন চার্টার করে বসের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

ড্রাইভারকে বকশিশের লোভ দেখাতে লাভই হলো, ছত্রিশ মিনিটের মাথায় এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল ওকে। আমন্ত্রণলিপি ও আইডি দেখিয়ে ডিপারচার লাউঞ্জে পৌঁছতে কোন ঝামেলা হলো না। ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে ক্যানোপি বা টানেল হয়ে প্রায় সাড়ে চারশো লোক এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, টারমাকে দেখা যাচ্ছে তাদেরকে, দীর্ঘ একটা লাইন তৈরি করে ব্লু বার্ড ৭৪৭-৪০০ বোয়িং-এর দিকে এগোচ্ছে। লাগেজ বলতে শুধু একটা ব্রিফকেস, সেটা নিয়ে ছুটল রানা।

ভাগ্য এরকম অনুকূল দেখে কৃতজ্ঞ বোধ করার কথা, কিন্তু কেন কে জানে তার বদলে হাসি পাচ্ছে ওর। কে বলবে, বিধাতা তাঁর নিজের হাসি ওকে দিয়ে হাসাচ্ছেন কিনা?

হঠাৎ একটু লজ্জাই পেল রানা। দৌড়াবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? লাইন যত দীর্ঘই হোক, সবার চেয়ে পিছিয়ে পড়া যাত্রীটিকেও প্লেনে ওঠার সুযোগ দেয়া হবে, তাই না? কথাটা যখন চিন্তা করল, তার আগেই লাইনের লেজ পিছনে ফেলে ভিড়ের দশ গজ ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কেউ ওর অকারণ ব্যস্ততা দেখে ফেলেছে কিনা ভেবে আরেকবার লজ্জা অনুভব করল। আশপাশে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে হাঁটছে এখন, তবে দৌড়ে আসায় কিছুটা হাঁপিয়েও গেছে।

রানার বেশ খানিকটা সামনে, সচল মানুষের স্রোতে একটা বিশৃঙ্খলা বা আলোড়ন উঠল। যেন মনে হলো জনস্রোতের বিপরীতে কেউ এগোতে চাইছে। তারপর, ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই, ওকে ধাক্কা দিল একটা মেয়ে। পরনে হালকা নীল জিনস আর ইন করা পপলিনের সাদা শার্ট, পায়ে সাদা কেডস। মাথা নিচু করে ছিল রানা, সেজন্যেই মুখের বদলে এগুলোই প্রথমে খেয়াল করল ধাক্কাটা লাগল মুখোমুখি সংঘর্ষের মত, ফলে দু'জনকেই বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে। পরস্পরের দিকে চমকে তাকাল ওরা—রানা হতচকিত, মেয়েটি আতঙ্কিত। পরস্পরকে মাত্র আধ সেকেন্ড দেখল ওরা, তারপরই মেয়েটি রানাকে পাশ কাটিয়ে আবার ছুটল।

রানার বিস্ময় নির্ভেজাল, সাবলিমা ফিরে যাচ্ছে কেন? ওকে অমন আতঙ্কিতই বা দেখাল কেন? ও কি আমাকে চিনতে পারেনি? দু'আড়াই বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই ঠিকই, কিন্তু তার আগের দু'বছরে যে ঘনিষ্ঠতা দু'জনের মধ্যে জন্মেছিল তা তো সারাজীবন মনে রাখার মত। তাহলে?

বিস্ময়ের চেয়ে অভিমানও কম নয়। জনস্রোতকে অগ্রাহ্য করে ঘুরে গেছে রানা, এয়ারপোর্ট ভবনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে এখনও; যাত্রীদের বিরক্তিসূচক মন্তব্য শুনছে, সেই সঙ্গে তাদের অনিচ্ছাকৃত মৃদু ধাক্কাও খেতে হচ্ছে। এই সময় ফিরে এল মেয়েটা। এবার ভাল করে তাকে লক্ষ করার সুযোগ হলো রানার। চিনতে ওর ভুল হয়নি, এ সাবলিমাই, কিন্তু সাবলিমার এই চেহারা ও আচরণ ওর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

দু'হাতে আঁকড়ে ধরা প্রকাণ্ড সবুজ হ্যান্ডব্যাগটা বুকের কাছে তোলা, হাত দুটো এত জোরে কাঁপছে যে ব্যাগটা যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। চার-পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, ভাব দেখে মনে হলো এখুনি আবার ঘুরে দৌড় দেবে। রানাই এগিয়ে এল এবার। 'সাবলিমা? কি হয়েছে তোমার?'

ডুকরে কেঁদে উঠল সাবলিমা। 'বাঁচাও, রানা! আমাকে তুমি বাঁচাও!' পরমুহূর্তে, ভিড়ের মধ্যে কি দেখল কে জানে, আধ পাক ঘুরেই আবার ছুটল এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে।

এবার রানা তাকে চোখের আড়াল করল না। দৌড়ে এসে ধরে ফেলল পিছন থেকে। 'কি হয়েছে? এমন করছ কেন তুমি?'

এমন ধস্তাধস্তি শুরু করল সাবলিমা, রানা যেন তার শত্রু। দীর্ঘ লাইনের শেষ যাত্রীটিও ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, টারমাকের এই অংশে ওরা দু'জন ছাড়া এখন আর কেউ নেই। ঠাস করে সাবলিমার গালে একটা চড় কষাল রানা। তারপর নরম সুরে জানতে চাইল, 'শান্ত হও, তারপর বলো কি হয়েছে। তুমি তো প্লেনে উঠতে যাচ্ছিলে, তাই না?'

সাবলিমা যে মানসিক দিক থেকে এই মুহূর্তে পুরোপুরি সুস্থ নয়, এই প্রথম সন্দেহ করল রানা। সে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'প্লীজ, রানা, প্লীজ—কথা দাও, তুমি আমাকে ওদের হাতে তুলে দেবে না?' ঠকঠক করে কাঁপছে সে। খপ করে রানার একটা হাত ধরে টান দিল। 'এসো, পালাই···'

'পালাব? কেন?' রানা হতভম্ব। 'ফ্লাইট মিস করব যে!'

'সময় নেই, পরে সব বলব—ওই ওরা আসছে!'

সাবলিমার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন দিকে তাকাল রানা। নীল সুট পরা প্রকাণ্ডদেহী দু'জন লোক হনহন করে হেঁটে আসছে ওদের দিকে, প্রত্যেকের একটা করে হাত ট্রাউজারের পকেটে, পকেট দুটোর ফুলে থাকা দেখেই বোঝা যায় ভেতরে কি আছে।

'ওরা বোল্ড···আমাকে বাঁচাও!'

একটা ঢোক গিলল রানা। সাবলিমা যদি অচেনা কোন মেয়ে হত, এই পরিস্থিতিতে এখন যা করবে ও, তখনও ঠিক তাই করত। ওর সমগ্র অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে মানুষের সেবা করার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা কখনও দুর্বল বা স্তিমিত হয়ে পড়ে না, এই আকাঙ্ক্ষাকে নামবাচক বহু বিশেষণে অভিহিত করা যায়—প্রতিজ্ঞা, আদর্শ, ব্রত, সাধনা, ইবাদত, এমন কি নেশাও। ঢোকটা গিলে আসলে অমৃত পান করল রানা; বসের সঙ্গে দেখা করাটা জরুরী, তারচেয়েও জরুরী সাবলিমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা—মনের এই বচন বা সিদ্ধান্ত অমৃতসমান। স্রষ্টার সমগ্র সৃষ্টিকে এই অমৃত শুধু অস্তিত্বই দেয়নি, টিকিয়েও রেখেছে, নিজের চেতনায় যে এই অমৃতসম সিদ্ধান্তকে আত্মস্থ করে নিতে পারে তার ক্ষয় নেই, নেই বিনাশ, সে-ই অমরত্বের সন্ধান পেয়ে গেছে।

রানা যখন সাবলিমার হাত ধরে ছুটল, প্রবল একটা ঝড়কেও বুঝি হার মানাবে। ডিপারচার লাউঞ্জে ঢোকার আগে ক্যানাপি পার হতে হবে ওদেরকে, সেখানে ঢোকার সময় ঝট করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। দু'জন লোক এখনও হনহন করে হাঁটছে। রানার মনে সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল। আসল বিপদ সম্ভবত পিছনে নয়—তা না হলে লোক দু'জন সাবলিমাকে ধরার জন্যে দৌড়াচ্ছে না কেন?

ক্যানাপিটা খালি, শেষ মাথায় ডিপারচার লাউঞ্জের কাঁচঘেরা দরজা দেখা যাচ্ছে। সুইংডোর বিস্ফোরিত হলো—ডিপারচার লাউঞ্জে প্রথমে ঢুকল রানা, ওর পিছনে সাবলিমা। একটু আগে জায়গাটা প্রায় খালি দেখে গেছে রানা, এখন লোকে লোকারণ্য। এরা সবাই অন্য কোন ফ্লাইট ধরার জন্যে ভিড় করেছে এখানে। পাঁচ গজও এগোতে পারেনি, যমদূতের মত সামনে দাঁড়াল চারজন ষণ্ডা, সুটেডবুটেড হলেও চেহারা আর হাবভাব বলে দেয় বলিষ্ঠ ও উগ্রপ্রকৃতির। রানাকে

তারা শুধু পাহারা দিয়ে রাখল, যেন নড়তে দিতে চায় না; হামলাটা হলো সাবলিমার ওপর। ডান পাশে ছিল আরও চারজন গুণ্ডা, তারাও সুট পরা ও কুৎসিতদর্শন, সাবলিমাকে ঘিরে ধরে রানার কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

সেই মুহূর্তে রানার রুদ্রমূর্তি দেখার মতই হলো। সাবলিমাকে ধরে চারজনের দ্বিতীয় দলটা ডিপারচার লাউঞ্জের দরজার দিকে সরে যাচ্ছে, প্রথম দলের সবার হাত ট্রাউজারের ভেতর থেকে খানিকটা করে বেরিয়ে এল, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে রিভলভারের বাঁট। তাদের দিকে পিছন ফিরল রানা, দ্বিতীয় দলটার ওপর একশো উন্মাদ দানবের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল একাই। ফাঁকা গুলির আওয়াজ হলো, শিশু আর নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে ঢুকল, বিস্ফোরিত হলো গায়ে গায়ে লেগে থাকা লোকজনের ভিড়, পালাতে গিয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল এক বুড়ি–কোনদিকে খেয়াল নেই রানার; গুণ্ডাদের একজোড়া মাথা পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে দিয়ে, একজনের শিরদাঁড়ায় কনুই গেঁথে, আরেকজনের ঘাড়ে বাম হাতের রদ্দা মেরে শুরু করল ওয়ান-ম্যান-শো।

'সাবলিমা, পালাও!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে শুধু এই একটা কথাই বলতে পারল রানা। গুণ্ডাদের প্রথম দল অপ্রত্যাশিত হামলার ধকল তখনও কাটিয়ে ওঠেনি, ডিপারচার লাউঞ্জের দরজার কাছে পৌঁছে গেল সাবলিমা। প্রথম দলটার দিকে ঘুরল রানা, দেখল ওকে বাদ দিয়ে সাবলিমার পিছু নিচ্ছে তারা। কর্তব্য স্থির করার জন্যে এক সেকেন্ডও সময় পেল না, দ্বিতীয় দলটা তিন দিক থেকে ঘিরে ধরল ওকে। দলের ভূমিকা বদলে গেছে–আগে ওকে পাহারা দিচ্ছিল প্রথম দল, এখন দিচ্ছে দ্বিতীয় দল। সাবলিমার পিছু নিতে হলে এই চারজনকে প্রথমে পথ থেকে সরাতে হবে।

ওরা চারজন হাসছে।

রানা চিৎকার করল, 'পুলিস! সিকিউরিটি!'

তৃতীয় দলটার কথা রানার জানা ছিল না, তারা রানার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এই যে, কি হচ্ছে এখানে?' তাদের একজন জিজ্ঞেস করল। 'আমরাই এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি।'

ঘুরল রানা, ঘুরেই বুঝতে পারল ওকে বোকা বানানো হয়েছে। নীল বিজনেস সুট পরা তৃতীয় দলেও ওরা চারজন, সবার হাতে রিভলভার। তিনজন ওর মাথা ও বুক লক্ষ্য করে অস্ত্র তাক করে থাকল, বাকি একজন শুরু করল মার। তার সঙ্গে যোগ দিল পিছনের চারজন অন্য কেউ হলে পাঁচ জঙ্গির মার খেয়ে ভর্তা হয়ে যেত, নিজেকে রক্ষার দিকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর কৌশল হিসেবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করায় একজনকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করল, দু'জনকে বাধ্য করল পিছিয়ে যেতে, বাকি দু'জনের ঘুসি খেয়ে ঠোঁট ও ফাটা নাকের রক্ত মুছল শার্টের আস্তিনে। বিরতিটা সাময়িক, পরমুহূর্তে আবার সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। প্রাণপণে লড়ল রানা, কিন্তু হারকিউলিস জ্ঞান হারালে তাঁর কাছ থেকে বীরত্ব আশা করাটা বোকামি নয়?

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল রানা বলতে পারবে না। উঠে বসার সময় খেয়াল

করল, সাধারণ যাত্রীরা ওকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আশপাশে কোথাও গুণ্ডা বা ষণ্ডা কারও ছায়ামাত্র নেই। সব দেশেই যা হয়, ঘটনা ঘটে যাবার অনেক পরে আসে পুলিস, এখানেও তাই হলো। ভিড় ঠেলে এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসাররা রানার সামনে এসে দাঁড়াল, তাদের সঙ্গে একজন পুলিস ইন্সপেক্টরও রয়েছে। ইতিমধ্যে দাঁড়াতে পেরেছে রানা, তবে পা মচকে যাওয়ায় টলছে। টিপে দেখল বুকে ও পাঁজরে ব্যথা করলেও, হাড় ভাঙেনি। তবে নাকে আঘাত খাওয়ায় এখনও অল্প অল্প রক্ত গড়াচ্ছে, লাল গোলাপ ফুটছে সাদা শার্টে। থেঁতলানো নিচের ঠোঁটও রক্তাক্ত হয়ে আছে। বাম চোখের ওপরে আলু। জ্যাকেটের কলার ছেঁড়া। মাথায় হাত দিতে খুলিতেও আলু ঠেকল, ধারণা করল রিভলভারের বাঁট দিয়ে ওখানে আঘাত করা হয়েছিল, জ্ঞান হারাবার সেটাই কারণ।

'প্লীজ, আমাদের সঙ্গে আসুন,' সিকিউরিটি অফিসারদের একজন বলল। 'কেন কি ঘটল সব আমাদের জানা দরকার।'

দাঁতে দাঁত চাপল রানা—রাগে নয়, ব্যথায় 'আমার বান্ধবী— কেউ বলতে পারেন, ওরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, নাকি ও পালাতে পেরেছে?'

ভিড় থেকে কেউ কোন জবাব দিল না।

'আপনার নাম, প্লীজ?' জানতে চাইল পুলিস ইন্সপেক্টর।

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে নিজের আইডি কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল রানা, তারপর বলল, 'আমার বান্ধবীকে একদল গুণ্ডা কিডন্যাপ করেছে, প্লীজ, একটা কিছু করুন আপনারা...'

'স্যার, আপনি একজন জার্নালিস্ট!' পুলিস ইন্সপেক্টর বলল। 'আপনার বান্ধবী...?'

'ওর নাম সাবলিমা, সাবলিমা টেমপারা,' বলল রানা। 'প্লীজ, রেডিওতে চারদিকে খবরটা পাঠান...'

নোটবুকে খসখস করে সব লিখে নিচ্ছে ইন্সপেক্টর। 'আপনার ঠিকানা, মি. রানা?'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল রানা, ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'হিলটন, সাউথ এভিনিউ। এত করে বলছি অথচ আপনারা গা-ই করছেন না, আমি দেখি...'

শুরু হলো ভূমিকম্প। ভূমিকম্প, নাকি সামরিক বুম? শব্দ ও কম্পন কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে, এ যেন তারই নমুনা। যেন কেউ উচ্চারণ করেছে 'ভাঙ', অমনি চোখের পলকে ডিপারচার লাউঞ্জের প্রতিটি জানালা ও একদিকের পুরো দৈর্ঘ্য জোড়া কাঁচের দেয়াল কান ঝালাপালা করা ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। বিস্ফোরণের ধাক্কাটাও লাগল প্রায় একই মুহূর্তে, তার সঙ্গে রোদকে ম্লান করে দিয়ে জ্বলে উঠল লালচে আলো, এই নেভে তো এই জ্বলে। একদিকের কাঁচের পুরো দেয়াল ভেঙে পড়ায় সবাই এখন বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে খোলা রানওয়ে। এত দূর থেকেও দেখা গেল টারমাকে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট-বড় প্রতিটি প্লেন কাঁপছে। তবে মূল ঘটনাটা রানওয়েতে ঘটছে না, ঘটছে এয়ারপোর্টের বাইরের আকাশে।

ডিপারচার লাউঞ্জে এই মুহূর্তে সবাইকে বোবায় ধরেছে। শিকড় গজিয়েছে পায়ে, এক চুল নড়ছে না কেউ। ব্লু বার্ড এয়ারলাইন্সের ৭৪৭-৪০০ বোয়িংটা সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। রানওয়ে ছেড়ে এখনও দুশো গজ ওপরে ওঠেনি, ফ্লাইট ডেকের পিছন থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখা গেল। প্লেন থেকে গোটা ফ্লাইট ডেক আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, প্লেনকে ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে গেছে সেটা, প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড বললেই হয়। আরেকটা শক ওয়েভের ধাক্কা খেলো ওরা। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ছিন্নভিন্ন করে দিল গোটা কেবিন এরিয়া, একেবারে সেই উইং রুট পর্যন্ত। শেষ বিস্ফোরণটা ঘটল বোয়িঙের লেজের খানিকটা সামনে। জ্বলন্ত আবর্জনা আর কমবেশি সাড়ে চারশো যাত্রীর ছিন্নভিন্ন মাংস আর হাড়গোড় ছিটকে গেল চারদিকে।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিতে খুব বেশি সময় লাগল না। মানুষ ছুটছে। কাঁদছে। গোটা এয়ারপোর্টে বা আশপাশের এলাকা থেকে এই রোমহর্ষক দৃশ্য যারা দেখল কেউ তারা স্বাভাবিক থাকতে পারল না। তবে কয়েকজনকে হাসতেও দেখা গেল। তারা ব্লু বার্ড এয়ারলাইন্সের ২৯৯ ফ্লাইটের আরোহীদের সী-অফ করতে আসা আত্মীয়-স্বজন, কারও স্ত্রী বা স্বামী, কারও বাবা বা ছেলে। আপনজনদের শূন্যে এভাবে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে তারা।

সাইরেন ও ঘণ্টা বাজিয়ে ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি আর অ্যামবুলেন্স ছুটছে ঝাঁক বেঁধে। গোটা এয়ারপোর্ট আর আশপাশের এলাকায় শুরু হয়ে গেছে ছুটোছুটি, চিৎকার-চেঁচামেচি, মাতম আর চরম বিশৃঙ্খলা। ডিপারচার লাউঞ্জ খালি হয়ে গেছে, কারণ লাউডস্পীকারে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে ডালেস এয়ারপোর্টের সমস্ত ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্যে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, জরুরী কোন কাজ না থাকলে বহিরাগত সবাই যেন এয়ারপোর্ট এরিয়া ছেড়ে চলে যান।

ডিপারচার লাউঞ্জে একা শুধু রানা দাঁড়িয়ে। রানওয়ে থেকে অনেক দূরে, এয়ারপোর্টের বাইরে, বিশাল এলাকা ওয়াশিংটন পুলিস, এফবিআই ও এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি অফিসাররা ঘিরে ফেলেছে। আরোহীদের কাউকে উদ্ধার করার প্রশ্ন সম্ভবত নেই, এরকম অবিশ্বাস্য একটা দুর্ঘটনা চাক্ষুষ করার পর ধরেই নিয়েছে, বেঁচে নেই একটি প্রাণীও। ওরা সম্ভবত দুর্ঘটনার কারণ তদন্তের জন্যে বোয়িঙের ব্ল্যাক বক্স সহ নানা রকম নমুনা ও আলামত সংগ্রহে ব্যস্ত। তবে ঘটনাটা যারা প্রত্যক্ষ করেছে, তারা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে আসলে ওটা দুর্ঘটনা ছিল না, ছিল স্যাবোটাজ। একটা নয়, কয়েকটা বোমা ছিল প্লেনে, একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটার এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। রানার আরও ধারণা, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমাগুলো ফাটানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে পুলিস ইন্সপেক্টর ওকে জানিয়ে গেছে, সাবলিমার দৈহিক ও পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা জানিয়ে দিয়ে শহরের টহল পুলিসকারগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রতিটি পুলিস স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে কারগুলো। ইন্সপেক্টর রানাকে ওর হোটেলে ফিরে অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে, সাবলিমার কোন খবর পাওয়ামাত্র ফোন করে ওকে জানানো হবে।

রানা কোন জবাব দেয়নি, ডিপারচার লাউঞ্জ ছেড়ে চলেও যায়নি। দূরে তাকিয়ে কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না, তবু চোখ ফেরাতে না পারার কারণটাও পরিষ্কার—এই মুহূর্তে রানার ছিন্নভিন্ন মাংস আর টুকরো টুকরো হাড়ও ওখানে থাকার কথা ছিল। নেই, তার কারণ, প্লেনে উঠতে না দিয়ে সাবলিমা ওকে টেনে নিয়ে আসে লাইন থেকে। তারপরও মনে ভিড় করছে অনেক প্রশ্ন। একা শুধু নিজেকে আর ওকে কেন বাঁচাবার কথা ভাবল সাবলিমা? প্লেনটা যে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে, ধরে নিতে হয় এটা সে জানত। তা না হলে প্লেনে ওঠার জন্যে লাইনে থেকেও পালিয়ে আসছিল কেন? জানতই যদি, চিৎকার করে সবাইকে বলেনি কেন—আপনারা কেউ প্লেনে উঠবেন না, কারণ আমি জানি প্লেনে বোমা আছে!

এতগুলো লোক মারা গেল, সেজন্যে ওর উপস্থিত বুদ্ধির অভাবও কি খানিকটা দায়ী নয়? সাবলিমাকে ওরকম আতঙ্কিত দেখে নিজেও ব্যাকুল হয়ে তার সঙ্গে না ছুটে, প্রথম কি ওর নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল না সাবলিমা কেন পালাচ্ছে? নিজের অজান্তেই বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এই মর্মান্তিক দৃশ্য কোনদিন ভুলতে পারবে না ও, আগামী অনেকগুলো রাত ঘুম আসবে না ওর, এলেও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠবে। এই সময় আবার একটা প্রশ্ন ফিরে এল মনে: সাবলিমা কি মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিল?

পায়ের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। পুলিস ইন্সপেক্টর অত্যন্ত সদয়, রানা হোটেলে ফিরে গেছে কিনা দেখার জন্যে ফিরে আসছে আবার, হাতে একটা কাগজ। 'নিন, স্যার। আপনি চেয়েছিলেন—প্যাসেঞ্জার লিস্ট।'

'তুই কাঁদছিস নাকি?' অপরপ্রান্ত থেকে উদ্বিগ্ন সোহেল সাবধানে জানতে চাইল।

'না,' চোখ মিট মিট করে বলল রানা। 'সবই তো শুনলি, এবার বল তোর কি ধারণা।'

'প্যাসেঞ্জার লিস্ট থেকে কোন সূত্র পাচ্ছি না,' বলল সোহেল। 'সাতজন রাজনীতিক ছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁরা একই পার্টির নন। তাঁদের মধ্যে একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার থাকলেও, শুধু তাঁকে মারার জন্যে সাড়ে চারশো আরোহীকে খুন করা হবে, এ বিশ্বাস্য নয়। তিনজন নামকরা অভিনেতা, তিনজন বেস্ট-সেলিং লেখক, বিভিন্ন রাজ্যের সত্তরজন ব্যবসায়ী, পঞ্চাশজন—তোকে বাদ দিয়ে ঊনপঞ্চাশজন—জার্নালিস্ট, ছ'জন সম্পাদক—নাহ্, লিস্ট থেকে কোন সূত্র পাচ্ছি না। আমার ধারণা, এটা কোন মৌলবাদী টেরোরিস্ট গ্রুপের কাজ।'

'তাই যদি হবে, স্যাবোটাজের পর দু'ঘণ্টা পার হতে চলেছে, ওরা এদের দাবি জানাচ্ছে না কেন?' জানতে চাইল রানা। 'এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত ঘটনা ঘটার পরপরই দাবিটা জানানো হয়।'

'এ-সব ক্ষেত্রে আরও একটা ব্যাপার ঘটে,' বলল সোহেল। 'ঘটনার দায় স্বীকার করে একাধিক মৌলবাদী সংগঠন, বিশ্লেষণ ও প্রমাণ সংগ্রহ করে আসলে কারা দায়ী তা নিশ্চিত হতে মিডিয়া ও পুলিসের অনেক সময় লেগে যায়।'

'ঊনপঞ্চাশজন জার্নালিস্টের মধ্যে বত্রিশজনই ছিল ক্রাইম রিপোর্টার,' বলল

রানা। 'ছ'জন সম্পাদকের মধ্যে চারজনই ক্রাইম ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন। এই দুটো ব্যাপারে কিসের যেন একটা ইঙ্গিত আছে। এদের বেশ কয়েকজনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, বাকিদের সম্পর্কেও জানি–সবাই তাঁরা মাফিয়ার বিরুদ্ধে লিখতেন।'

'ভাল একটা পয়েন্ট,' স্বীকার করল সোহেল। একটু থেমে আবার বলল, 'আরেকটা ব্যাপার আমার কাছে ধাঁধার মত লাগছে। প্যাসেঞ্জার লিস্ট তো এয়ারলাইন্সের মালিকের নির্দেশে বা অনুমোদন সাপেক্ষে তৈরি করা হবে, তাই না? সবাইকে নিয়ে তিনি আত্মহত্যা করবেন, এ তো হতে পারে না। তুই নিশ্চিত, ভদ্রলোক প্লেনে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত হয়েই বলছি।' আবার চোখ মিটমিট করল রানা। 'সাবলিমা কি যেন একটা কথা বলেছে, কোনমতে মনে করতে পারছি না–এত দ্রুত সব ঘটে গেল! আচ্ছা, সে যাকগে, এখন বস্ কি বলেন জানা দরকার আমার।'

'আমি জানি বস্ এখন আর চাইবেন না তুই লন্ডনে আসিস,' বলল সোহেল। 'যারাই দায়ী হোক, তারা তোকেও খুন করতে চেয়েছিল–বস্ চাইবেন আমরা তাদেরকে শায়েস্তা করব

'ফোনের লাইন এনগেজড রাখা ঠিক হচ্ছে না,' বলল রানা। 'ছাড়ছি। বস্ যদি কোন বিশেষ নির্দেশ দেন, আমাকে জানাবি, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল সোহেল। 'এদিকে জরুরী একটা কাজ ছিল, তবে তা নিয়ে তোকে এখন আর চিন্তা করতে হবে না। বস্ যদি বলেন তো আমিও ওয়াশিংটনে আসতে পারি। এফবিআই আর সিআইএ-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিস তো?'

'ওরাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আচ্ছা, এখন ছাড়ি।'

রিসিভার নামাতে না নামাতে রিঙ হলো। বুকের ভেতরটা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল রানার, না জানি কি দুঃসংবাদ শুনতে হয়। 'হ্যালো? মাসুদ রানা বলছি।'

'হ্যালো, আমি ইন্সপেক্টর নরম্যান, স্যার।'

'ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর। সাবলিমার কোন খোঁজ পেলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আই য়্যাম সো সরি, স্যার,' বলল ইন্সপেক্টর। 'প্রায় দশ মিনিট হলো আপনার লাইন পাওয়ার চেষ্টা করছি। স্যার, এখানে আমার সঙ্গে এফবিআই-এর একজন অফিসার রয়েছেন, আপনার পরিচিত, মি. ডানকান হিউবার্ট। কেসটা এখন ওঁর দায়িত্বে, আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। আই য়্যাম এক্সট্রিমলি সরি, স্যার।'

এভাবে দু'বার দুঃখ প্রকাশ করায় রানা বুঝে নিয়েছে কি ঘটেছে। ডানকান হিউবার্ট এফবিআই ওয়াশিংটন শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, প্রায় বন্ধু স্থানীয়ই বলা যায়। তার গলা চিনতে পেরে সরাসরি প্রশ্ন করল ও, 'শি ইজ ডেড, ইয়েস?'

'হোটেল ছেড়ে কোথাও যেয়ো না,' বলল হিউবার্ট। 'লবিতে অপেক্ষা করো, দশ মিনিটের মধ্যে একটা স্কোয়াড কার তোমাকে তুলে নেবে।' আর কিছু না বলে যোগাযোগ কেটে দিল

চিরুনি বা ব্রাশ না খুঁজে আঙুল দিয়ে মাথার চুল ঠিক করল রানা, স্যুইটের

দরজা বন্ধ করে নেমে এল হিলটনের লবিতে। এলিভেটরে ঢুকতে শীত শীত করল ওর, আর সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সেই কথাটা। সাবলিমা ওকে বলেছিল–'ওরা বোল্ড···আমাকে বাঁচাও!'

বোল্ড? বোল্ড মানে কি?

এলিভেটরে রানা একা, শোল্ডার হোলস্টারে গোঁজা অস্ত্রটা একবার ছুঁলো। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে ফেরার পথে রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখা থেকে নিয়ে এসেছে এটা। শাখার কয়েকজন এজেন্টও আলাদা গাড়ি নিয়ে ওকে অনুসরণ করে হোটেলে পৌঁছেছে। লবিতে নেমে তাদের সবাইকে চারদিকে ছড়িয়ে থাকতে দেখল ও। কেউ কাছে এলো না, তবে সূক্ষ্ম সংকেতে জানাল, লবিতে সিআইএ আর এফবিআই এজেন্টের সংখ্যা অন্তত ছয়জনের কম নয়। একটু চিন্তিত হলো রানা, ওর ওপর এভাবে নজর রাখার মানে কি?

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় ওয়াশিংটন পুলিস স্কোয়াডের একটা কার এসে থামল হিলটনের গাড়ি-বারান্দায়। গাড়ির বুলেট-প্রুফ জানালার কাঁচ নেমে যেতে ভেতরে ডানকান হিউবার্টের মুখ দেখতে পেল রানা, পিছনের সীটে বসে আছে। লবি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল ও। কোন প্রশ্ন করতে হলো না, হিউবার্ট বলল, 'হ্যাঁ, রানা, আমরা প্রায় নিশ্চিত, তোমার বান্ধবী মারা গেছে।'

রানা কিছু বলল না। বুকের ভেতর কি যেন একটা মোচড় খাচ্ছে। সামনে ও পিছনে একটা করে আরও দুটো স্কোয়াড কার লক্ষ করল ও। ভাবল, আমাকে প্রটেকশন দেয়া হচ্ছে, নাকি সাবলিমার খুনী বলে সন্দেহ? 'কোথায়?' এক মিনিট পর জানতে চাইল।

'পুলিস হোটেলগুলোর বোর্ডার লিস্ট চেক করতে গিয়ে টেলিফোনে খবর পায় সাবলিমা টেমপারা নামে এক ইটালিয়ান মেয়ে দু'দিন আগে লেডি বার্ড-এ উঠেছে। ফাইভ স্টার হোটেল, এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে। পুলিসকে রিসেপশন থেকে জানানো হলো, মাত্র এক মিনিট আগে জিনসের প্যান্ট, ইন করা সাদা পপলিনের শার্ট, সাদা কেডস আর সবুজ হাতব্যাগ নিয়ে হোটেলের লবি থেকে বেরিয়ে গ্যারেজের দিকে চলে গেছে সাবলিমা–একা, এবং ছুটছিল। পুলিস নির্দেশ দেয়, হোটেলের সিকিউরিটি অফিসাররা যেন তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, এবং কোন অবস্থাতেই হোটেল ছেড়ে বেরুতে না দেয়।'

'তারপর?'

'স্কোয়াড কারগুলো লেডি বার্ডে পৌঁছায় পাঁচ মিনিট পর। হোটেলের সিকিউরিটি অফিসাররা আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে পৌঁছাবার সময়ই পায়নি, তার আগেই সাবলিমার সিত্রোঁ বিস্ফোরিত হয়েছে।'

'সাবলিমা প্লেন ধরতে যাচ্ছিল, তার গাড়ি গ্যারেজে থাকবে কেন?'

'এখানে একটু গোলমেলে ব্যাপার আছে,' বলল ডানকান। 'প্লেন ধরার জন্যে রওনা হবে, তাই আজ সকালে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে রিসেপশনকে সাবলিমা অনুরোধ করেছিল, সিত্রোঁটা যেন রেন্ট-আ-কার কোম্পানিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়। সকালে যখন হোটেল ত্যাগ করে বেরিয়ে যায়, তার সঙ্গে চারজন লোক ছিল। এই চারজনও লেডি বার্ডের বোর্ডার, সাবলিমার উল্টোদিকের

দুটো কামরা একই দিনে ভাড়া নিয়েছিল প্রায় এক ঘণ্টা পর অন্য একটা গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরে আসে সাবলিমা, তখনও তার সঙ্গে ওই চারজন ছিল। সাবলিমা রিসেপশনে থামেনি, তিন সঙ্গীকে নিয়ে এলিভেটরের দিকে চলে যায়। অপর সঙ্গীটি রিসেপশনিস্টকে সাবলিমার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে জানায়, প্লেন মিস করায় সাবলিমা আবার নিজের কামরাটা বুক করতে চায়। রিসেপশনিস্ট কোন প্রশ্ন না করে দু'দিনের অগ্রিম টাকা নিয়ে ওই একই কামরার চাবি লোকটার হাতে দিয়ে দেয়। মাত্র পাঁচ কি সাত মিনিট পর এলিভেটর থেকে আবার লবিতে নেমে আসতে দেখা গেছে সাবলিমাকে, ওই একই পোশাকে। তবে ডেস্কে তখন অন্য একজন রিসেপশনিস্ট ছিল। লবির গেটম্যান বলছে, সাবলিমাকে সে গ্যারেজের দিকে যেতে দেখেছে। গাড়িটা, সিত্রোঁ, গ্যারেজেই ছিল, রেন্ট-আ-কার কোম্পানি তখনও নিয়ে যায়নি।'

'গ্যারেজের দিকে সাবলিমা একাই গেল? সঙ্গে কেউ ছিল না?'

'না। গেটম্যান ও পোর্টাররা এক একজন এক এক রকম কথা বলছে। কেউ বলছে, তাকে খুব ব্যস্ত দেখা গেছে। আবার কেউ বলছে, তাকে সন্ত্রস্ত বলে মনে হয়েছে।'

'তার সঙ্গী চারজন লোক?'

'তাদেরকে হোটেলে পাওয়া যায়নি,' বলল ডানকান হিউবার্ট। 'কখন কোনপথে সরে পড়েছে কেউ বলতে পারছে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা জানতে চাইল, 'এত কড়া পাহারা কাকে দেয়া হচ্ছে, তোমাকে না আমাকে?'

'তোমাকে,' বলল ডানকান। 'মাত্র দু'জন প্যাসেঞ্জার ব্লু বার্ডের বোয়িঙে ওঠেনি—সাবলিমা আর তুমি। সাবলিমা যদি মারা গিয়ে থাকে, তুমি একমাত্র সৌভাগ্যবান। স্যাবোটাজের জন্যে যারা দায়ী তারা তোমাকেই বা বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে কেন?'

'ধন্যবাদ, হিউবার্ট,' মন্তব্য করল রানা, অন্যমনস্ক। 'তবে এ এক ধরনের বোকামিও বটে। এরকম কড়া প্রোটেকশনের আয়োজন দেখে ওরা ধরে নেবে স্যাবোটাজটা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে আমার কাছে, অর্থাৎ আমার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হতে বলা হচ্ছে ওদেরকে।'

'তুমি বলতে চাইছ, নেই?'

'কি নেই?'

'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য?' হিউবার্টের গলায় ঠাণ্ডা সুর।

'ঠিক জানি না,' বলল রানা। 'চলো আগে লাশটা দেখি।'

একটু থেমে জবাব দিল হিউবার্ট। 'সরি, মাই ফ্রেন্ড। সত্যি দুঃখিত। শক্তিশালী গাড়িবোমা বিস্ফোরিত হলে কি হয় তুমি জানো—প্যাসেঞ্জারকে শনাক্ত করা যায় না এখনও তার কোন আত্মীয়স্বজনকে পাওয়া যায়নি, তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি—তার বন্ধু হিসেবে কতটুকু কি চিনতে পারো দেখো।'

দুই

আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজের একটা পিলারকে পাশ কাটাবার সময় বিস্ফোরিত হয়েছে কালো সিত্রোঁ। নিচের দিক থেকে পিলারের অর্ধেকটাই নেই, সিত্রোঁ উড়ে এসে পড়েছে আর দুটো গাড়ির ওপর, সে-দুটোতেও আগুন ধরে গিয়েছিল। গ্যারেজের এই অংশটা 'পুলিস' লেখা হলুদ ফিতে দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। আগুন নেভানোর পর ফিরে গেছে ফায়ারব্রিগেডের লোকজন। গ্যারেজের আরেক পাশে দুটো অ্যামবুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। সিত্রোঁর যে-টুকু অবশিষ্ট আছে তার ফটো তুলছে পুলিস বিভাগের ক্যামেরাম্যানরা। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অফিসাররা আবর্জনা থেকে খুঁটে খুঁটে বিস্ফোরকের নমুনা তুলে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরছে। গোটা গ্যারেজ উদ্ভাসিত হয়ে আছে কয়েকটা স্কোয়াড কারের হেডলাইটের আলোয়। ফিতে বা টেপ পার হয়ে রানাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল হিউবার্ট 'তুমি কিছু আইডেনটিফাই করতে পারবে, তা আমরা আশা করছি না,' বলল সে। 'লাশটা তো নয়ই—তবু, দেখো।'

রানার চোয়াল শক্ত হলো। স্কোয়াড কার থেকে নামার পরপরই পরিচিত গন্ধটা নাকে ঢুকেছে—পোড়া রঙ আর আগুনে দগ্ধ মানবশরীরের অসুস্থকর দুর্গন্ধ। পেটটা মোচড় দিল, বমি পাচ্ছে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল রানা।

প্রকাণ্ডদেহী একজন পুলিস অফিসারকে হিউবার্ট জিজ্ঞেস করল, 'মেডিকেল এক্জামিনার এসেছেন?'

'এইমাত্র চলে গেলেন। লাশের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, একটু পরেই আমরা মর্গে পাঠিয়ে দেব।'

'তোমাদের ক্রিমিনোলজিস্টরা কিছু পেল?'

'পাবার মত কিছু আছে? টুকরো-টাকরা যা পাচ্ছে তুলছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'এসো,' বলে রানার একটা হাত ধরে সিত্রোঁর দিকে এগোল হিউবার্ট।

কাছাকাছি হবার সময় ভাঙাচোরা, পোড়া আর বিকৃত একটা ধাতব কাঠামো দেখতে পেল রানা। সিত্রোঁর পিছনের অংশ, ছাদ সহ, উড়ে গেছে। বুটের কোন অস্তিত্ব নেই, ছাদের বাকি অংশও বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশে ঝুলছে গাড়ির ড্রাইভিং সাইডে স্টিয়ারিং হুইলের ভগ্নাংশ দেখতে পেল রানা আরও কাছে সরে এসে ঝুঁকল ও। মানুষের একটা আকৃতি বলে চেনা যায়; পুড়ে এমন ক্ষতবিক্ষত ও কালো হয়ে গেছে, ওটা যেন কোন জন্তুর চামড়া ছেলা ঝলসানো শরীর মাথাটা ছোট হয়ে পরিণত হয়েছে আগুনে পোড়া নারকেলে, অনেকটা গলেও গেছে, ফলে ওপর দিকে তৈরি হয়েছে তিনটে গর্ত, কিনারাগুলো ভাঙা। তবে খুলির পিছন দিকটা প্রায় অক্ষত। কয়েকটা টুকরোকে হাত ও পা বলেও চিনতে পারল রানা, এমন ভাবে বাঁকা হয়ে আছে, ফরেনসিক এক্সপার্টদের ভাষায় বলতে হয়, 'বক্সার

পজিশন'। পুড়ে মারা গেলে যে-কোন মানুষকে এরকম দেখায়, যেন বক্সিং লড়ার ভঙ্গি নিয়ে আছে।

পুলিসদের কেউ একজন তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, 'আইডেনটিফাই করার মত কিছু পেলে?'

'নাহ্!'

হিউবার্ট রানাকে বলল, 'পিলারটাকে পাশ কাটিয়ে বাঁক নিতে যাচ্ছিল ড্রাইভার–তোমার বান্ধবী–এই সময় বিস্ফোরণটা ঘটে। ভাগ্যই বলতে হবে যে আর কেউ আহত হয়নি বা মারা যায়নি। সিত্রোঁর পাশে ছিল একটা গাড়ি, আরেকটা গাড়ি সিত্রোঁকে ওভারটেক করছিল। ড্রাইভাররা তোতলাচ্ছিল, আমি তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। তাদের বক্তব্য, গ্যাস ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়। তবে যে লোকটা ওভারটেক করছিল তার ধারণা, আরও একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছে সে।

প্রকাণ্ডদেহী পুলিস অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, হাতে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ। 'ইনিশিয়াল,' বিড়বিড় করে বলল সে।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে রানার সামনে ধরল হিউবার্ট। 'চিনতে পারছ, রানা?'

প্লাস্টিক ব্যাগের ভেতর তোবড়ানো এক টুকরো মেটাল দেখতে পাচ্ছে রানা। রঙটা কালো হয়ে গেলেও, আকৃতিটা চেনা গেল। পাশাপাশি দুটো অক্ষরও পড়া গেল–টি ও এস 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'সাবলিমার হাতব্যাগের মেটাল রিবন বা হুক। এয়ারপোর্টে আজ ওর হাতে যে সবুজ হ্যান্ডব্যাগটা দেখেছি, তাতেই ছিল।'

'বডিটা আরেকবার ভাল করে দেখো,' বলল হিউবার্ট। 'আর কিছু চিনতে পারছ?'

রানার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। লাশের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়েই বলল, 'না।' এই মুহূর্তে রানার মনে একটাই প্রশ্ন, কিন্তু সঙ্গত কারণেই উচ্চারণ করতে পারছে না।

'হাই, রানা,' ভারী একটা গলা। 'সত্যি দুঃখিত।' এগিয়ে আসতে দেখা গেল সিআইএ-র রিজানল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিল প্রক্টরকে। রানা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল, সেটাকে অগ্রাহ্য করে বুকে টেনে নিল ওকে। 'এয়ারপোর্ট থেকে আসছি, তাই দেরি হয়ে গেল। এখানে কাজ যদি শেষ হয়ে থাকে তো চলো জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কনফারেন্স রুমে গিয়ে বসি। তোমার সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে আমাদের।'

তিনদিনে ছ'দফা ম্যারাথন বৈঠক হলো। ব্লু বার্ড বোয়িং স্যাবোটাজ কেস তদন্ত করছে সাতটা প্রতিষ্ঠান–এফবিআই, সিআইএ, ফেডারেল পুলিস, স্টেট পুলিস, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি ও রানা এজেন্সি; লিয়াজোঁ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মার্কিন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা।

সাত প্রতিষ্ঠানের সাতজন প্রতিনিধিকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ কমিটি সেই কমিটিকে রানা জানাল সাবলিমার সঙ্গে কিভাবে ওর পরিচয় হয়েছিল, সেই পরিচয় কিভাবে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

রানার সঙ্গে সাবলিমার পরিচয় ইটালির মিলানে। প্রতি বছরের মত সেবারও ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। হাতে কোন কাজ না থাকায় উৎসবমুখর আনন্দমেলায় রানা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ধরে নিয়েছিল ও একাই নিঃসঙ্গ। কিন্তু একটা মেয়ের চোখে পড়ে যায় ও, সে-ও ওর মত নিঃসঙ্গ, শোভাযাত্রায় একা এসেছিল। মেয়েটা সুন্দরী, তাই অনেকেই নিজের সঙ্গিনীকে ফাঁকি দিয়ে তার সঙ্গ পাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের কাউকে ভাল না লাগায় স্মিত হেসে এড়িয়ে গেছে সে। মেয়েটি যে ওকে লক্ষ করছে, বুঝতে পেরে রানাই প্রথম কথা বলে। সাবলিমার সঙ্গে এভাবেই ওর পরিচয়। এশিয়ার বন্যা ও আফ্রিকার খরা পীড়িত লোকজনকে অর্থ সাহায্য দেয়ার জন্যে অনেক প্রতিষ্ঠান চাঁদার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে, সাবলিমা এরকম একটা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টস সেকশনে কাজ করত। আফ্রিকায় সে কখনও যায়নি, তবে এশিয়ার অনেক দেশে গেছে, বলেছিল রানাকে। আরও বলেছিল, বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের লোকদের অত্যন্ত সরল বলে মনে হয়েছে তার। যাই হোক, সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। ইটালিতে সেবার কয়েক হপ্তা ছিল রানা, তখন প্রতিদিনই দেখা করেছে ওরা। তারপর কাজ নিয়ে বাংলাদেশে আসে সাবলিমা। সে-বার ছ'মাস ঢাকায় ছিল। ওই ছ'মাসে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। মানুষের সেবা করতে হলে সাংসারিক বন্ধন থাকা উচিত নয়, এরকম একটা বিশ্বাস ছিল তার। বোধহয় সেজন্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিয়ে করবে না। রানা তার এই সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কোন চেষ্টা করেনি সম্ভবত নিজেও যেহেতু চিরকুমার থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই সাবলিমাকে বিয়েতে উৎসাহিত করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি ও। সাবলিমা ঢাকা ত্যাগ করার পর ইটালিতে অনেকদিন যাওয়া হয়নি রানার, তবে টেলিফোনে প্রতি মাসেই কথা হত। আরও প্রায় এক্‌বছর পর আবার এজেন্সির কাজে ইটালিতে আসতে হলো রানাকে। সাবলিমার সঙ্গে দেখাও হলো। কিন্তু আগের সেই প্রাণচঞ্চল সাবলিমা যেন হারিয়ে গেছে। রানাকে দেখে হাসল বটে, কিন্তু তা যেন অকৃত্রিম নয়। 'তোমার সেই আগের উচ্ছ্বাস গেল কোথায়?' রানার এ-ধরনের প্রতিটি প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে সে। তারপর হঠাৎ একদিন ফোন করে রানাকে জানাল, 'তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিমো টেমপারা নামে বিশাল এক ধনী ব্যবসায়ী তাকে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, স্ত্রী মারা গেছেন, তরুণ দুই পুত্রসন্তানের জনক। তাদের নাম–পন্টিয়ো টেমপারা ও অনারিয়ো টেমপারা। দু'জনেই বিবাহিত, এবং চারজনেরই এই বিয়েতে মত আছে। ফোনে রানাকে সাবলিমা আরও জানাল, এখন থেকে সে আর ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে না। দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে যোগাযোগ কেটে দেয় সে।

সাবলিমাকে ভুলে যাওয়া রানার পক্ষে সহজ হয়নি। তবে তার দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হবে ভেবে ইচ্ছা জাগলেও আর কখনও যোগাযোগ করেনি এমন কি লিমো টেমপারা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন, এখবর পাওয়ার পরও নয় তারপর ওদের আর দেখাও হয়নি। শেষ দেখা হলো এই সেদিন, এয়ারপোর্টে সিআইএ ও এফবিআই-এর তরফ থেকে ওকে জানানো হলো, টেমপারা

ভ্রাতৃদ্বয়ের ওপর দীর্ঘদিন ধরে নজর রাখছে তারা। দুই ভাই বৈধ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত হলেও, আসলে তারা একটি মাফিয়া পরিবার। দীর্ঘ বহু বছর ধরে ইউরোপে নিষিদ্ধ ড্রাগস সরবরাহ করছে ওরা। আত্মীয়স্বজনরা প্রভাবশালী রাজনীতিক হওয়ায়, ইটালি পুলিসের সাহস নেই ওদেরকে স্পর্শ করে। ইটালির পিসায় ওদের প্রাসাদতুল্য ভিলা আছে, দু'ভাই ওই ভিলা থেকে সাধারণত বের হয় না, বৈধ-অবৈধ সমস্ত ব্যবসা ওখান থেকেই পরিচালনা করে। ড্রাগস পাচার বন্ধ করার জন্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ টেমপারাদের বিরুদ্ধে ইটালি সরকারকে আইনগত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি তারপর, বছর তিনেক আগে জানা গেল, পন্টিয়ো আর অনারিয়ো তাদের মাফিয়া সংগঠনকে যুক্তরাষ্ট্রে শক্ত একটা ভিত দেয়ার জন্যে গোপনে উঠেপড়ে লেগেছে খবরটা পেয়ে সিআইএ ও এফবিআই তৎপর হয়ে ওঠে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে টেমপারাদের ভিলায় এফবিআই ও সিআইএ একজন করে লেডি এজেন্ট রোপণ করে। দু'জনেই তারা কমপিউটর প্রোগ্রামার অ্যান্ড অ্যানালিস্ট–তবে কেউ তারা পরস্পরের আসল পরিচয় জানে না। এফবিআই যাকে রোপণ করেছে তার নাম হেনা কোলবানি, আর সিআইএ এজেন্টের নাম মিলি জোহরা। ভিলায় নিয়োগ পাবার পর দু'জনেই তারা টেমপারাদের বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে টেমপারাদের লোকজন ওদের ওপর নজর রাখলেও, সেটা স্রেফ রুটিন। ভিলায় কাজ করে ওরা, থাকেও সেখানে। তবে ছুটি-ছাটায় ইউরোপে বা আমেরিকায় বেড়াতে আসতে কোন বাধা নেই। তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, পন্টিয়ো ও অনারিয়ো ইটালির বাইরে খুব কমই যায়। নিজেরা আপাতত সশরীরে উপস্থিত হয়ে নয়, আমেরিকায় আসন গাড়তে চাইছে কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে।

এরপর ফেডারেল পুলিস আর ওয়াশিংটন স্টেট পুলিস রিপোর্ট করল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এয়ারলাইন্স ব্যবসা আরও বড় করার জন্যে বিখ্যাত বারবি হপকিন্স একজন পার্টনার নিতে চেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক টেন্ডারে প্রস্তাব দেয়া হয়, ব্লু বার্ড এয়ারলাইন্সের পঁয়তাল্লিশ ভাগ শেয়ার কিনে নিয়ে যে-কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান পার্টনার হবার জন্যে আবেদন জানিয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে ইটালির টাগালিয়া সিন্ডিকেটের আবেদন গ্রহণ করেন হপকিন্স। একটানা দু'মাস শর্তাদি নিয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, ব্লু বার্ডের ওয়াশিংটন টু লন্ডন ফ্লাইট যেদিন উদ্বোধন করা হবে তার আগের দিন দুই কোম্পানি চুক্তিপত্রে সই করে পার্টনার হবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে টাগালিয়া সিন্ডিকেট এমন সব শর্ত আরোপ করে যে হপকিন্সের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি, ফলে কোন চুক্তিও হয়নি। টাগালিয়ার শর্ত ছিল, লন্ডন থেকে ব্লু বার্ড কার্গো হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে কি কি আনবে তা তারাই ঠিক করবে, এ-ব্যাপারে হপকিন্স কোন রকম আপত্তি করতে বা নাক গলাতে পারবেন না। আলোচনা ও চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ায় হপকিন্স বিপদেই পড়ে যান, কারণ উদ্বোধনী ফ্লাইটে যাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাদের বেশিরভাগ লোককেই হপকিন্স চিনতেন না তালিকার সিংহভাগই তৈরি করেছিল টাগালিয়ার মালিকপক্ষ। সম্পর্কটা তখন মধুর ছিল, তাছাড়া টাগালিয়ার

মালিকপক্ষকে খুশি করার একটা ইচ্ছাও কাজ করেছে, সেজন্যেই হপকিন্স তাদের তৈরি তালিকা অনুমোদন করেছিলেন। আলোচনা ভেঙে যাবার পর ওই তালিকা বাতিল করার আর সময় বা সুযোগ ছিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেশিরভাগ অচেনা অতিথি নিয়ে বোয়িঙে চড়েন তিনি। তারপর কি ঘটেছে সবারই তা জানা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, টাগালিয়া সিন্ডিকেট ইটালি ও যুক্তরাষ্ট্রে রেজিস্ট্রি করা একটা কোম্পানি। কোম্পানির মালিক এক ইটালিয়ান মহিলা, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে গোপনসূত্রে জানা গেছে, টাগালিয়া আসলে টেমপারা ভাইদের প্রতিষ্ঠান। হপকিন্সের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিল টেমপারাদের একদল কর্মচারী, তাদের নেতৃত্বে ছিল এলিনা, অনারিয়োর স্ত্রী। আলোচনা ভেঙে দেয়ার আগে তারাই আমন্ত্রিত আরোহীদের তালিকা তৈরি করে। বলাই বাহুল্য, বোয়িঙে আগে থেকেই বোমা লুকিয়ে রেখেছিল তারা। হপকিন্স তাদের শর্ত মেনে না নেয়ায় রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে প্লেনটা উড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার তাৎপর্য কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। চুক্তি হলে টাগালিয়া লাভবান হতে চেয়েছে লন্ডন থেকে ওয়াশিংটনে ড্রাগস আমদানি করে, আর চুক্তি না হলে লাভবান হতে চেয়েছে পরিচিত ও সম্ভাব্য শত্রুদেরকে খুন করে। শর্ত না মানার অপরাধে বারবি হপকিন্সকে খুন করা হয়েছে প্রতিশোধ হিসেবে। সিআইএ-র হিল প্রস্টরের ধারণা, পারিবারিক ব্যবসার বখরা থেকে সৎ মা সাবলিমাকে বঞ্চিত করার জন্যেই পন্টিয়ো আর অ্যান্টোনিয়ো তাকে বোয়িঙে চড়ে লন্ডনে বেড়াতে যেতে বলেছিল। কিন্তু যেভাবেই হোক সাবলিমা জেনে ফেলে যে প্লেনে বোমা আছে, তাই সে পালাতে চেষ্টা করে, আর তখনই রানার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। প্রস্টরের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে রানা পুরোপুরি একমত হতে না পারলেও, এ-বিষয়ে কোন মন্তব্য করল না। তবে কমিটির সামনে একটা প্রশ্ন রাখল ও, "বোল্ড সম্পর্কে কে কতটুকু জানি আমরা?'

কেউ কিছু বলার সুযোগ পেল না, ডানকান হিউবার্ট-এর পকেটে পিপ-পিপ করে মোবাইল বেজে উঠল। ফোন বের করে মেসেজ শুনছে সে, খালি হাতটা তুলে সবাইকে কথা না বলার ইশারা করল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই সেট অফ করে দিয়ে হিউবার্ট বলল, 'হেনা কোলবানি আমেরিকায় আসছে। এফবিআই ট্রেনিং এস্টাবিলিশমেন্টেও আসবে সে। ওটা কোয়ানটিকো, ভার্জিনিয়ায়।'

রানার কানে ফিসফিস করল সোহেল 'হেনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবি। তুই প্রশ্ন করবি না, সে নিজে মিলি সম্পর্কে কিছু বলে কিনা দেখ মিলি আমাদের মেয়ে।'

তথ্যটা রানার কাছে শুধু নতুনই নয়, চমকপ্রদও বটে: তবু উৎফুল্ল হতে পারল না। ফিসফিস করেই জবাব দিল, 'কিন্তু এটাও ভোলা উচিত নয় যে ইনফর্মাররাই ডাবল এজেন্ট হয়।'

সোহেল কিছু বলতে গিয়ে হেসে ফেলল।

এরপর, যেন গোপন কোন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে, লিয়াজোঁ অফিসারদের একজন প্রস্তাব করল, কোয়ানটিকোয় হেনার সঙ্গে রানার দেখা করাটা জরুরী। প্রস্তাবটা উচ্চারিত হতে যা দেরি, এফবিআই আর সিআইএ-র তরফ থেকে প্রায়

একযোগে তা সমর্থন করা হলো। মনের সন্দেহ বা সংশয় রানা প্রকাশ করল না, ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। তবে লক্ষ করল, বোল্ড প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেছে।

কোয়ানটিকো মেরিন বেস-এর একটা অংশ নিয়ে এফবিআই-এর ট্রেনিং এস্টাবলিশমেন্ট। তুষারঝড়ের মধ্যে ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হলো ওরা, পৌঁছুতে সময় লাগল মাত্র আধ ঘণ্টা। হেলিকপ্টার প্যাড-এ কয়েকজন এজেন্ট অপেক্ষা করছিল, গাড়িতে তুলে সরাসরি লাল একটা ভবনের সামনে পৌঁছে দিল ওদেরকে। এই ভবনেই ট্রেনিং সেন্টার ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোয়ানটিকোতেই এফবিআই নানা রকম গবেষণা চালায়, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর কর্মকর্তারা প্রয়োজনে তাদের বিভিন্ন সেনসিটিভ ইকুইপমেন্টও এখানে রাখে। ডীন, বিলেট, ম্যাকফারসন ও টিনা, এই চারজনের সঙ্গে দ্রুত রানার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। এদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স টিনার ডানকান হিউবার্ট প্রশ্ন করল, 'পৌঁছেছে?'

জবাব দিল ডীন, 'তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কাল সকালেই আবার দুনিয়ার সামনে তাকে মুখ দেখাতে হবে। কাজকর্ম সব রাতের মধ্যেই শেষ হওয়া চাই।'

লাল ভবন থেকে কয়েকটা টানেল পার হতে হলো, প্রতিটি টানেল কয়েকটা করে ভবনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। সবশেষে একটা এলিভেটর, সেটায় চড়ে সাততলায় উঠতে হলো। তারপর একটা করিডর, ফাইভ স্টার হোটেলের মত লাল গালিচায় ঢাকা। প্রতিটি দরজা পনেরো ফুট পরপর। রানার অনুভূতি হলো, ওকে যেন ছেঁকে ধরে সামনে বাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। অবশেষে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করল হিউবার্ট–টক-টকা-টক, টক-টক, টকা-টক-টক ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, গলাটা কেন যেন অত্যন্ত পরিচিত লাগল রানার কানে। 'কাম ইন।'

ডীন ও হিউবার্ট পিছিয়ে এসে সামনে ঠেলে দিল রানাকে। ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। কামরাটা প্রায় অন্ধকারই বলা যায়। একপ্রান্তে, যথেষ্ট দূরে, সবুজ শেড পরানো একটা ডেস্ক ল্যাম্প জ্বলছে শুধু।

কেউ একজন ওভারহেড লাইটটা জ্বেলে দিল। কয়েক সেকেন্ড যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সময়। রানা বাজি ধরে বলতে পারবে, আর্মচেয়ারে বসে আছে সাবলিমা। কিন্তু তারপরই মেয়েটি বদলে যেতে শুরু করল, মন আর আলোর কারসাজি ব্যর্থ হওয়ায় এখন আর ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। দৈহিক গড়ন প্রায় এক রকম হলেও, এ মেয়ের সঙ্গে সাবলিমার আর কোন মিল নেই। মুখটা চওড়া, কালো চোখ, কালো চুল, প্রশস্ত চোয়াল, খাড়া নাক–ইটালিয়ান বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। ক্ষমাপ্রার্থনার একটা ভঙ্গি নিয়ে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসছে, ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি, বডি ল্যাংগুয়েজে সহানুভূতি ডান হাত বাড়িয়ে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল। 'হেনা, হেনা কোলবানি,' নিজের পরিচয় দিল মেয়েটি

'দুঃখিত,' বলল রানা 'তোমাকে অন্য একজন ভেবে ভুল করতে

যাচ্ছিলাম।' সাবলিমার চেহারাটা আরেকবার ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

'হাতে বেশি সময় নেই, কথাবার্তা যা বলার তাড়াতাড়ি সারতে হবে,' তাগাদা দিল এফবিআই-এর ডানকান হিউবার্ট।

'হেনাকে কিছু প্রশ্ন করব আমি, তার হয়ে তোমরা উত্তর দিতে পারবে না,' বলল রানা। প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল হিউবার্ট, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ও। 'ইয়েস, অর নো?'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা ও অস্বস্তি জমাট বাঁধল। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল হিউবার্ট। হেসে উঠল হেনা, বলল, 'তোমার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি, রানা, তার মধ্যে অন্তত একটা কথা দেখা যাচ্ছে মিথ্যে নয়–সব ব্যাপারেই তোমার নিজস্ব একটা ধরন আছে।'

ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে উৎসাহী নয় রানা। 'টেমপারা ভাইদের কি কাজ করো তুমি, হেনা?'

'আগে শুনবে না, কিভাবে আমি চাকরিটা পেলাম?' প্রশংসা কোন কাজে লাগেনি বুঝতে পারলেও হেনার হাসিটা ম্লান হলো না। 'পন্টিয়োর স্ত্রী জুলিয়ানা আমার মেয়েবেলার বন্ধু। কম্পিউটর সায়েন্স নিয়ে পাস করার পর এফবিআই আমাকে ডেকে বলল, ঝুঁকি আছে এমন কোন কাজ করতে রাজি আছি কিনা–অন্য কোথাও চাকরি করলে যা বেতন পাব তার চার গুণ বেতন দেবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। ওরা আমাকে ছ'মাস ট্রেনিং দিল, তারপর বলল ইটালিতে গিয়ে টেমপারা ভাইদের সঙ্গে খাতির জমাবার চেষ্টা করো। আমি সরাসরি জুলিয়ানার সঙ্গে দেখা করি। তার সুপারিশে পিসায়, টেমপারাদের ভিলায়, আমার চাকরি হয়ে গেল। প্রথম এক বছর ওরা আমার ওপর নজর রাখল, নানাভাবে পরীক্ষা করল আমাকে, তারপর কাজ দিল। এখন আমি ওদের সমস্ত কম্পিউটর অপারেশন পরিচালনা করি। নেটওঅর্কটা বিশাল, তার মধ্যে অনারিয়োর স্ত্রীর এক আত্মীয়াও আছে। তাই আরও লোক নিতে হয়েছে আমাকে। নতুন হার্ডওয়্যার যখন যা কিনতে হয়, আমিই কিনি। এবারও আমেরিকায় এসেছি পাওয়ার পিসি কিনতে–ম্যাকিনটশ ও আইবিএম, দুটোই।'

'অর্থাৎ হার্ডডিস্ক তোমার নাগালের মধ্যেই? এফবিআই যা চায় তার প্রায় সবই তুমি দিতে পারো?'

'টেমপারাদের কম্পিউটরে যা আছে বা থাকে সবই আমি পাচার করতে পারি,' বলল হেনা। 'প্রতিটি ব্যবসায়িক লেনদেন, প্রতিটি ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট, ডাটাবেস–মোট কথা, ওদের সিস্টেমে যা আছে সবই আমি এফবিআইকে পাঠাচ্ছি। কাজটা যে বিপজ্জনক, তা তো বুঝতেই পারছ। তবে আমার ধরা পড়ার ভয় প্রায় নেই বললেই চলে।'

'একটু বেশি আত্মবিশ্বাস দেখানো হয়ে যাচ্ছে না?'

হেনা প্রথমে হাসল, তারপর মাথা নাড়ল। 'অনারিয়ো টেমপারা আমাকে ভালবাসে। ভালবাসে মানে, আমার প্রেমে একেবারে দেওয়ানা সে।'

'অনারিয়োর স্ত্রী ব্যাপারটা জেনে ফেললে?'

'জানতে পারলেও তার সাহস হবে না অনারিয়োকে কিছু বলে,' জবাব দিল

হেনা। 'কারণ এলিনাকে তুমি রীতিমত পুরুষখেকো বলতে পারো। এমন কি, সে যে বারবি হপকিন্সের সঙ্গে হোটেলে শুয়েছে, অনারিয়োর কাছে তার ফটোও আছে।'

'সাড়ে চারশো প্যাসেঞ্জার সহ প্লেনটা উড়িয়ে দেয়া হলো, অনেক কারণের মধ্যে এটাও তাহলে একটা—অনারিয়ো জেনে ফেলে হপকিন্সের সঙ্গে বিছানায় উঠেছে এলিনা?'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল হেনা।

'এফবিআইকে তুমি কি ধরনের তথ্য সরবরাহ করেছ, আমাকে একটা ধারণা দাও।'

'ওখানে তাদের হয়ে যারা কাজ করছে, নাম-ঠিকানা সহ তাদের একটা তালিকা পাঠিয়েছি আমি,' বলল হেনা। 'ওদের যারা কনট্যাক্ট, নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর সহ আরেকটা তালিকা পাঠিয়েছি। ইচ্ছে করলে এফবিআই-এর সাহায্য নিয়ে যে-কোন দিন ইটালিয়ান পুলিস এদের সবাইকে ঘেরাও দিয়ে পাকড়াও করতে পারে।'

'পারে তো ধরছে না কেন?'

হিউবার্ট উসখুস করছে, কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

'ইটালিয়ান পুলিস সাহস করছে না,' বলল হেনা। 'ইটালিতে টেমপারাদের প্রভাব অবিশ্বাস্য। ওদের ঘুষ দেয়ার পদ্ধতিটাই আলাদা। গত দুশো বছরের ঐতিহ্য হলো—নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হলেই প্রত্যেক সদস্যকে লাখ লাখ মার্কিন ডলারের উপঢৌকন পাঠানো। সেজন্যেই এফবিআই চাইছে, ওদের বিচার হতে হবে আমেরিকায়।'

'কিভাবে তা সম্ভব?' জানতে চাইল রানা।

'মাফিয়া ডন মোরেল ম্যাগনাম খুন হবার পর নিউ ইয়র্কে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে,' বলল হেনা। 'সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা চালাচ্ছে টেমপারারা ধীরে ধীরে ম্যাগনামের সমস্ত স্বার্থ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে ওরা…'

অকস্মাৎ ঘরের ভেতর রিঙ হলো। টেবিলটা ঘরের এককোণে, তার ওপর পাশাপাশি একজোড়া টেলিফোন দেখল রানা—একটা কালো, একটা লাল। দ্রুত এগিয়ে গেল হেনা, কালো রিসিভারটা কানে তুলে পাঁচ সেকেন্ড শুনল, তারপর সেটা নামিয়ে রেখে রানার দিকে ফিরে বলল, 'আমার লাভার ফোন করেছে।' এরপর লাল ফোনের রিসিভার তুলল সে।

কথা না বলে ঠোঁট মুড়ে হাসল রানা।

'তোমার ধৈর্য বলতে কিছুই কি নেই?' রুদ্ধশ্বাসে বলল হেনা। ইটালিয়ানদের স্বভাবই দ্রুত প্রচুর কথা বলা, অনারিয়োও ব্যতিক্রম নয়, তার সঙ্গে সে-ও তাল মেলাচ্ছে। একজন আরেকজনকে পাগলের মত ভালবাসে, এরকম প্রেমিক-প্রেমিকা যেভাবে আলাপ করে, হেনা ও অনারিয়ো সেভাবেই কথা বলছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, অবশ্যই তাকে ভালবাসে…কেয়ামত না হলে কালই আবার তাকে দেখতে চায়…হ্যাঁ, মা ও বাবা দু'জনেই ভাল আছেন, কিন্তু তাকে ছাড়া জীবনটাকে মনে হচ্ছে শুকনো মরু, আর সময়টাকে মনে হচ্ছে প্রাণের দুশমন। কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেল হেনা। তারপর অনারিয়ো শুরু করল, সে-ও সহজে থামতে চায় না।

এক সময় আবার হেনার পালা ফিরে এল। হ্যাঁ, কাল সকাল এগারোটায় ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে তার প্লেন···না-না, এয়ারপোর্টে কোনমতেই সে যেন তার সঙ্গে দেখা করতে না আসে–নিরাপত্তার কথাটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে···তবে, নিজের বদলে কাকে পাঠাচ্ছে সে?···সাপ্রাসিয়োকে? সাপ্রাসিয়ো হলে ঠিক আছে। অনারিয়োর কোন মন্তব্যে খিলখিল করে হেসে উঠল হেনা, তারপর বলল···ব্যাপারটা উদ্ভট, তবে সে সামলে নিতে পারবে। তারপর আবার দীর্ঘক্ষণ শুনে গেল হেনা। অকস্মাৎ আঁতকে ওঠার আওয়াজ করল সে '···তুমি শিওর?···কিন্তু আমি ভেবেছিলাম···এলিনা নিশ্চয়ই স্টেটসে নেই···না···না···তুমি কি একশো ভাগ নিশ্চিত?···হ্যাঁ, অবশ্যই, পারিবারিক মান-সম্মানের কথা ভাবলে আর তো কোন উপায় নেই···হ্যাঁ, এটা এখন তুমি করতে পারো···সব শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি। এর মানে কি বিয়েটা ভেঙে যাবে?···ঠিক আছে, তুমি কি করো দেখার জন্যে অগত্যা অপেক্ষাই করব আমি।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে আরও চার মিনিট ব্যয় করল ওরা। রিসিভার নামিয়ে রেখে খালি একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল হেনা।

অলস পায়ে হেঁটে এসে তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে রানাও বসল। 'এফবিআই-এর ট্রেনিং সেন্টারের নম্বরে ফোন করল অনারিয়ো টেমপারা–রহস্যটা কি?'

'আমেরিকায় এলে হেনা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে ক্যানসাসে যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?' জবাব দিল হিউবার্ট। 'অনারিয়ো ফোন করেছে ক্যানসাসেরই একটা নম্বরে এই কামরায় বয়স্কা এক ইটালিয়ান মহিলা থাকেন, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা–খান, ঘুমান, টিভি দেখেন, বই পড়েন এবং অপেক্ষা করেন কখন লাল টেলিফোনটা বেজে উঠবে। অনারিয়ো ফোন করলে মহিলা অর্থাৎ হেনার "মা" রিসিভার তুলে বলেন–হেনা, আশপাশেই কোথাও আছে, ডেকে দিচ্ছি। মাঝে মধ্যে অনারিয়োর সঙ্গে খোশ-গল্পও করেন তিনি। আর হেনা যখন এই কামরায় একা থাকে, লাল ফোন বাজলেও প্রথমে তোলে কালো ফোনের রিসিভার–পাশের কামরা থেকে মহিলা ওকে জানান যে অনারিয়ো ফোন করেছে।'

'অনারিয়ো কখনও তোমার সঙ্গে ক্যানসাসে যেতে চায় না? তোমার মা-বাবার সঙ্গে পরিচিত হতে চায় না?' হেনাকে প্রশ্ন করল রানা।

'এখন পর্যন্ত চায়নি আমেরিকায় খুব কমই আসে সে, এলেও কাজের চাপে দম ফেলার ফুরসত পায় না বেচারা।'

'হুম। তো নতুন কি খবর পেলে তুমি?'

'এলিনা তার একজন বডিগার্ডের সঙ্গে···বিছানায়···'

'থাক, আর বলতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'অনারিয়ো কি তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে যাচ্ছে?'

মাথা নাড়ল হেনা 'ডিভোর্স, টেমপারাদের দৃষ্টিতে, কোন শাস্তি নয়। কথা শুনে মনে হলো এলিনাকে কঠিন কোন শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছে।'

'আমরা ক্যানসাসে নই, ওয়াশিংটনে রয়েছি,' বিড়বিড় করল রানা। 'এখন

ক্যানসাস থেকে কিভাবে তুমি ওয়াশিংটন ন্যাশনালে আসবে? অনারিয়োকে ফাঁকি দিয়ে?'

'এফবিআই সমস্ত কাগজ-পত্র তৈরি করে দেয়,' বলল হেনা। 'আমার হয়ে অন্য একটা মেয়ে ফ্লাইটে থাকে। ব্যল্টিমোরে নামে সে, তার বদলে আমি উঠি। এখন পর্যন্ত এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হচ্ছে, কোন সমস্যা হয়নি।'

'আশা করি এবারও হয়তো কোন সমস্যা হবে না,' বলল রানা। 'সে যাক। আমার প্রস্তাবটা শোনো। আমি চাই তুমি আমাকে টেমপারাদের ভিলায় যাবার ব্যবস্থা করে দেবে। সম্ভব?'

হেনা কিছু বলার আগে হিউবার্ট বলল, 'তোমরা দু'জন একান্তে বসে ঠিক করো কি করবে। আমরা বাইরে অপেক্ষা করি।' সঙ্গীদের নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

প্রশ্নটা আবার করল রানা, 'সম্ভব, হেনা?'

দশ সেকেন্ড চিন্তা করল হেনা। 'ভাঙা যাবে না এবং সূত্র পাওয়া যাবে না, এরকম একটা আইডি দরকার হবে তোমার।'

'পাব।'

আরও দশ সেকেন্ড চিন্তা করল হেনা। 'তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়টা অনেক দিনের পুরানো দেখাতে হবে। তোমাকে থাকতে হবে ওদের আস্তানার আশপাশে কোথাও। ওদের ভিলাটা লেক মাসাসিউকোলির তীরে। তুমি জানো ওটা কোথায়?'

'পিসা আর ভায়ারেগিও-র মাঝামাঝি জায়গায়।'

'হ্যাঁ!' হেসে উঠল হেনা। 'আমি তোমাকে কয়েকটা টেলিফোন নম্বর দেব। কম্পিউটর সিস্টেমের সাহায্যেও যোগাযোগ করতে পারবে—শুধু আমি জানতে পারব, কারণ পাসওয়ার্ড আমি আর মি. হিউবার্ট ছাড়া আর কেউ জানে না। এখনই মুখস্থ করে নাও।'

পাসওয়ার্ড দেয়ার পর রানাকে রিপিট করাল হেনা, তারপর বলল, 'এবার বলো, তোমার উদ্দেশ্যটা কি? টেমপারাদের ভিলায় কেন তুমি যেতে চাইছ? জবাব দেয়ার আগে আরেকটা কথা শোনো। মানুষকে চুপ করানোর অনেক কৌশল জানা আছে টেমপারাদের, তার মধ্যে একটা হলো বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া।'

'টেমপারাদের ভিলায় আমি ব্যক্তিগত একটা কারণে যেতে চাইছি,' বলল রানা। 'কারণটা যদি তোমাকে বলি, আমি বিপদে পড়লে তুমিও বিপদে পড়তে পারো, কাজেই তোমার শুনতে না চাওয়াই উচিত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে হেনা কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, চাইলাম না শুনতে। বেশ, তাহলে, আমার সম্পর্কে সব কথা জেনে নাও তুমি। অনারিয়ো যখন শুনবে যে তুমি আমার পুরানো বয়ফ্রেন্ড, সে নানা রকম অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে তোমাকে পরীক্ষা করতে চাইবে। আমাকেও, তাই না? কাজেই পরস্পর সম্পর্কে সবই আমাদের জানা দরকার।' কথা শেষ করে ডিভানটার দিকে আড়চোখে তাকাল সে। 'সে যদি জানতে চায়, আমার শরীরে কোথায় লাল তিল আছে, তুমি কি জবাব দেবে?'

রানা চুপ করে আছে দেখে হেনা চেয়ার ছেড়ে কাপড় খুলতে শুরু করল।

'মুখে বললেই তো হয়, দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে কি?' রানা হাসছে না।

'তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি সব দেখছি সত্যি নয়,' ম্লান হেসে বলল হেনা। 'কই, তুমি তো বাঘের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে না!'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।' এবার হাসল রানা। 'আমার সম্পর্কে এরকম ধারণা কেউ দেয়নি তোমাকে।'

তিন

দশ দিন পর নিউ ইয়র্ক থেকে রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল রানা বৃষ্টি ভেজা এক সকালে। পিসার ফ্লাইট আরও তিন ঘণ্টা পর, কাজেই এয়ারপোর্টের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় কফি নিয়ে বসল ও।

ওর নির্দেশে রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখার কম্পিউটর এক্সপার্টরা সত্যের সাথে মিথ্যে মিশিয়ে ডকুমেন্ট আর ডাটাবেস বানিয়েছে, ফলে টেমপারারা যদি রানা ও হেনার অতীত সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে চায়, দারুণ রোমান্টিক একটা ছবি পেয়ে যাবে তারা, যতভাবেই পরীক্ষা করুক তা নির্ভেজাল সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে। ওর আসল নামই জানানো হবে টেমপারাদের–মাসুদ রানা। সাবলিমা গল্পচ্ছলে ওর নামটা সৎ ছেলেদের জানিয়ে থাকতে পারে, এমন কি ওর ফটোও হয়তো দেখিয়েছে: নিজের অ্যালবামে রানার একটা ফটো রেখেছিল সে।

কাভার হিসেবে দেখানো হবে রানা জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে এক সেমিস্টারে কম্পিউটর সায়েন্সের ওপর ক্লাস নিয়েছিল, তখনই হেনার সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও, বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কারণ রানা নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিল। এই ঘটনার অনেক পরে টেমপারাদের চাকরি পায় হেনা।

আর হেনার গল্প হবে–ক্যানসাস থেকে ওয়াশিংটনে আসার পথে প্লেনে রানার সঙ্গে এত বছর পর আবার দেখা হয়ে গেছে তার। কথা প্রসঙ্গে রানাকে জানিয়েছে, সে টেমপারা পরিবারে চাকরি করে। শুনে রানা উপযাচক হয়ে তাকে জানিয়েছে, সাবলিমাকে সে চিনত, চিনত মানে অত্যন্ত "ভাল" সম্পর্ক ছিল দু'জনের মধ্যে স্বভাবতই এ-কথা শুনে হেনা প্রস্তাব দেয়, রোম বা টাস্কানিতে রানা যদি কখনও আসে, তার সঙ্গে অবশ্যই যেন দেখা করে।

কোয়ানটিকোয়, এফবিআই ট্রেনিং সেন্টারে, হেনার সঙ্গে ওই ঘরে দিন কয়েক কাটিয়েছে রানা, টেমপারাদের সম্ভাব্য সমস্ত ব্যাপারে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছে তাকে। ব্লু বার্ডের বোয়িং উড়িয়ে দেয়ার ঘটনা আসলে একটা স্যাবোটাজ, এবং তার জন্যে টেমপারারা দায়ী, এ-কথা শোনার পর হেনা বিষণ্ন হয়ে ওঠে। রানার প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমা ফাটানো টেমপারাদের স্টাইল হলেও, কাজটা সত্যি ওরা করেছে কিনা তা সে নিশ্চিতভাবে

জানে না। টাগালিয়া নামে ওদের কোন সিসটার-কনসার্ন আছে কিনা তা-ও বলতে পারল না।

হেনার সঙ্গে ওই ঘরে দ্বিতীয়দিন মাত্র কয়েক ঘণ্টা কথা বলার সুযোগ হয় রানার। দীর্ঘ চার ঘণ্টা ওর মনোযোগ ধরে রাখে সোহেল, হিউবার্ট আর প্রক্টর। ওরা তিনজন বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য একটা একটা করে ছাড়তে থাকে। সব মিলিয়ে বোল্ড সম্পর্কে রানা যা জানতে পেরেছে তা একাধারে অদ্ভুত ও ভীতিকর।

বি.ও.এল.ডি–বোল্ড, মানে হলো: ব্রাদার্স অভ লাস্ট ডেইজ। নাম শুনে মনে হতে পারে বোল্ড আসলে তাঁদড় কিসিমের ধর্মীয় কোন সম্প্রদায়। এক অর্থে তাই-ই বটে। আবার অন্য অর্থে তা নয়। খবরের কাগজে প্রায়ই প্রাইভেট মিলিশিয়ার কথা শোনা যায় না? বোল্ড অনেকটা সেরকম–একটা প্রাইভেট বাহিনী। মার্কিন সরকার অর্গানাইজড ক্রাইমের ওপর খড়্গহস্ত হবার পর যারা ব্যবসা হারিয়েছে তাদেরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বোল্ড। দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বোল্ডের শিকড়। কিছু সদস্য গুণ্ডা-পাণ্ডা, কিছু বিপজ্জনক পাগলাটে, আর কিছু–বিশেষ করে ওপর স্তরের লোকজন–অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট ক্রিমিনাল, যারা নিজেদেরকে গোটা দেশ তথা গোটা দুনিয়ার সমস্ত অন্যায়-অপরাধ আর পাপকর্মের বিচারক বলে মনে করে। প্রাইভেট মিলিশিয়ার একটা দর্শন থাকে–ফেডারেল সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে মানুষের। এরা সে-ধরনের কোন দর্শন বা নীতির অনুসারী নয়। এদের কথা হলো, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একমাত্র উপায় সরকারের ভেতর ক্রিমিনালদের ঢুকিয়ে দেয়া। বোল্ডের ধারণা শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, দুনিয়ার বেশিরভাগ রাষ্ট্রই আসলে পুলিসী রাষ্ট্র। তাদের এই ধারণা পুরোটা না হলেও, অনেকটাই সত্যি। বোল্ডের নীতি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্যে রানাকে একটা গল্প শোনানো হলো:

নিউ জার্সির গল্প–গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। নিউ জার্সিতে বোল্ডের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। স্থানীয় এক চার্চের প্রিস্ট কিছুদিন থেকে লক্ষ করছেন প্রার্থনায় আসা লোকজনের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। জ্ঞানী, আন্তরিক ও ধর্মভীরু মানুষ তিনি; ধর্মের প্রতি লোকজনের আকর্ষণ কমে যাবার জন্যে প্রথমে নিজেকেই দায়ী ভাবলেন ভদ্রলোক। কিন্তু একটু খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জানতে পারলেন আসল কারণটা। চার্চের পাশেই রয়েছে একটা পার্কিং লট, রোববারের প্রার্থনাসভায় যারা আসে তারা ওখানেই তাদের গাড়ি রাখে। ওই পার্কিং লটে গত দু'বছর ধরে গাড়ি চুরি আর ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে আসছে প্রায় নিয়মিত। প্রিস্ট স্থানীয় পুলিস স্টেশনে গিয়ে এর একটা বিহিত করতে অনুরোধ জানালেন। পুলিস বলল, ঠিক আছে, পার্কিং লটে নজর রাখার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি আমরা। কিন্তু তারপরও কিছু হলো না, গাড়ি চুরির ঘটনা আগের মতই ঘটছে। প্রিস্টের মন খুব খারাপ, এভাবে চলতে থাকলে তো চার্চে মানুষ আর আসতেই চাইবে না। সেদিন একটা বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, বরপক্ষের এক ভদ্রলোক প্রিস্টের মনোবেদনার কথা শুনে বদ্ধি দিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর এক বন্ধু উপস্থিত আছেন, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক

মানুষ, প্রিস্টের উচিত ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা। যার কথা বলা হলো, তাকে দেখামাত্র চিনে ফেললেন প্রিস্ট–এলাকায় তার প্রভাব আর ক্ষমতার কথা কারও আর জানতে বাকি নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেচে পড়ে তার সঙ্গে পরিচিত হলেন প্রিস্ট, সমস্যার কথাও খুলে বললেন। প্রভাবশালী জবাব দিল, 'এ-ব্যাপারে আর কোন চিন্তা করবেন না, ফাদার। ধরে নিন আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

সত্যি সত্যি সমাধান হয়ে গেল। আর কোন ছিনতাই হয় না, গাড়িও কেউ চুরি করে না। এলাকার কিছু তরুণ গায়েব হয়ে গেল, কয়েকজনকে পাওয়া গেল হাসপাতালের মর্গে। শুধু ওই পার্কিং লটে নয়, চার্চের আশপাশের এলাকায় অপরাধের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এল।

এই হলো বোল্ডের কাজের ধারা। অর্গানাইজেশনের কিছু কর্তাব্যক্তি অত্যন্ত ধার্মিক, কেউ কেউ মৌলবাদী ও ফ্যানাটিকও। তাদের দৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গোটা দুনিয়াকে ক্যানসারের মত পচিয়ে ফেলছে ক্রমশ বাড়তে থাকা ক্রাইম রেট। এই সমস্যার সমাধান করতে ক্রিমিনালদেরই পুরানো পদ্ধতির সাহায্য নিতে চায় তারা--কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত–সেই সঙ্গে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতেও কুণ্ঠিতবোধ করে না। ইতিমধ্যেই তারা মাদকবিরোধী অভিযানের ছক তৈরি করেছে, তাতে বলা হয়েছে মাদক যে বেচবে এবং যে কিনবে, দু'জনকেই খুন করা হবে। গর্ভপাত সম্পর্কে বোল্ডের নীতি হলো, গর্ভপাত ঘটানো হয় এমন প্রতিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল বন্ধ করে দিতে হবে–বোমা আর গুলি মেরে। ছক আর নীতি শুধু কাগজে-কলমে লেখা হয়নি, প্রায় প্রতিটি রাজ্যে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাও হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে, প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট একশো ভাগ সফল। বোল্ড এখন আইনগুলো আরও কঠোর এবং ট্যাক্স আদায় করার পদ্ধতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। নীতিগতভাবে ঠিক করা হয়েছে, যে-কোন ধনী লোককেই ট্যাক্স দিতে বাধ্য করা হবে, কারণ তাদের দৃষ্টিতে চুরি না করে কেউ ধনী হতে পারে না। এই ট্যাক্স আদায় করা হবে সম্ভাব্য সব রকম প্রতারণার মাধ্যমে। যতটুকু জানা গেছে, আদায় করা ট্যাক্সের অর্ধেক নিজেদের তহবিলে জমা রাখবে তারা, বাকি অর্ধেক গরীব ও অসুস্থ লোকজনকে দান করবে।

সন্দেহ নেই, বোল্ডকে কাজ করার সুযোগ দিলে ক্রাইম রেট কমে যাবে। কিন্তু তাদের পদ্ধতি অত্যন্ত নির্মম। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে দেশটাকে তারা হুমকি আর ভয় দেখিয়ে চালাচ্ছে। অর্থাৎ হিটলার জার্মানিকে আর মুসোলিনী ইটালিকে যেভাবে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন, এরাও ঠিক তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রকে, পরে গোটা দুনিয়াকে ফ্যাসিজমের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। আইন বলতে কিছু থাকবে না, থাকবে না সুবিচার পাওয়ার কোন আশা।

রানার প্রশ্ন ছিল: এত কিছু জানার পরও বোল্ডের বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে না কেন? রিঙ লীডারদের গ্রেফতার করতে সমস্যা কোথায়?

উত্তরে ওকে বলা হয়েছে, রিঙ লীডারদের এফবিআই বা পুলিস চেনে না। দীর্ঘ কয়েক বছর চেষ্টা করার পর কয়েকজনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তারা চুনোপুঁটি আসল মাথা, যারা অর্ডার দেয়, তাদের একজনেরও পরিচয়

উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত এই উপদ্রবে নতুন মাত্রা যোগ হতে যাচ্ছে। বাজারে জোর গুজব, বোল্ডের সঙ্গে হাত মেলাতে আসছে টেমপারা ভ্রাতৃদ্বয়। এফবিআই ও সিআইএ এব্যাপারে সচেতন, কিন্তু এখনও টেমপারাদের অনুসরণ করে বোল্ডের মূল শাঁসের সন্ধান পায়নি তারা। তবে তাদের বিশ্বাস, পন্টিয়ো আর অনারিয়োই তাদেরকে পথ দেখিয়ে বোল্ডের ভেতর নিয়ে যাবে। বোল্ডের সাহায্য নিয়ে আমেরিকায় শক্ত ভিত পেতে চাইছে টেমপারারা। ডানকান হিউবার্ট ও হিল প্রক্টর, দু'জনেই রানাকে অনুরোধ করল: ও যেন দুই ভাইকেই একসঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। তাদের হাতে দু'জনের বিরুদ্ধেই যথেষ্ট সাক্ষী-প্রমাণ আছে, কিন্তু একজনকে গ্রেফতার করলে কোন লাভ হবে না, অপর ভাই নিজেদের ব্যবসা ঠিকই ইটালিতে বসে চালাতে পারবে। বরং আরও সাবধান হয়ে যাবে সে, ফলে তাকে অনুসরণ করে বোল্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছানোর আশাও তখন ত্যাগ করতে হবে।

বোল্ডকে নিয়ে আসল ভয়টা হলো, ধর্মভীরু সাধারণ জনসাধারণ যদি দেখে ক্রাইম রেট সত্যি কমে গেছে, তাহলে তারা তাদের নিষ্ঠুরতাকে সমর্থন করতে পারে। এরকম যদি ঘটে, কোন সরকারের পক্ষেই দেশ চালানো সম্ভব হবে না, সে সরকার যতই শক্তিশালী হোক। প্রায় সব দেশের সব সরকারই অপরাধ দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে, এরকম পরিস্থিতিতে বোল্ড যদি সফল হয়, তার তাৎপর্য কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে। রাষ্ট্রের সমস্ত কাঠামো ভেঙে পড়বে। শুরু হবে গ্লোবাল বিপর্যয়। বোল্ডের মার্কিন সংস্করণ ব্যর্থ হোক বা সফল হোক, রাশিয়ান মাফিয়ারা অবশ্যই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে চাইবে পদ্ধতিটা তাদের দেশে কাজ করে কিনা। ব্যাপারটা মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়বে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে তৃতীয় বিশ্বের, কারণ সেখানে আইনশৃংখলার অবস্থা এতই খারাপ যে ক্রাইম রেট কমে গেলে মানুষ চোখ বন্ধ করে সেখানকার বোল্ড সংস্করণকে সমর্থন করবে। তৃতীয় বিশ্বে মৌলবাদীদের সংখ্যাও বেশি, ফলে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে ব্যাপারটা। ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে শুরু হবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার উপর অকথ্য অত্যাচার, পাকিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতা দখল করবে, বাংলাদেশকে পরিণত করা হবে মৌলবাদী রাষ্ট্রে, উগ্র ও চরমপন্থী ধর্ম-ব্যবসায়ীরা ফতোয়াবাজির মাধ্যমে নিজেদের এলাকা ভাগ করে নিয়ে সেজে বসবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সব মিলিয়ে বলতে হয়, বোল্ড-এর নীতি জনপ্রিয় হয়ে উঠলে দুনিয়াটা আবার অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে। এটা যে হঠাৎ করে ঘটবে, তা হয়তো নয়, কিন্তু এখনই যদি জড় তোলা না হয়, দেখা যাবে এক কি দুই প্রজন্ম পর বোল্ডকে ঠেকাবার সাধ্য কারও নেই।

হেনা কোলবানির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার পরও ওয়াশিংটনে কয়েকদিন ছিল রানা। নিরাপদ লাইনে দু'বার ওর সঙ্গে কথা বলেছেন বস্, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। হেনা পিসায় ফিরে গিয়ে টেমপারাদের ভিলা থেকে দুটো মেসেজ পাঠিয়েছে, দ্বিতীয় মেসেজে জানা গেছে কথা প্রসঙ্গে রানার নাম ও পরিচয় পন্টিয়ো আর অনারিয়োকে জানিয়েছে সে। দুই ভাইই খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলেছে, ইটালিতে কখনও এলে হেনার অবশ্যই উচিত ওকে ভিলায় নিমন্ত্রণ

জানানো। ওই সবুজ সঙ্কেত পেয়েই ইটালিতে এসেছে রানা।

কানেকটিং ফ্লাইট আর যখন এক ঘণ্টা পর, পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে টেমপারা ভিলায় ফোন করল রানা, হেনার দেয়া প্রথম নম্বরে। ফোন ধরল অন্য একটা মেয়ে, রানার নাম শুনে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে দিল হেনাকে। 'রানা?' হেনার গলায় উচ্ছ্বাস। 'কোথায় তুমি? এখানে, ইটালিতে?'

'হ্যাঁ, রোমে,' বলল রানা। 'একটা কাজে এসেছিলাম, কিন্তু হাতে দু'দিন সময় থাকতেই কাজটা শেষ হয়ে গেছে। এখন ভাবছি···'

'এক মিনিট,' বলে ফোন থেকে সরে গেল হেনা। ঠিক ষাট সেকেন্ড পরই আবার ফিরে এসে বলল, 'রানা, অনারিয়ো টেমপারা তোমাকে আমাদের ভিলায় দু'দিন বেড়িয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তুমি একটা প্লেন ধরে পিসায় চলে আসো, প্লীজ!'

রানা ইতস্তত করার ভান করল, 'কিন্তু···'

'প্লীজ, রানা, প্লীজ!' মিনতি করল হেনা। 'অনারিয়ো সত্যি খুব খুশি হবে। তোমাকে তো বলেছি, ওকে খুশি হতে দেখলে আমার বড় ভাল লাগে। সিরিয়াসলি, রানা–অনারিয়ো বলছে, পিসায় তোমার জন্যে একটা গাড়ি পঠাবে সে।'

'ওহ্, ধন্যবাদ! ফ্লাইট শেডিউলে দেখলাম সম্ভবত সাড়ে এগারোটায় একটা ফ্লাইট আছে···'

'উফ, দারুণ! এয়ারপোর্টে অবশ্যই তোমার জন্যে গাড়ি থাকবে। চলে এসো, খুব মজা হবে। অনারিয়ো আর আমি, দু'জনেই তোমার পথ চেয়ে থাকলাম।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে সেফ-ডিপোজিট বক্স ব্যাংকে চলে এল রানা। ব্যাংকটা অ্যারাইভাল এরিয়ায়। কোয়ানটিকোয় থাকতে ওকে একটা চাবি দেয়া হয়েছে, সেটা দিয়ে ওর জন্যে নির্দিষ্ট বাক্সটা খুলল ও। যেমন বলা হয়েছিল, কমবিনিশন লক সহ একটা গুচি ব্রিফকেস রয়েছে ভেতরে। ওর মেইন লাগেজ আগেই সরাসরি পিসার উদ্দেশে বুক করা হয়েছে।

গুচি ব্রিফকেসে কি আছে রানা জানে–ল্যাপটপ কমপিউটরের আড়ালে কমিউনিকেশন গিয়ার সহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট, একটা মিনিয়েচার ক্যামেরা, সীল করা নিরাপদ জায়গায় এএসপি নাইন এমএম অটোমেটিক, তিনটে স্পেয়ার ম্যাগাজিন, একটা হান্টার ছুরি। এমনভাবে সীল করা হয়েছে, এয়ারপোর্টের এক্স-রে মেশিনে কিছুই ধরা পড়বে না।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পিসায় নামল রানা। সুটকেস সংগ্রহ করে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন পেরিয়ে এল নির্বিঘ্নে, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দেখে ওর জন্যে রূপালি রঙের একটা রোলস-রয়েস অপেক্ষা করছে। শোফার দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে, হাতে 'মি. মাসুদ রানা' লেখা বোর্ড। তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার ডোর ভেতর থেকে খুলে গেল। লোকটার শরীরে চর্বি নেই, তরোয়ালের মত ধারাল চেহারা, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে ত্বক–সব মিলিয়ে যেন একটা ফাইটিং মেশিন। গাড়ি থেকে নামার সময় সবাইকেই আড়ষ্ট দেখায়, এই লোকটা ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত বেরিয়ে এল। পরনে আর্মানি সুট, ভেতরে

অস্ত্র থাকায় ফুলে আছে কোমরের এক পাশ। 'সিনর রানা,' বলে হাসল সে, এই হাসি দেখলে শিশুরা ভয়ে কেঁদে ফেলবে। মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে সম্মান জানাল, তারপর ভারী সুটকেসটা এমন অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিল, ওটা যেন তুলোর মত হালকা। শোফার হাত বাড়াল ব্রিফকেসটার দিকে।

'না, ওটা আমার কাছে থাকবে,' ইংরেজিতে বলল রানা। কোয়ানটিকোয় থাকতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইটালিয়ান না জানার ভান করবে ও।

'দুঃখিত, সিনর রানা, কিন্তু সিনর অনারিয়ো বলেছেন, আমরা যেন আপনার সমস্ত লাগেজ বুটে রাখি,' বলল শোফার। ব্রিফকেসটা ছাড়েনি সে, খালি হাত দিয়ে রোলস-রয়েসের পিছনের দরজা খুলল, রানা যাতে ভেতরে ঢুকতে পারে।

গাড়িতে ওঠার সময় দামী সেন্টের গন্ধ পেল রানা। নামটা সম্ভবত হার্মেস। ম্যানিকিওর করা একটা হাত গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল ওকে। বলল, 'মাসুদ রানা।' ইংরেজিতে ক্ষীণ ইটালিয়ান টান। 'অনারিয়ো টেমপারা। তুমি আমার সৎমায়ের এক সময়কার বন্ধু, আবার সেই সঙ্গে আমার মিসট্রেসের প্রাক্তন প্রেমিক, কাজেই তোমাকে আমাদের পরিবারের একজন ধরে নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে নিজেই চলে এলাম। আশা করি আমাদের সঙ্গে সময়টা তোমার আনন্দেই কাটবে।'

এফবিআই বা সিআইএ তার কোন ফটো সংগ্রহ করতে পারেনি, কাজেই রানাকে দেয়ার প্রশ্নও ওঠেনি। শুধু বলা হয়েছিল, ক্যামেরার সামনে অনারিয়ো টেমপারা ভারি আড়ষ্ট বোধ করে। প্রথমবার তাকে দেখে বিস্ময়ের একটা ধাক্কাই খেলো রানা। প্রথম কারণ, আকৃতিতে খুদেই বলা যায় তাকে, টেনেটুনে পাঁচ ফুট হতে পারে। ব্যাকব্রাশ করা সোনালি চুল; পরনে গাঢ় নীল সুট, কব্জির কাছে আধ ইঞ্চি বেরিয়ে আছে ক্রীম সিল্ক শার্টের কাফ, বড় আকারের গোল রোমান মুদ্রার মত কাফলিঙ্ক দেখা যাচ্ছে। গলায় ভারী সিল্ক টাই, সুটের সঙ্গে ম্যাচ করা, তাতে খুদে ফুটকি। মাথায় কালো মখমলের স্রোত, সেই চুল বা স্রোতের নিচে অনারিয়ো টেমপারার মুখ যেন কোন রোমান সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করছে। চেহারায় এমন একটা অভিজাত্য আছে যা রানা দেখবে বলে আশা করেনি। সামনে তাকাতে দেখা গেল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দ্রুতবেগে ছুটছে রোলস-রয়েস; বডিগার্ড আর শোফার শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে। সীটে নড়েচড়ে বসল রানা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার। চকচকে কালো একটা ফেরারি পঞ্চাশ গজ পিছনে থেকে অনুসরণ করছে রোলস-রয়েসকে।

হাসল অনারিয়ো। 'চিন্তা কোরো না, রানা। ওরা আমাদের ওপর নজর রাখছে। দু'কিলোমিটার সামনে আরও একটা গাড়ি দেখতে পাবে তুমি।'

রানা লক্ষ করল, বারবার ওর মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে অনারিয়োর চোখ দুটো। ওগুলো যেন দস্তা দিয়ে তৈরি, হাসার সময়ও ঠাণ্ডা আর কঠিন দেখায়। এই চোখে মনের ভাব ধরা পড়ে না। 'তুমি দেখছি কড়া প্রটেকশন নিয়ে চলাফেরা করো,' বলল ও, অনারিয়োর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ছিন্ন করাই উদ্দেশ্য।

'ধনী হওয়ার এই এক জ্বালা, শত্রুর কোনও অভাব নেই,' সহাস্যে বলল

অনারিয়ো, এবারও তার হাসি চোখের নাগাল পেল না। 'বিশেষ করে আমাদের এই দেশে কড়া সিকিউরিটি একটা মাস্ট।' এমন ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, যেন গোটা ইটালির সে-ই মালিক। 'ক্রাইমের বোঝা আমাদেরকে চাপা দিচ্ছে, অথচ বেশিরভাগ হত্যাকাণ্ড উদ্দেশ্যবিহীন। ইটালির তরুণরা ঐতিহ্য ভুলে গেছে, এখন তারা খুনের নেশায় খুন করে। ভেরি স্যাড।' রানা লক্ষ করল, হাত নেড়ে মনের ভাব প্রকাশ করার একটা মুদ্রাদোষ আছে লোকটার।

লেদার সীটে হেলান দিয়ে রানা শুধু ছোট্ট করে একবার মাথা ঝাঁকাল।

'তোমার বোধহয় কৌতূহল কম,' মন্তব্য করল অনারিয়ো। 'কিছুই তো বলছ না।'

'শুনেছি তোমাদের ভিলাটা অসম্ভব সুন্দর,' বলে আবার তার দিকে তাকাল রানা, সরাসরি চোখে।

'সুন্দর বলা উচিত কিনা জানি না,' বলল অনারিয়ো। 'তবে প্রাচীন ও আভিজাত্যে সমৃদ্ধ, এ-কথা বলতে পারি আমাদের পরিবার এই ভিলায় গত পাঁচশো বছর ধরে বসবাস করছে।' সশব্দে সামান্য একটু হাসল, শুনে রানার গা একটু শিরশির করে উঠল। 'আমাদের ভিলাটাকে তুমি পুরানো ঝাঁটার সঙ্গে তুলনা করতে পারো—নতুন তিনটে হাতল লাগানো হয়েছে আর কাঠিগুলো চারবার বদলানো হয়েছে, তবু সেটা পুরানো ঝাঁটাই রয়ে গেছে, এই আর কি!'

'মূল কাঠামো ঠিক রেখে বাকি সব কিছু বদলানো হয়েছে, এই তো?'

'ঠিক তাই বলতে চাইছি আমি। ষোলোশো পঁচাশি সালে আঁকা একটা পেইন্টিং আছে, দেখলে তুমি বুঝতে পারবে তখন ওটা দেখতে কেমন ছিল। আর লেকের দিক থেকে এখন যদি ভিলার দিকে এগোও, তোমার মনে হবে প্রতিটি পাথর, প্রতিটি জানালা, প্রতিটি টালি হুবহু সেই আগের মতই আছে।'

'আধুনিকতার ছোঁয়া?'

'ভেতরে সময়ের চাহিদা মত সব কিছুই বদলানো হয়েছে। আধুনিক শব্দটা আমার ঠিক ধাতে সয় না, কারণ বাইরে থেকে দেখে আমাদের পরিবারকে তোমার আধুনিক বলে মনে হবে না। কিচেনের কথাই ধরো, দেখে তোমার মনে হবে ওখানে বসা-শোয়া-খাওয়া থেকে শুরু করে মীটিং ও সভাও করতে পারবে। আর টয়লেট? প্রতিটিতে মিনি সুইমিঙ পুল রাখা হয়েছে। কামরাগুলো মোগল সম্রাটদের দরবার বললে ভুল হবে না। গোটা ভিলা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এগুলো আরাম-আয়েশের আয়োজন, আধুনিকতা বলতে আমার আপত্তি আছে। লেটেস্ট মডেলের সিকিউরিটি অ্যান্ড কমিউনিকেশন সিস্টেম, এটাকেও আমি বহাল তবিয়তে থাকার উপকরণ বলব।

'আমি আর আমার ভাই পন্টিয়ো নানারকম জটিল সব ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, সেজন্যেই লেটেস্ট কমপিউটর সিস্টেম বসাতে হয়েছে—আমাদের কমপিউটর দুনিয়ার যে-কোন প্রান্তের কমপিউটরের সঙ্গে কথা বলতে পারে।' হঠাৎ আবার হাসল অনারিয়ো। 'আমি জানি, এ-সব তোমাকে না বললেও চলে। কারণ সবই তুমি জানো—আমাদের কমপিউটর ও কমিউনিকেশন সিস্টেমের কন্ট্রোলারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে। ভাল কথা, হেনা শুধু আমাদের স্টাফ নয়, ব্যক্তিগতভাবে

সে আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। তার মুখেই শুনলাম, সে যখন জর্জটাউন ভার্সিটিতে পড়ত, তুমি তখন ওখানে ক্লাস নিতে।'

'মাত্র এক সেমিস্টার। হ্যাঁ, আমার কাছে পড়েছে সে।'

'শুধুই পড়েছে? শুধুই যদি পড়ে থাকে, তোমাকে হেনা তার পুরানো বন্ধু বলে দাবি করছে কেন?'

'ক্লাসের বাইরে তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্কটা ছিল, হতে পারে সেটাকে সে হয়তো খানিকটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল।'

ঠাণ্ডা ও কঠিন হাসিটা আরেকবার হাসল অনারিয়ো, তারপর রানার দিকে খানিকটা ঝুঁকল। ভাবলেশহীন চোখের রঙ বদলে প্রায় খয়েরি ও বিপজ্জনক লাভা হয়ে গেল। 'ভিলায় পৌঁছানোর আগে আরেকটা ছোট্ট কথা, মি. মাসুদ রানা। না, আসলে ব্যাপারটা ছোট্ট নয়। আমি চাই তুমি মনে রাখবে হেনা কোলবানি এখন টেমপারা পরিবারে কাজ করে, কাজেই সে এখন শরীর ও আত্মার দিক থেকে আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে আমাদেরই একজন–আরও পরিষ্কার করে বলি, সে আমার সম্পত্তি। পরিষ্কার, মি. রানা?'

রানা ফিরিয়েও দিল ওই একই ধরনের কঠিন ও ঠাণ্ডা হাসি। 'মানুষকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করার যুগ অনেক আগেই বাসি হয়ে গেছে, অনারিয়ো টেমপারা। আজকাল এ-ধরনের কথা বলার আগে তোমাকে সাবধানে চিন্তা করতে হবে কাকে তুমি কি বলছ।'

'মানুষকে সম্পত্তি মনে করা আমাদের ঐতিহ্য, সে ঐতিহ্য আমরা বদলাবার গরজ অনুভব করি না,' জবাব দিল অনারিয়ো। 'কথাটা মনে রাখলে নিজের ওপর সুবিচার করবে তুমি, রানা।'

'মানি বা না মানি, আমাকে যে সতর্ক করা হয়েছে এটা ভুলব না।'

'গুড। ভুল বোঝাবুঝির কোন ব্যাপার ঘটলে সত্যি আমি দুঃখ পাব, সেজন্যেই কথাটা বলা। আমাদের শ্রদ্ধেয়া সৎ মা তোমার খুবই ভক্ত ছিল, তোমার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে না চাওয়ার সেটাও একটা কারণ।'

'ধন্যবাদ। হ্যাঁ, সাবলিমা আমাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তার মৃত্যুতে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি।'

'দুঃখজনক, বিষম দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ, এরচেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না,' বলল রানা। 'তবে শুধু দুঃখ প্রকাশ করে আমি শান্তি পাচ্ছি না। তার মৃত্যুর জন্যে যারা দায়ী তাদেরকে যদি কখনও খুঁজে পাই, বুঝিয়ে দেব প্রতিশোধ কাকে বলে।'

'আহ্!' বলে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল অনারিয়ো।

এক কিলোমিটার পর রানা জানতে চাইল, 'তোমাদের ভিলাটা কি লেকের এ-পারে?'

'ঘুরপথে গেলে ভায়ারেগিও হয়ে যেতে হয়। টোরে দেল লাগোতে আমাদের ভেহিকেল-ক্যারিইং বার্জ আছে, ওটাই শর্টকাট পথ। প্লেজার বোট আর ট্র্যান্সপোর্ট সার্ভিসও পাওয়া যায় ওখানে, পুসিনি-র বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরে। ওখানেই কমপোজারকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।'

'সমাধিটা আমি দেখেছি,' বলল রানা।

'দুনিয়ার এদিকটা তাহলে দেখছি চেনো তুমি। ইন্টারেস্টিং!'

'এদিকে একবার কিছু কাজ করতে হয়েছিল আমাকে।' ইঙ্গিতে সামনের দিকটা দেখাল রানা। 'ওরা তোমার লোক?' রোলস-রয়েসের সামনে আরও একটা কালো গাড়ি রয়েছে।

'আমি ওদের ঈশ্বর, প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে আমাকে রক্ষা করবে। প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা।'

'ঈশ্বরের আবার বিপদ কি!' বলে হেসে উঠল রানা।

মেইন রোড ছেড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে লেকের পাশে চৌকো একটা চত্বরে পৌঁছাল রোলস-রয়েস। বিখ্যাত কমপোজার পুসিনির বাড়িটা এখান থেকে দেখা যায়। স্ট্যাচুটা যথেষ্ট উঁচু, চৌরাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। জেটিতে একটা বিশাল বার্জ নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছে। সামনের কালো গাড়িটা এরইমধ্যে বার্জে উঠে পড়েছে, সেটার পিছনে এসে থামল রোলস-রয়েস, রোলস-রয়েসের পিছনে থামল ফেরারীটা। 'আমার যতটুকু মনে আছে,' বলল রানা, 'লেক মাসাসিউকোলি থেকে কয়েকটা শাখা বেরিয়েছে…'

'বেশিরভাগই খাল। একটা খাল সরাসরি ভায়ারেগিয়োয় পৌঁছে দেবে তোমাকে। ওই জায়গা এখন কত বদলে গেছে! কাছাকাছিই, সৈকতে, কবি শেলীকে চিতায় পোড়ানো হচ্ছিল, হঠাৎ তার বন্ধু জ্বলন্ত লাশে হাত ভরে দেয় মহান ওই ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড বের করে আনার জন্যে। সে-সব দিনে এ-সব করা যেত। এখন, হাহ্। এখন তো সৈকতে পা ফেলতেও তোমাকে গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবে। ভায়ারেগিয়োয় শ্বাস নিতেও ট্যাক্স দিতে হয়।'

বার্জ রওনা হয়ে গেল, দিক বদলে লেকের ডান দিকে ছুটছে। দূরে টাসকান পাহাড়ের সবুজ ঢাল দেখতে পেল রানা। অনেক বছর এদিকে আসা হয়নি, এলাকাটা যে এত সুন্দর ভুলেই গিয়েছিল। সারা দুনিয়ার সামর্থ্যবান ট্যুরিস্টদের জন্যে টাসকান পাহাড় আর এই মাসাসিউকোলি লেক বিরাট একটা আকর্ষণ। এরকম একটা লেকের ধারে বসবাস করার লোভ কার না হবে। টেমপারারা এখানে কয়েকশো বছর ধরে বাস করছে। যেন রানার মনের কথা ধরতে পেরেই অনারিয়ো বলল, 'আমরা রোমান হয়ে জন্মালেও, মাটির বুকে এই জায়গাটিকেই স্বর্গ বলে মনে করি। জীবনের প্রকৃত অর্থ খোঁজার জন্যে এখানেই আমরা ঘুরে বেড়াই।' তার নড়াচড়ায় জ্যাকেট একটু ফাঁক হয়ে গেল, ভেতরে দেখা গেল নরম লেদারের হোলস্টার আর পিস্তলের কালো বাঁট। বৃষ্টি থামল, মেঘের কোল থেকে উঁকি দিল সূর্য, সেই সঙ্গে এই প্রথম ভিলা টেমপারা দৃষ্টিগোচর হলো রানার।

ভিলাটার ওপর প্রকাণ্ড একটা স্পটলাইটের মত নেমে এল রোদ। লেকের কিনারায় একটা ডক ও জেটি রয়েছে, তার ওপরে দু'দিকে রয়েছে লম্বা ও নিরেট দুটো কাঠামো–বোট হাউস। জেটি থেকে কাঁকর ছড়ানো একটা আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে বাড়িটার দিকে, বাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে নিচু পাথুরে পাঁচিল, ইংরেজি হরফ বিশাল 'ইউ'-এর মত দেখতে, শেষপ্রান্ত দুটো জোড়া বোটহাউস পর্যন্ত পৌঁছেছে। রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, দু'পাশে প্রচুর গাছ। সামনে

একটা টার্নিং সার্কেল পড়ল, একসঙ্গে সাত-আটটা গাড়ি মোড় নিতে পারবে। টার্নিং সার্কেলের মাথার ওপর উঠে গেছে এক প্রস্থ দীর্ঘ পাথুরে সিঁড়ি, পৌঁছেছে টেরেসে, টেরেসটা ভিলার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে থাকায় ইংরেজি 'এল' হরফের আদল পেয়েছে। টেরেসের মাথায় টেরাকোটা টাইলস। গোটা কাঠামো দেখতে পুরানো হলেও, থমথমে গাম্ভীর্য আর স্থাপত্যরীতির সৌকর্য ও আভিজাত্যের স্বাক্ষর বহন করছে। রানা ভাবছে, হালকা খয়েরি পাথরগুলো কে জানে কত বিচিত্র নাটক, বিশ্বাঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, নৃশংসতা আর অবিচারের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বার্জ থেকে একটা র‍্যাম্প হয়ে জেটিতে উঠল গাড়ি তিনটে, ক্রমশ উঁচু পথ ধরে সিঁড়ি আর টেরেসের দিকে এগোল। মোড় ঘোরার পর এক লাইনে থামল। বডিগার্ড দরজা খুলে দিতে রোলস-রয়েস থেকে নামল অনারিয়ো। বিড়বিড় করল সে, 'ধন্যবাদ, রিচি।'

শোফার এতক্ষণে রানার দিকের দরজা খুলে দিল। রোলস-রয়েস থেকে বেরিয়ে এসে রানা বলল, 'ধন্যবাদ, ...?'

'পিনেট,' বলল শোফার।

রানা দেখল, ওর লাগেজ আর ব্রিফকেস বডিগার্ডের হাতে। ইচ্ছে হলো ব্রিফকেসটা চেয়ে নেয়। তারপর ভাবল, চেয়ে না পেলে পরিস্থিতিটা আড়ষ্ট হয়ে উঠবে। আপাতত থাক। বাকি দুটো গাড়ির আরোহীরাও নেমে পড়েছে। সবাই ছয়ফুট বা কাছাকাছি, গায়ে-গতরে প্রকাণ্ড, অন্তত দু'জনের সঙ্গে খাটো শটগান রয়েছে, বাকি লোকগুলো সাবধানে হ্যান্ডগান লুকিয়ে রেখেছে। 'এসো, রানা,' বলে পাথুরে সিঁড়ির দিকে হাত তুলল অনারিয়ো। 'ওই দেখো, আমার পরিবারের সবাই ওরা তোমাকে দেখার জন্যে বেরিয়ে এসেছে।'

সিঁড়ির মাথা থেকে দেড় কি দু'ফুট পিছনে, টেরেসে, লম্বা ও রোগাপাতলা এক লোক দাঁড়িয়ে। রানা ধরে নিল, পন্টিয়ো। পন্টিয়োর মতই লম্বা দুই তরুণী তার দু'পাশে—একজন একহারা, মাথায় গাঢ় খয়েরি চুল, কাঁধের ওপর স্তূপ হয়ে আছে; আরেকজন স্বাস্থ্যবতী, মাথায় লাল চুল, ডান নিতম্ব সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেই নিতম্বে একটা হাত, অত্যন্ত খাটো স্কার্টে গোঁজা সিল্ক শার্ট ফুলে আছে জোড়া স্তনের ওপর। রানা ভাবল, এদের মধ্যে কোন মেয়েটা এলিনা?

জটলাটার দু'পাশে আঁটসাঁট কালো লেদার সুট পরা চার-পাঁচজন তরুণী দাঁড়িয়ে, কোমরের বেল্টে গোঁজা আগ্নেয়াস্ত্র।

অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল পন্টিয়ো। তার পিছন থেকে হালকা পায়ের দ্রুত আওয়াজ ভেসে এল। তাকে ও মেয়ে দুটোকে পিছনে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে হেনা কোলবানি, হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত। সিঁড়ির চওড়া ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, দেখাদেখি অনারিয়োও। অনারিয়োর মুখে হাসি ফুটছে, ছুটে নেমে আসা হেনাকে আলিঙ্গন করার জন্যে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে প্রস্তুতি নিতে দেখা গেল। একটু বিব্রতই দেখাচ্ছে তাকে। টেরেসে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ত্রী, স্ত্রীর সামনে আবেগের কাছে পরাজিত হেনাকে এখন তার আলিঙ্গন করতে হবে। হেনা সম্ভবত অনারিয়োকে পরীক্ষা করতে চাইছে, বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর সামনে তার ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিতে অনারিয়ো রাজি কিনা।

রানার মনে হলো, বোকার মত একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে হেনা।

কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে হেনা যা করল তার জন্যে কেউই বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। রানা তো নয়ই, এমন কি অনারিয়োও নয়। হেনা ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে–তার দুই হাত রানার কাঁধে উঠে এল, বুকে বুক, মুখে মুখ; ফিসফিস করে বলল, 'ওহ্, রানা, তোমাকে দেখে কি ভাল যে লাগছে আমার! সত্যি জানি না এ আনন্দ আমি কি করে ধরে রাখব!' তারপর রানার দু'গালে চুমো খেলো সে। হেনার কাঁধের ওপর দিয়ে রানা তাকিয়ে আছে অনারিয়োর দিকে। ঈর্ষায় ও ক্রোধে ধিকিধিকি জ্বলছে লোকটার চোখ দুটো।

হেনার খেলাটা কি? রানা ভাবছে, এ কি তার ছলনা? বিদায় চুম্বন?

চার

রানা বিড়বিড় করল, 'সাবধান! হেনা, একটু সরো। অনারিয়ো দু'জনকেই খুন করবে।'

'ভুল যা হবার আগেই হয়ে গেছে,' রানার কানে ফিসফিস করল হেনা। 'তোমাকে এখানে আসতে বলাই উচিত হয়নি আমার। প্ল্যান করা হয়ে গেছে–তোমাকে আর মিলিকে, দু'জনকেই ওরা খুন করবে। তুমি যা যা জানো সব ওরা নিংড়ে বের করবে, তারপর লেকে ফেলে দেবে লাশ।'

'ভক্তি-শ্রদ্ধার এমন নমুনা সহজে চোখে পড়ে না!' অনারিয়োর কণ্ঠস্বর তুষার-ঝড়ের মতই ঠাণ্ডা, তিক্ত ও নির্মম। 'তোমার ছবি তোলা উচিত, মারিয়া। ক্যাপসন হতে পারে–প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকার পুনর্মিলন।' কথাগুলো ইংরেজিতে বলল।

হেনার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করল রানা, অনারিয়োর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে উঠতে শুরু করল।

'আমার ভাই, পন্টিয়ো।' রানার কাঁধ ধরল অনারিয়ো, যেন লোহার আংটা দিয়ে।

'আমি অভিভূত,' বলল পন্টিয়ো। 'তোমাকে মেহমান হিসেবে পেয়ে সত্যি গর্বিত।' চেহারা দেখেই দুই ভাইয়ের সম্পর্ক বোঝা যায়। একই রকম নাক ও কপাল, দৃষ্টিতে ক্ষমতার দম্ভ, গালের রেখায় গোঁয়ার্তুমির ভাব। কথা বলার সময় পন্টিয়োরও হাত নাড়ার মুদ্রাদোষ। তবে অনারিয়োর মত খাটো নয় সে। সবচেয়ে বেশি যেটা মেলে, দুই ভাইয়ের প্রতিটি আচরণে কৃত্রিমতা, যেন সবাইকে জানান দিয়ে অভিনয় করে যাচ্ছে। আর পার্থক্য হলো, অনারিয়োর চুল কালো মখমল, পন্টিয়োর সোনালি আঁশ। 'হেনা, তোমার হাতে বোধহয় অনেক কাজ,' পন্টিয়োর কণ্ঠস্বর ভাইয়ের সঙ্গে মেলে। 'আর রানা, এসো, পরিবারের বাকি সবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

ইতিমধ্যে টেরেসে পৌঁছেছে রানা। পন্টিয়ো পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, 'মারিয়া, আমার স্ত্রী।'

হাত বাড়াল রানা। মারিয়া হাসল, হাতটা ধরে ইংরেজিতে বলল, 'জুলিয়ানা।'

'এদিকে, আমার স্ত্রী,' রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল বড় ভাই অনারিয়ো। 'এলিয়ানা।' স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে হাসল সে। 'আমি ছোট করে ডাকি এলিনা। ভাবছি আরও ছোট করা যায় কিনা।'

অনারিয়ো জানে পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া তার স্ত্রীর একটা রোগ, নামটা আরও ছোট করে দেয়ার কথা বলে স্ত্রীর অস্তিত্ব লোপ করার হুমকি দিচ্ছে কিনা কে জানে। আড়ষ্ট হেসে এলিনা রানার বাড়ানো হাতটা ধরে চাপ দিল, একবার, তারপর আরেকবার। অশ্লীল যদি না-ও হয়, এটা একটা ইঙ্গিত বা সংকেত তো বটেই। কোথায় যেন শুনেছে রানা, বহুগামিনীরা একটু বোকা হয়, কে জানে এলিনাও হয়তো তাদের দলে পড়ে–স্বামী যদি মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে থাকে, তা সে ধরতে পারেনি; আর হুমকি দিক বা না দিক, রানাকে দেখে যে তার রোগটা চেগিয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজেকে সাবধান করে দিল রানা, এর কাছ থেকে শত হাত দূরে সরে থাকতে হবে। 'আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ছি না,' আচমকা বলে বসল এলিনা। 'কোন মেহমানকেই আমি ছাড়ি না।' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা, কি বলবে বুঝতে পারছে না, ভয় লাগছে এখুনি না একটা হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হতে হয়। 'ভিলা, লেক, বনভূমি, সুইমিং পুল, এলাকার দুর্গ–সব তোমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব। বলতে চাইছি, এসে যখন পড়েছ, সব না দেখিয়ে তোমাকে ছাড়া হবে না। আরেকটা কথা। তোমাকে আমি শুধু রানা বলে ডাকতে পারি তো?'

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে ত্যাগ করল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' কোন রকমে জবাব দিল ও। 'তোমার মত সুন্দর বউ পাওয়ায় অনারিয়োকে আমি ভাগ্যবান না বলে পারছি না।'

এলিনার হাসিটা চওড়া হলো। 'খুশি হই কথাটা ওকেও যদি বলো।' রানার হাত ধরল সে, ওর উরুতে নিতম্ব ঘষল। 'চলো, লাঞ্চ খেতে যাই।'

সে-ই পথ দেখিয়ে বড় একটা হলওয়েতে নিয়ে এল রানাকে। তরুণী বডিগার্ডরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মেঝেতে কাঠের পাটাতন, এমনভাবে পালিশ করা, আয়নার চেয়ে কম চকচকে নয়। পা ফেললে পিছলে যেতে পারে, তাই সরু ও লম্বা লাল গালিচা পাতা হয়েছে। হলওয়ের ডান দিকে কাঠের সিঁড়ি, কয়েকটা বাঁক ঘুরে ওপরে উঠেছে, ধাপগুলো নকশা করা কার্পেটে ঢাকা, রেইলিং হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ব্রোঞ্জ মূর্তি। হলওয়ে আর সিঁড়ির পাশের দেয়াল গাঢ় ক্রীম কালারের। ডানদিকের প্রায় পুরোটা দেয়াল জুড়ে লাল ইঁট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ফায়ারপ্লেস। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে পেইন্টিং–সোনা ও রূপো দিয়ে বাঁধানো ফ্রেমে টেমপারাদের পূর্ব-পুরুষদেরও যেন ক্ষমতার দম্ভে মাটিতে পা পড়ে না।

'এদিকে,' বলে রানার পাঁজরে খোঁচা মারল এলিনা, সে যেন ঘোড়সওয়ার, সম্পদতুল্য বাহনকে যেদিকে খুশি মোড় ঘোরাচ্ছে, প্রকাণ্ড একজোড়া দরজা পেরিয়ে লম্বা রিসেপশন রুমে নিয়ে এল, মনকাড়া আসবাবে সাজানো, বেশিরভাগই অ্যান্টিক। এক কোণে মেঝে থেকে শুরু হয়ে সিলিং ছুঁয়েছে কাবার্ড,

শেলফগুলোয় সারি সারি সাজানো লেদার মোড়া বই। কামরার মাঝখানে ছ'জন বসার টেবিল, ম্যাচ করা চেয়ারগুলোর পিঠ খাড়া। রূপো আর চীনামাটির চামচ, ছুরি আর বাসনকোসন থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো। চারদিকে নজর বুলিয়ে আরও পেইন্টিং দেখতে পেল রানা—টেমপারাদের আরও কয়েকজন অহঙ্কারী পূর্ব-পুরুষ। এদের দু'একজনকে চিনতে পারল রানা—এক সময় নিউ ইয়র্কের মাফিয়া ডন ছিল। টেবিলে পরিবেশন করা হয়েছে সম্ভাব্য সব রকম মাংস, ইটালিয়ান ও চীনা সালাদ, কুসুমের বদলে মাংস ভরা ডিম ও টমেটো। কাছাকাছি অন্য একটা টেবিলে রয়েছে বিভিন্ন আকারের ওয়াইনের বোতল। পন্টিয়ো একটা শ্যাম্পেনের বোতল খুলল, পাঁচটা গ্লাসে ভরে সবার হাতে ধরিয়ে দিল জুলিয়ানা।

'তো, আমাদের বাড়িতে তোমাকে স্বাগতম, মাসুদ রানা,' বলে নিজের গ্লাসটা উঁচু করল পন্টিয়ো, তার দেখাদেখি বাকি সবাই।

সাধারণ খাবার পরিবেশন করা হয়েছে, সেজন্যে সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করল ওরা। আলোচনা সীমিত থাকল টেমপারাদের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ পারিবারিক ইতিহাসে। এলমন্ডো টেমপারা প্রসঙ্গে দীর্ঘ গল্প শোনাল পন্টিয়ো, চোদ্দশো ছেচল্লিশ সালে পোপ-এর বডিগার্ড ছিল। এক হত্যা প্রচেষ্টা থেকে পোপকে বাঁচিয়েছিল সে, বিনিময়ে মোটা টাকা পুরস্কার পায়। বলা হয়, পোপের পরিত্যক্ত রক্ষিতাদেরও পেয়েছিল সে। তবে তাদের পিছনে খরচ না করে টাকাটা সে লুকিয়ে রাখে। সেই টাকা দিয়েই টেমপারাদের এই ভিলা বানানো হয়।

'রোমেও আমাদের বাড়ি আছে,' বলল অনারিয়ো।

'তবে আমার পছন্দ ভেনিসের ছোট্ট কটেজটা,' বলল এলিনা, রানার দিকে তাকিয়ে হাসার সময় চোখ মটকাল। রানার জন্যে খাওয়াটা মোটেও স্বস্তিকর হলো না, কারণ এলিনা মুহূর্তের জন্যেও ওর ওপর থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছে না।

এক ঘণ্টা পর আহার পর্ব শেষ হলো। আধ খাওয়া চকলেটের গ্লাসটা ঠেলে দিয়ে পন্টিয়ো বলল, 'খাওয়ার পর মেয়েদের বিশ্রাম নেয়াই রেওয়াজ, এই ফাঁকে পুরুষরা কিছু কাজের কথা সেরে নিতে পারে। তবে, মারিয়া, যাবার আগে কফির কথা ভুলো না।'

জুলিয়ানা চেয়ার ছেড়ে সকৌতুকে স্বামীকে কুর্নিশ করে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তার পিছু নিয়ে এলিনাও। যাবার আগে রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ভুরু নাচাল এলিনা। তরুণী বডিগার্ডরাও তাদের সঙ্গে বিদায় নিল।

কফি পরিবেশন করল নিগ্রো চাকররা। দুই ভাই টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে, যেন জরুরী কোন বিষয়ে কথা বলবে বলে উত্তেজিত। ইতিমধ্যে দু'জন পুরুষ বডিগার্ড ভেতরে ঢুকে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আমরা শুনেছি, আমাদের সৎ মা যখন নৃশংসভাবে খুন হলো, তুমি তখন আশপাশেই ছিলে।'

রানার ঝোঁক চাপল বলে, সাবলিমা মারা যায়নি। তার বদলে বলল, 'হ্যাঁ। সত্যি, সাংঘাতিক বীভৎস একটা দৃশ্য। তোমরা পরিবারের অত্যন্ত সুন্দরী ও প্রাণচঞ্চল একজন সদস্যাকে হারিয়েছ, ঠিক আমি যেমন হারিয়েছি পুরানো এক বান্ধবীকে।'

'শুধু বান্ধবী বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না,' বলল অনারিয়ো, কণ্ঠস্বর বদলে, বেসুরো ও অপ্রীতিকর হয়ে উঠছে। 'যদি বলা হয়, আমার বাবার সঙ্গে তার বিয়ে হবার আগে সে তোমার প্রেমিকা ছিল, তাহলে কি ভুল হবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'না, খুব ভুল হবে না। বিয়ের আগে ও আমাকে ভালবাসত।'

'অনেক ভালবাসার একটা?' প্রশ্নটা পন্টিয়োর।

'অনেক ভালবাসার একটা—কার? আমার, না সাবলিমার?'

'বোধহয় দু'জনেরই। তবে তুমি ছিলে তার কাছে সবার চেয়ে বেশি প্রিয়। তোমার অনেক কথাই সে বলেছে আমাদের। এই যেমন, তুমি আসলে এক ধরনের সিক্রেট এজেন্ট...'

পন্টিয়োকে থামিয়ে দিল রানা। 'আমি সরকারী কাজে আছি,' বলার সুরে খানিকটা ধমক।

'এই ব্যাপারটা নিয়ে মাঝে মধ্যে সাবলিমাকে আমরা কৌতুক করতে শুনেছি,' বলল অনারিয়ো। বলত, একজন স্পাই আমাকে ভালবাসত—'দ্য স্পাই হু লাভড্ মি'!'

'কথাটা কি সত্যি, রানা? তুমি একজন স্পাই?' পন্টিয়োকে সিরিয়াস দেখাল।

'আমাকে বরং ট্রাবলশূটার বলা যেতে পারে।' বলল রানা, ভাবছে, ওর সম্পর্কে কতটুকু জানে ওরা? আড়চোখে বডিগার্ড দু'জনের দিকে তাকাল—একজনকে মনে হলো জাপানি, অপরজন সম্ভবত জার্মান।

'হেনার সঙ্গে ক্যানসাস সিটি ফ্লাইটে তোমার দেখা হয়ে যাওয়াটাকে কাকতালীয় বলা হচ্ছে। ওখানেও কি তুমি ট্রাবলশূট করছিলে? ট্রাবলশূটার হিসেবে তোমার আসল কাজটা কি, রানা? কিছু মনে কোরো না, এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানাটা আমাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী।'

'আমি আসলে ফ্রি ল্যান্সার, যখন যে সরকার ডাকে তার কাজ করে দিই,' বলল রানা। 'ওই সময় ড্রাগস চোরাচালান সম্পর্কে একটা সূত্র অনুসরণ করছিলাম আমি। ওরা নির্দিষ্ট একটা গ্রুপ, কলম্বিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে হেরোইন আনছে, তারপর ব্রিটেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাচার করছে।'

'ওহ্, গড! তাই?' অনারিয়ো যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'সেই সঙ্গে তুমি ব্লু বার্ড বোয়িং দুর্ঘটনাও তদন্ত করছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, কারণ ওই প্লেনে আমারও থাকার কথা ছিল,' বলল রানা। 'তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারলাম, তোমাদেরও অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে প্লেনটা বিধ্বস্ত হওয়ায়। বারবি হপকিন্সের কাছ থেকে তোমরা ব্লু বার্ডের শেয়ার কিনেছ, তাই না?'

'আমাদের একটা সিসটার কনসার্ন শেয়ার কিনতে যাচ্ছিল, তবে কেনেনি। যদি কেনা হত, তাহলেও আমাদের খুব একটা লোকসান গুনতে হত না, কারণ ওই সিসটার কনসার্নের মাত্র দশ ভাগ শেয়ারের মালিক আমরা।' একটা হাত তুলে পন্টিয়োকে কথা বলতে নিষেধ করল অনারিয়ো। 'প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে আসছি আমরা। প্লেনে তোমার থাকার কথা ছিল, কিন্তু থাকোনি—সেজন্যে ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ–কিন্তু থাকোনি কেন?'

'সাবলিমা আমাকে টারমাক থেকে ফিরিয়ে আনে।'

'কেন?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করল রানা। 'সেটাই তো রহস্য! সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক মানসিক রোগীর মত আচরণ করছিল সে, আমার কোন প্রশ্ন সে বুঝতেই পারছিল না, জবাব দেবে কি!'

'সাবলিমা বলল আর তুমিও প্লেনে না উঠে তার সঙ্গে লাউঞ্জে ফিরে এলে?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল অনারিয়ো। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?'

'সাবলিমা আমার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলেও, "আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও" করছিল। কেন, কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছ তোমরা, একদল লোক তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়?'

কামরার ভেতর দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে থাকল।

তারপর আবার অনারিয়োই মুখ খুলল। 'শোনো, রানা। সাবলিমা আমাদের মা ছিল, হোক সৎ। বিশ্বাস করো, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম। তাকে শ্রদ্ধা করতাম, কাজেই তার বন্ধু হিসেবে তোমাকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব বা প্রেম, যাই বলা হোক, সেটা আমাদের বাবার সঙ্গে বিয়ের আগের ঘটনা। প্যাঁচ মেরে কথা বলতে অভ্যস্ত নই আমরা, তাই সরাসরিই বলি–যে গেছে সে তো গেছেই, কিন্তু এখন আমরা তোমার ব্যাপারে ভারি উদ্বিগ্ন। আমরা চাই না সাবলিমার মত ওই একই পরিণতি তোমারও হোক। কাজেই গোটা পরিস্থিতিটা আমাদের জানা দরকার। ক্যানসাস সিটির এই ফ্লাইটটা, রানা। এত বছর পর তোমার সঙ্গে হেনার যেখানে দেখা হলো। তুমি কি খুলে বলবে, দেখাটা তোমাদের এই ফ্লাইটেই কেন হলো?'

'তুমি আসলে জানতে চাইছ, আমি ওই ফ্লাইটে কেন ছিলাম, তাই কি?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল অনারিয়ো। তার আর পন্টিয়োর দু'জোড়া চোখ যেন গোগ্রাসে গিলছে রানাকে। 'হ্যাঁ,' বলল অনারিয়ো। 'তাই।'

'জানতে তোমরা চাইতেই পারো, কিন্তু খুলে সবটুকু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, অনারিয়ো। ওই ফ্লাইটে আমি ছিলাম এক কনট্যাক্ট-এর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আমাকে তার কিছু তথ্য দেয়ার কথা ছিল।'

'কি তথ্য? আশা করি আমাদের সম্পর্কে কোন তথ্য নয়?'

'নয়, যদি তোমরা ড্রাগস চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত না থাকো।'

'যে জানে না সে ধরে নিতে পারে অনেকের মত আমরাও ড্রাগস নিয়ে ব্যবসা করি। ড্রাগস কি, রানা? স্লো ডেথ অভ দা ওয়ার্ল্ড। শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিপরীত। একমাত্র সুপারপাওয়ার আমেরিকার জন্যে স্লো পয়জন। সারা দুনিয়ায় এই যে ক্রাইম রেট দিনে দিনে বাড়ছেই শুধু, এর জন্যে কি দায়ী? ড্রাগস তোমার ধারণা, আমরা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হব? আমরা ব্যবসায়ী, রানা।'

'তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কিন্তু কোনও অভিযোগ আনিনি। সাবলিমাকে চিনতাম, তার মৃত্যুর সময় কাছাকাছি ছিলাম, এটুকু বাদে তোমাদেরকে আমি শুধু ব্যবসায়ী হিসেবেই জানি।'

'বাবা মারা গেলে ছেলেদের হাতে সৎ মা খুন হয়ে যায়, এটা একটা সাধারণ ধারণা,' বলল পন্টিয়ো। 'কারণ ছেলেরা সৎ মাকে সম্পত্তির ভাগ দিতে চায় না। আমার প্রশ্ন হলো, তোমার মনে এ-ধরনের কোন সন্দেহ জাগেনি? জাগাটা তো স্বাভাবিক, তাই না?'

রানা হাসল। 'সেরকম কোন সন্দেহ জাগলে হেনার কথায় রাজি হয়ে এখানে আমি আসতাম?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'অন্য কেউ হলে ভয়ে আসতে চাইত না,' বলল পন্টিয়ো। 'কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি একজন ট্রাবলশূটার।' ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। 'ওকে সব কথা বলো, অনারিয়ো।'

'বাবার জীবনে সাবলিমা ছিল অনুপম একটা ঘটনা, রানা। বুড়ো বয়েসেও তিনি ছিলেন বীর্যবান। লোকে হয়তো বলবে– ওহ্, দিস ইজ লাইক দা বিবলিক্যাল থিং; রাজা ডেভিড নিজেকে গরম রাখার জন্যে ছোট একটা মেয়েকে বিছানায় তুলেছিলেন। ভুলে গেছি, কি যেন নাম মেয়েটার…'

'অ্যাবিশাগ।'

'যাই হোক। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। পরস্পরের প্রতি ওদের যে অনুভূতি, তাতে আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। আমি এ নিশ্চয়তাও দিতে পারি, একজন আরেকজনের কাছে আক্ষরিক অর্থেই শারীরিক উৎসবও ছিল। এ-কথা অস্বীকার করলে মিথ্যাচার হবে যে ওদের ওরকম প্রগাঢ় প্রণয় দেখে একটু হলেও ঈর্ষাবোধ করিনি আমরা…'

'রানাকে তুমি খুলে বলো আসলে কি ঘটেছিল,' ভাইকে তাগাদা দিল পন্টিয়ো। 'মানে, টাকা-পয়সার ব্যাপারটা আর কি।'

'শোনো তাহলে, রানা। এ-ব্যাপারটা আমরা আর আমাদের উকিলরা ছাড়া আর কেউ জানে না। বাবার প্রস্তাব সাবলিমা যখন গ্রহণ করল, সে শর্ত দিল বাবা মারা গেলে আমাদের কোন টাকা বা সম্পত্তি সে দাবি করবে না। এই ঘরে বসেই চুক্তিপত্র সই করা হলো, তাতে পরিষ্কার বলা হলো বাবা মারা গেলে সাবলিমা কিছুই পাবে না।'

'কিন্তু আমি শুনেছি ঠিক উল্টোটা…'

একটা হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল অনারিয়ো। 'ওরা বিয়ে করে রোমে। বিয়ের আগের রাতে আমাদের সবাইকে নিজের স্টাডিতে ডেকে পাঠালেন বাবা। আমাদের সঙ্গে জুলিয়ানা আর এলিনাও ছিল, আর ছিল উকিলরা। সাবলিমা কিছু পাবে না, এই চুক্তিপত্রটা আমাদের সামনে পুড়িয়ে ফেললেন বাবা। তখনই নতুন একটা চুক্তিপত্র তৈরি করা হলো। তাতে বলা হলো, তিনি মারা গেলে তাঁর টাকা ও সম্পত্তির ভাগ আমরা যেমন পাব, তেমনি সাবলিমাও পাবে। আমরা ব্যাপারটা মেনে নিই, কারণ এটাই ছিল ন্যায্য।'

'তোমরা মেনে নিলে, তোমাদের স্ত্রীরাও মেনে নিলেন?'

'বাড়ির কর্তারা যা বলবে মেয়েরা তা মেনে নিতে বাধ্য, এটাই টেমপারাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। নতুন চুক্তিপত্র সই হবার পর এ বিষয়ে কখনও কোন তর্ক বা মনোমালিন্য হয়নি। তবে সাবলিমা কিছুই জানত না। বাবা তাকে জানালেন

একেবারে শেষ মুহূর্তে, মৃত্যুশয্যায়। অবশ্য চুক্তিতে একটা শর্ত ছিল। সেটা হলো, আমাদের মত সমান হারেই টাকা ও সম্পত্তির ভাগ পাবে সাবলিমা, তবে চিরকাল আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে তাকে, এবং আর কখনও বিয়ে করতে পারবে না।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এত কথা বলার মানে হলো, তোমাকে আমরা বোঝাতে চাইছি, সাবলিমা ছিল টেমপারা পরিবারের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার মৃত্যু আমাদের নিজ অস্তিত্বের একটা অংশের বিলুপ্তি। অনেক কারণের মধ্যে তোমাকে ভিলায় ডেকে আনার পিছনে এটাও একটা কারণ। রানা, তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, খানিকটা সন্দেহ এখনও আছে।'

'এই যেমন, হেনার সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে গেল তোমার,' প্রায় ফিসফিস করে বলল পন্টিয়ো।

'তুমি একজন ট্রাবলশূটার, রানা। বলছ, ফ্রি ল্যান্সার। বলছ, যে-কোন সরকারের হয়ে কাজ করো। কিন্তু সরকার ছাড়া অন্যদের কাজ কি করো না?'

'কি কাজ?'

'আমাদের কাজ তো একটাই, রানা। আমাদের অস্তিত্বের একটা অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। ভেবেছ প্রতিশোধ নেব না? সাবলিমাকে যে বা যারাই খুন করে থাকুক, আমরা তাকে খুঁজে বের করতে চাই।'

'সেজন্যে আমাকে ভাড়া করার কোন দরকার নেই,' বলল রানা। 'আমি এরইমধ্যে তাদের পিছু লেগে গিয়েছি।'

'কি! ওহ্! আহ্! সত্যি?' অনারিয়োর ভাব দেখে মনে হলো তার মাথায় যেন বাজ পড়েছে।

'তোমার কাছে ক্লু আছে? কাউকে সন্দেহ করছ?' পন্টিয়োর গলা কর্কশ, যেন দাঁত দিয়ে কাঁকর ভাঙছে।

'ঠিক তা নয়। অন্তত এখনও স্পষ্ট কিছু জানতে পারিনি। তবে তদন্ত চলছে।'

'তুমি তাদেরকে খুঁজে বের করো, রানা। সাবলিমার পাওনা টাকা থেকে সামান্য কিছু ফি দেব তোমাকে আমরা—সেটাও দশ লাখ মার্কিন ডলারের কম হবে না।'

'ফি দিতে হবে না, তবে তোমরা যদি কোন সূত্র দিতে পারো...'

'সূত্র একটা হয়তো এরইমধ্যে আমরা পেয়েছি।' পন্টিয়ো এখন প্রায় শান্ত।

'তাই?'

'লোকটা আমেরিকান। একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, কিন্তু সৈনিকের ভূমিকা ত্যাগ করতে রাজি নয়। সাবলিমা তাকে চিনত। বাবা মারা যাবার পর তিন তিনবার লোকটার বিয়ের প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান করছিল। লোকটা হিংস্র টাইপের, গোঁয়ার্তুমির দিক থেকে গণ্ডারও বলতে পারো। সন্দেহের তালিকায় আপাতত তাকেই শুধু দেখতে পাচ্ছি আমরা।'

'অবসর নিলেও যুদ্ধের নেশাটা এখনও তার কাটেনি?'

'জেনারেল ক্লাইড মাইলস। জেনুইন আমেরিকান হিরো, কুয়েত-ইরাক

সীমান্তে বাড়াবাড়ি রকম বীরত্ব দেখিয়ে পদকও পেয়েছে। কিন্তু অবসর নেয়ার পরও অ্যাকটিভ থাকতে চায়। তার প্রমাণ, সে একটা প্রাইভেট আর্মি গড়ে তুলেছে।'

'একটা মিলিশিয়ার কথা আমার কানেও এসেছে বটে, ওটাই কি তার বাহিনী?'

ঘৃণা প্রকাশের ভঙ্গিতে নাক দিয়ে শ্রুতিকটু একটা আওয়াজ করল অনারিয়ো। উত্তর দিল পন্টিয়ো, গলা শুনে মনে হলো তেতো কিছু গিলছে। 'না। না, মিলিশিয়া নয়। এ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা প্রাইভেট আর্মি। তার বাহিনীর প্রায় সবাই প্রাক্তন সৈনিক। প্রত্যেককে আসল অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। আর্মিতে যখন নাম লেখায় মাইলস, বিরাট ধনী ছিল সে–তার পরিবার ছিল তারচেয়েও কয়েক গুণ বেশি ধনী। তিন বছর হলো অবসর নিয়েছে সে, থাকে উঁচু একটা জায়গায়।'

'উঁচু?'

'আইডাহোর পাহাড়ী এলাকায়, রানা। পাহাড়ের গায়ে রীতিমত ব্যারাক তৈরি করেছে সে। শুনেছি সব মিলিয়ে কয়েকশো লোক আছে তার বাহিনীতে। আবার কেউ কেউ বলে কয়েক হাজার। শুধু পুরুষ নয়, তার দলে মেয়েরাও আছে। সবাই তারা সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল, অবসর নেয়ার পরও যোদ্ধার ভূমিকা ত্যাগ করতে রাজি নয়। মাইলস তার অগাধ টাকা-পয়সার বেশিরভাগই ব্যয় করেছে আর্মস আর ইকুইপমেন্ট কিনতে। এ-সব সে কিনেছে রাশিয়া আর স্যাটেলাইট রাষ্ট্রগুলো থেকে। অথচ কি তার টার্গেট, কি তার উদ্দেশ্য, এখনও আমরা জানতে পারিনি। তবে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়–প্রয়োজনের সময় যে-কোন প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়াবে সে তার বাহিনীকে নিয়ে।'

'সব সময় বাহিনীকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে? আর কিছু করে না?'

'তার সম্পর্কে সব তথ্য এখনও আমরা পাইনি,' বলল অনারিয়ো। 'তবে প্রায়ই সে এদিক ওদিক যায়–নিউ ইয়র্কে, এলএ-তে। গিয়ে কি করে বলতে লজ্জা লাগছে। মদ খায়, ঠিক আছে। কিন্তু শহরের সমস্ত সুন্দরী ও টিন এজার বেশ্যাগুলোকে বলে দেয়া হবে, তারা যেন শুধু তার অপেক্ষায় থাকে, এটা কেমন কথা? বাচ্চা মেয়েদের প্রতি তার নজর…'

হাত তুলে ভাইকে থামিয়ে দিল পন্টিয়ো। 'আমরা প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি না?'

'প্রসঙ্গটা ছিল সাবলিমা,' বলল অনারিয়ো। 'এই চরিত্রহীন মাইলসের চোখ পড়ে সাবলিমার ওপর।'

'সে সাবলিমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।'

'তো জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় কি? কোথায় তাকে পাওয়া যাবে?'

'কেন, আইডাহোয় যাবে তুমি। কাছাকাছি এয়ারপোর্ট হলো স্পোকান, ওয়াশিংটন রাজ্যে। আমার পরামর্শ, তুমি একটা গাড়ি ভাড়া করবে, তারপর টেলিফোন করবে তাকে। তুমি দেখা করতে চাইলে সে রাজি হবে বলেই আমার ধারণা।'

'নম্বরটা দাও আমাকে।' ছোট একটা লেদার প্যাড বের করে অনারিয়োর বলা নম্বরটা লিখে নিল রানা।

'তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালালে তুমি আমাদের মস্ত একটা উপকার করবে, রানা। লোকটা বদ; শেষবার প্রত্যাখ্যান করায় সাবলিমাকে সে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছিল।' পন্টিয়ো হাত কচলাচ্ছে।

'আমরা চাই তার বিরুদ্ধে সাবলিমাকে হত্যা করার অভিযোগ আনা হোক,' বলল অনারিয়ো। 'হত্যার বদলে হত্যা, এরচেয়ে সন্তোষজনক আর কিছু হতে পারে না। অবশ্য প্রথমে তোমাকে নিশ্চিত হতে হবে, সত্যি সে-ই দায়ী কিনা।'

'তোমরা একটা ভুল করছ,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'আমি ভাড়াটে খুনী নই।'

'না, আমরা ভুল করছি না,' বলল পন্টিয়ো। 'অর্থাৎ, আমরা তোমাকে অত ছোট করে দেখছি না–জানি, তুমি ভাড়াটে খুনী নও। কিন্তু সাবলিমার খুনীকে তুমি ছেড়ে দেবে? এটাই আমরা জানতে চাই। তার প্রতি তোমার কর্তব্যবোধ কি বলে? তোমাকে সে ভালবাসত, রানা। ঠিক আছে, বিয়ের আগে ভালবাসত–তবু, বাসত তো?'

'তাছাড়া, সে তোমার প্রাণ বাঁচায়নি?' জিজ্ঞেস করল অনারিয়ো। 'টারমাক থেকে সাবলিমা যদি তোমাকে ফিরিয়ে না আনত, আজ তুমি কোথায় থাকতে একবার ভেবে দেখো।'

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় সাবলিমা জানত প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে যাচ্ছে?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল পন্টিয়ো। 'না জানলে সে প্লেনে না উঠে পালাচ্ছিল কেন? তোমাকেই বা প্লেনে উঠতে দিল না কেন?'

'প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করেনি,' বলল রানা। 'অ্যাক্সিডেন্ট করবে কি করবে না, তা কি আগে থেকে কেউ জানতে পারে? ওটা ছিল স্যাবোটাজ। তোমরা বোধহয় জানতে চাইছ, প্লেনটা উড়িয়ে দেয়া হবে কিনা তা সাবলিমা জানত কিনা।'

'জানত?' দুই চতুর শিয়ালের এক রা।

'আমার মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। চিন্তিত ভঙ্গিতে থেমে থেমে সত্যি কথাটাই বলল, 'সে হয়তো নিজের কোন বিপদ আঁচ করতে পেরেছিল। এমনও তো হতে পারে যে তাকে প্লেনে উঠতে বাধা দেয়া হয়।' দুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। 'বাধা দেয়া হয় তাকে কিডন্যাপ করার জন্যে। হয়তো জেনারেল ক্লাইড মাইলসের লোকজনই তাকে কিডন্যাপ করতে যাচ্ছিল।'

অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে রানাকে ওরা পরামর্শ দিল, আরাম করো। 'দিন কয়েক এখানে বিশ্রাম নাও, রানা। তুমি বড় বেশি ব্যস্ত সময় কাটাও। কাজের কথা ভুলে এখানে তুমি সময়টা উপভোগ করো। আমাদের এখানে একটা ইনডোর পুল আছে। মিলিকে ডাকছি, সে তোমাকে তোমার কামরা দেখিয়ে দেবে।'

'মিলি? সে কে?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা।

'মানে? মিলির কথা হেনা তোমাকে বলেনি?' অনারিয়ো যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

মাথা নাড়ল রানা। 'কে মিলি?'

'মিলি জোহরা, আমাদের আরেকজন কমপিউটর অ্যানালিস্ট কাম প্রোগ্রামার। হেনা ছুটিতে থাকলে সে-ই কমিউনিকেশন-এর দায়িত্বে থাকে।' অনারিয়ো আর পন্টিয়ো দৃষ্টি বিনিময় করল।

'কিন্তু হেনা কোথায়?'

'সে তার কাজে ব্যস্ত, রানা,' বলল অনারিয়ো। 'কাজ শেষ হলে কাল হয়তো আবার তাকে দেখতে পাবে তুমি। তবে চোখের দেখা আর মুখের কথায় সীমিত থাকবে তোমাদের সম্পর্ক। আগেই বলেছি, নাকি বলা হয়নি–হেনা কোলবানি আমার সম্পত্তি···' নিশ্চয়ই গোপন কোন বোতামে চাপ দিয়েছিল সে, কারণ দু'মিনিটের মধ্যে দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল মিলি জোহরা।

সিআইএ-র এজেন্ট ও বিসিআই-এর ইনফর্মার হলেও, মিলি ওকে চেনে কিনা রানা জানে না। যদি চেনেও, তার আচরণে সেটা প্রকাশ পেল না। দুই ভাই সাপের মত নিষ্পলক চোখে লক্ষ করছে মিলি ও রানাকে। নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে মুখ খুলল পন্টিয়ো, মিলির সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল, 'মাসুদ রানা, ফ্রি ল্যান্সার স্পাই···সরি, ট্রাবলশূটার; আর মিলি জোহরা, এলিয়ানার মামাতো বোন। মিলির জন্ম আমেরিকায় হলেও, ওর মা কসোভোর মুসলিম। আমরা ওকে ছোটবেলায় চিনতাম, মাঝখানে অনেক বছর দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না, তারপর বছর তিনেক আগে কমপিউটর কোর্স কমপ্লিট করে এলিনার সুপারিশে এখানে চাকরি করছে।'

মিলি আর রানা পরস্পরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। 'হাই,' বিড়বিড় করল মিলি। দুই ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু, সেটাকে হাসি না বলে জোড়া ঠোঁটের অদম্য কম্পন বলাই উচিত।

'ভয় নেই, মিলি, রানা বাঘ নয়,' সহাস্যে মন্তব্য করল অনারিয়ো।

রানাকে পথ দেখিয়ে তিনতলার একটা কামরায় পৌঁছে দিল মিলি। 'তোমার যদি কিছু প্রয়োজন হয় এইটিএইটে ডায়াল করলেই হবে,' বলে দরজা খুলে দিল সে।

'আমি···,' শুরু করতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু ওর ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকাল মিলি, দাঁড়িয়ে আছে দরজার ঠিক ভেতরে। পরমুহূর্তে পকেটের কাছে তার হাতের স্পর্শ অনুভব করল রানা।

'কামনা করি আমাদের সঙ্গে সময়টা তোমার আনন্দে কাটুক, মাসুদ রানা। আশা করি ডিনারের সময় আবার দেখা হবে। ওরা সাধারণত সাতটার দিকে বসে।' রানাকে কিছু বলতে না দিয়ে দ্রুত চলে গেল সে।

কামরার সিলিংটা বিশ ফুট ওপরে, বিশাল জানালা দিয়ে জোড়া বোটহাউস আর লেকটা দেখা যায়। বাতাসে ধুলোবালি কম, লেকের পানি আয়নার মত স্থির ও চকচক করছে রোদে। জানালার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কামরাটা ধীরেসুস্থে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা।

ফাইবার অপটিক লেন্স খুঁজছে ও। না পাওয়ায় ধরে নিল কামরায় কোন গোপন ক্যামেরা নেই নতুন করে আরেকবার সার্চ করল, কিন্তু না, কোন খুদে মাইক্রোফোনও নেই এবার বিছানার ওপর ফেলে ব্রিফকেস খুলল প্রথমে

অটোমেটিকটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিল ম্যাগাজিন ফুল কিনা। তারপর জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে বের করল একটা কমপিউটর ডিস্ক, মিলি রেখে গেছে। ডিস্কটা নিয়ে জানালার পাশে টেবিলের সামনে চলে এল, আরেক হাতে ল্যাপটপ। জায়গামত ডিস্কটা ভরে ল্যাপটপ খুলল। সাদা স্ক্রীনে নীল হরফ ফুটছে। ডিস্কে মিলি মেসেজ দিয়েছে:

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাকে ওরা ফাঁদ পেতে ধরে এনেছে এখানে। টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে হেনাকে, যদিও হেনা সে-সম্পর্কে সচেতন বলে মনে করি না। হেনা যে এফবিআই, এটা আমি কয়েক হপ্তা আগেও জানতাম না। যাই হোক, ওরা সম্ভবত তোমাকে একজন রিটায়ার্ড মার্কিন জেনারেলের কথা বলেছে–ক্লাইড মাইলস তার নাম। তার সঙ্গেই ওরা জোট বেঁধেছে। হেনার পরিচয় ওরা বোধহয় এখনও জানে না, তবে আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। সেজন্যে দায়ী এলিনা। এলিনাকে অনারিয়ো জোর করে বিয়ে করেছে, সেই রাগে আমি সিআইএ জানা সত্ত্বেও আমাকে চাকরি দেয়ার জন্যে সুপারিশ করে সে। তার প্রেমিকের কোন অভাব নেই, সম্ভবত তাদেরই কাউকে গল্পচ্ছলে আমার পরিচয় জানিয়েছে সে। আমি, তুমি, এলিনা–আমরা তিনজনই এখন দুই ভাইয়ের টার্গেট। সুযোগ পাওয়া মাত্র আমাদেরকে গায়েব করে দেবে ওরা। আমার ধারণা, আমাদের হাতে বারো-ঘণ্টা সময়ও নেই। কিভাবে গায়েব করবে, তা-ও আন্দাজ করতে পারছি। লাশের সঙ্গে পাথর বেঁধে লেকে ডুবিয়ে দেবে। কাজেই, রানা, সাবধানে থেকো। আমার কাছে আরও তথ্য আছে, তবে সে-সব আমি সরাসরি তোমাকে বলতে চাই। ডিস্কটা মুছে ফেলো–এখুনি! আজ রাতে কোন এক সময় তোমার সঙ্গে দেখা করব। হঠাৎ পালাতে হতে পারে। তৈরি থেকো। শুভাকাঙ্ক্ষী, মিলি।'

ডিস্কটা মুছে ব্রিফকেসের একটা কমপার্টমেন্টে রেখে দিল রানা, আরও কয়েকটা ডিস্কের সঙ্গে। মিলির কথা হালকাভাবে নেয়ার উপায় নেই, কাজেই যতটা সম্ভব তৈরি হয়ে থাকল। প্রস্তুতি শেষ করে বিছানায় লম্বা হলো ও।

সাতটা বাজার কয়েক মিনিট আগে গাঢ় রঙের সুট পরল রানা, তারপর নেমে এল নিচতলায়। পন্টিয়ো আর অনারিয়ো অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে, চেহারায় চাপা উত্তেজনা। ওদের হাবভাব দেখে মনে হলো, গোপন কি যেন একটা ঘটে গেছে, কিন্তু তথ্যটা কাউকে জানতে দিতে চায় না।

'সত্যি দুঃখিত,' বলল অনারিয়ো। 'হঠাৎ জরুরী একটা কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে–এই ভায়ারিগোয়। তবে চিন্তা কোরো না, সকালেই আশা করি ফিরে আসতে পারব। ইতিমধ্যে বাড়ির মেয়েরা তোমার আরাম-আয়েশের দিকে খেয়াল রাখবে। শুধু তো রাতটুকু, তারপর আবার আমরা তোমাকে সঙ্গ দিতে পারব।'

'হঠাৎ চলে যাচ্ছ···দু'জনেই···কি ব্যাপার?' রানার ধারণা, প্রশ্ন না করাটাই অস্বাভাবিক মনে হবে।

'আমরা টাকা কামাবার মেশিন, রানা,' একগাল হেসে বলল পন্টিয়ো। 'হঠাৎ একটা ব্যবসার প্রস্তাব পেয়ে নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারছি না, এই আর কি।

ফিরে এসে বলব সব।'

'তবে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদেই থাকবে,' বলল অনারিয়ো। 'মেয়েরা তো খেয়াল রাখবেই; চারজন সশস্ত্র গার্ড থাকবে তোমার পাহারায়। হায়াকোমা জাপানি, খালি হাতে একাই বিশজনকে সামলাতে পারে। আর জার্মান ব্রেখেট একজন দুর্দান্ত স্নাইপার।'

যেন ওদের কথা আড়াল থেকে শুনছিল, অনারিয়ো থামতেই একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল এলিনা আর জুলিয়ানা। আগেই শুনেছে স্বামীরা রাতে বাড়ি থাকবে না, সে-কারণেই কিনা কে জানে দু'জনকেই অত্যন্ত খুশি আর উত্তেজিত মনে হলো। তবে বিদায়ের সময় দেখা গেল কে কত জোরে আলিঙ্গন করতে পারে আর কে ক'টা চুমো খেতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। টেরেস হয়ে জেটিতে উঠল সবাই; পন্টিয়ো আর অনারিয়ো শেষ আরেকবার যে যার স্ত্রীর চুমো নিয়ে একটা মোটর লঞ্চে চড়ল। তীরবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। রানাকে মাঝখানে নিয়ে ভিলায় ফিরে এল এলিনা আর জুলিয়ানা।

ডিনারের সময় ওদের সঙ্গে বসল মিলি। হেনার অনুপস্থিতি উদ্বিগ্ন করে তুললেও, বেশ কিছুক্ষণ তার প্রসঙ্গ রানা তুলল না। একেবারে ভুলে থাকাটা স্বাভাবিক দেখায় না, তাই এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করল, 'হেনা কি সন্ধের পরও কাজে ব্যস্ত থাকে?'

'প্রতিদিন নয়, মাঝে মধ্যে,' জবাব দিল জুলিয়ানা। 'আমার স্বামী আর ভাসুর জরুরী কি একটা কাজ দিয়ে গেছে, সেটা শেষ না করে বেচারি উঠতে পারছে না।'

'তরুণী বডিগার্ডদের কাউকে দেখছি না যে?'

'হিলি, বিটি আর রিনা ওদের সঙ্গে ভায়ারিগোয় গেছে। লুপা আর সুইটি পুরুষ বডিগার্ডদের সঙ্গ দিচ্ছে।'

দু'একটা নির্মল কৌতুক শুনিয়ে পরিবেশটা হালকা করতে চাইল রানা, কিন্তু মিলির নির্লিপ্ত ভাব বাদ সাধল। ব্যাপারটা লক্ষ করে এলিনা এক সময় বলল, 'মিলি, তোমার এই ব্যাপারটা আমি বুঝি না। নতুন কোন পুরুষমানুষ দেখলে নিজেকে কেমন যেন গুটিয়ে নাও তুমি। অথচ উল্টোটাই তো ঘটা উচিত, তাই না? যেহেতু তুমি অবিবাহিতা?'

'ওর বোধহয় ধারণা, আমরা ওকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি,' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল জুলিয়ানা।

জোর করে একটু হাসল মিলি, বলল, 'না, আসলে আমার মাথাটা একটু ধরেছে।' সাড়ে ন'টার দিকে হাই তুলল সে, ঘুম পাচ্ছে বলে টেবিল ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

বাকি দু'জন আরও আধ ঘণ্টা থাকল, তারপর তারাও রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

দশটার খানিক পর নিজের কামরায় ফিরে এল রানা। বিছানায় নতুন চাদর ফেলা হয়েছে, জানালার পর্দা টেনে দেয়া। সুট খুলে স্ল্যাকস আর পোলো শার্ট পরল ও। শোবে, তবু পায়ে মোকাসিন গলাল। পিস্তল আর হোলস্টার কাছাকাছি

থাকল। একটা ডেনিম জ্যাকেটও রাখল হাতের কাছে, প্রয়োজনের সময় দ্রুত পরার জন্যে।

সাড়ে এগারোটার সময় নক হলো দরজায়। কবাটে সিকিউরিটি পীপহোল নেই, কাজেই তালা খুলে ফাঁক করল দরজা, ডান পা এক কোণে এমনভাবে রাখল অবাঞ্ছিত মনে করলে আগন্তুককে ভেতরে ঢুকতে যাতে বাধা দিতে পারে। মন বলছিল মিলি এসেছে, কিন্তু কবাট ফাঁক করার পর দেখা গেল সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এলিনা, গায়ে পাতলা একটা সিল্ক রোব। হাতে জ্বলন্ত একটা সিগারেট। 'ভাবলাম তুমি হয়তো নিঃসঙ্গ বোধ করছ, রানা।' ঠেলে আরও ফাঁক করল কবাট, দু'পা এগিয়ে ঢুকে পড়ল কামরার ভেতর, পিছন দিকে পা ছুঁড়ে বন্ধ করল দরজা। সিগারেটে কষে একটা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। গন্ধটা পেয়ে নাক কোঁচকাল রানা।

'তুমি কি গাঁজা খাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাঝে মধ্যে দু'একটা। এই, বসি?'

'সরি। বাজে...'

'এরকম জিনিস পাবে?' বলে গা থেকে রোবটা খসিয়ে ফেলল এলিনা। রোব-এর ভেতর আর কিছু পরেনি সে। 'এই জিনিস পেয়ে কেউ বলবে বাজে সময় নষ্ট করছি?'

পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু উত্তেজিত বাঘিনীর মতই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এলিনা। ঠেলতে ঠেলতে বিছানার দিকে নিয়ে আসছে ওকে, শরীরে শরীর ঘষছে কোন রকমে একটা হাত মুক্ত করতে পেরে ঠাস করে তার গালে একটা চড় কষাল রানা। ফল হলো অপ্রত্যাশিত ও বিপরীত। মার খেয়ে হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল এলিনা, অথচ হাসছে—রানা যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, সে-ও নিজের সমস্ত শক্তি আর উত্তেজনা নিয়ে সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে চায়। ধাক্কা মারল সে, ভারসাম্য হারিয়ে বিছানায় পড়ে গেল রানা। বিবস্ত্র শরীরটা লাফ দিয়ে পড়ল ওর ওপর। আর যাই আশা করুক, রানার জানা ছিল না, নখের আঁচড় আর দাঁতের কামড় খেতে হবে ওকে। ওর কোন ধারণাই ছিল না একটা মেয়ের শরীরে এত শক্তি থাকতে পারে। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে হচ্ছে। কিন্তু মুক্ত হতে পারল না, তার আগেই বিস্ফোরিত হলো দরজা।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অনারিয়ো, হাতে একটা কালো অটোমেটিক।

'অকৃতজ্ঞ বেশ্যা!' ইংরেজিতে শুরু করল সে, শেষ করল মাতৃভাষায় অশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে।

রানা ভাবছে, গোটা ব্যাপারটা যদি সেট-আপ বা ফাঁদ হয়, অভিনয়ে দু'জনেই সমান দক্ষ। তবে, এলিনাকে রীতিমত কাঁপতে দেখল ও, আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে মুখ। চুল ধরে স্ত্রীকে বিছানা থেকে টেনে নামাল অনারিয়ো, তারপর ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারল দুইহাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। এলিনার ঠোঁটের কোণে রক্ত বেরিয়ে এল। তাকে ঘোরাল অনারিয়ো, পিছনে লাথি মেরে ছুঁড়ে দিল কামরার এক কোণে।

তারপর রানার দিকে ফিরল সে। 'এবার তোমার-আমার বোঝাপড়া হবে,

রানা। আমি একটা অজুহাত পেয়ে গেছি।' পিস্তলটা দু'হাতে ধরল অনারিয়ো। রানা এখনও নড়ছে না, বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। নিজের পিস্তল নাগালের মধ্যেই আছে, কিন্তু সেদিকে হাত বাড়াতে যাওয়াটা এখন বোকামিই হবে, কারণ সেটা হাতে নেয়ার আগেই গুলি করে ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে অনারিয়ো। মনের ভেতর, যেন অনেক গভীর বা দূর থেকে, কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'খেল খতম? সত্যি আমি মারা যাচ্ছি?'

পাঁচ

কিছুই স্থির নয়, তবে সবকিছু স্লো মোশনে নড়ছে। জুম লেন্স সহ ক্যামেরা হয়ে গেল রানার চোখ, অনারিয়োর হ্যান্ডগানের অশুভ মাজলের দিকে দ্রুত ঘেঁষছে। হাত-পা মেলে বিছানায় পড়ে ছিল; সেই অবস্থা থেকে বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করছে ও, অথচ ওর চোখ বা ক্যামেরার সমস্ত ফোকাস অনারিয়োর আঙুলের ওপর, যে আঙুল ট্রিগারে চেপে বসছে।

আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল রানা, বাঁ দিকে একটা গড়ান দিয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় ঢুকল—অনারিয়ো টেমপারা ট্রিগার টানতে অসম্ভব দেরি করছে। ওর একটা হাত বালিশের তলায় সেঁধিয়ে গেল, ওখানে নিজের অস্ত্র লুকানো আছে।

তারপর অবাক হয়ে তাকাল রানা। অনারিয়ো এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে যেন মোমের তৈরি একটা পুতুল, কিন্তু হঠাৎ সটান পড়ে যেতে শুরু করল। শরীরটা কোথাও এতটুকু ভাঁজ হলো না, খাড়া হয়ে পড়ছে। খাটের পায়ায় চিবুকটা বাড়ি খেলো সরাসরি। পড়ার আগে বা পরে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

'সব ঠিক আছে। স্রেফ একটা ট্র্যাঙ্কুইলাইজার।' দোরগোড়ায় মিলি দাঁড়িয়ে, এক হাতে ছোট একটা হাই-পাওয়ারড্ এয়ার পিস্তল, অপর হাতে গ্লক নাইন এমএম অটোমেটিক। এলিনার দিকে ফিরে মিষ্টি করে হাসল সে। 'হায়, ভগিনী, এভাবে কেউ নিজের সর্বনাশ করে? নিজে তো ডুবেছই, আমাকেও ডোবাবার ব্যবস্থা করেছ। আমরা পালাব, তুমিও কি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ?'

'পালাবার সুযোগ আগে কি পাইনি আমি?' বিড়বিড় করল এলিনা। 'কিন্তু অনারিয়োর হাত কত লম্বা তুমি জানো না, মিলি। যেখানেই পালাই, ও আমাকে ঠিকই ধরে আনবে। তাছাড়া, অনেক আগেই আমি নিজের নিয়তি জেনে ফেলেছি, ও আমাকে নিজের হাতে খুন করবে। আমি চাই-ও বোধহয় তাই—আমার ওই শত্রুই আমাকে খুন করুক।'

'তোমাকে তাহলে তোমার নিয়তির ওপরই ছেড়ে যাই,' বলল মিলি। 'বোন হিসেবে শেষ একটা পরামর্শ, যদি বেঁচে থাকো, আন্ডারওয়্যারটা অন্তত পরে থেকো। গুডনাইট, এলিয়ানা।' আবার পপ্ করে উঠল এয়ার পিস্তল। এক হাঁটু

মেঝেতে গেড়ে সিধে হতে যাচ্ছিল এলিনা, সেই অবস্থাতেই স্থির মূর্তি হয়ে গেল। চোখ খোলাই থাকল, তবে তাতে দৃষ্টি নেই। ধীরে ধীরে একপাশে ঢলে পড়ল সে।

'দেখে মনে হচ্ছে মৃত্যুর চেয়েও অরুচিকর একটা বিপদ থেকে তোমাকে আমি বাঁচিয়েছি, রানা,' মিলির ঠোঁটে দুষ্ট হাসি, একটা ভুরু কপালে তোলা।

একটা ঢোক গিলে রানা বলল, 'আমার ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল…'

'জানি।' হাসল মিলি। 'এলিনার এরকম হামলার শিকার হতে আরও কয়েকজনকে দেখেছি আমি। ধকলটা কাটিয়ে উঠতে আরও কিছুটা সময় লাগবে তোমার। যে অস্ত্র দিয়ে এলিনা তোমাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল, ওই একই অস্ত্র আমারও এক সেট আছে, তবে আমি সেটা ওর মত অপব্যবহার করি না। সে যাক। হাতে সময় বেশি নেই, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পালাতে হবে এখান থেকে। তুমি রেডি?'

বিহ্বল ভাবটা গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা, পরনের কাপড় ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। 'ব্যাপারটা সেট-আপ? পন্টিয়ো কোথায়?'

'সেট-আপ অজুহাত তৈরির অর্থে, হ্যাঁ—তোমাকে শুধু একা নয়, এলিনাকেও হাতেনাতে ধরার প্ল্যান করেছিল ওরা। নাগালের মধ্যে পুরুষমানুষ পেলে এলিনার মাথার ঠিক থাকে না, তার এই দুর্বলতাটাকেই দুই ভাই কাজে লাগিয়েছে। অনারিয়ো তাকে অনেক আগে থেকেই খুন করার অজুহাত খুঁজছিল, আর তোমাকে ভিলায় আনাই হয়েছে খুন করার জন্যে…'

'পন্টিয়ো?'

'ঘুমাতে বাধ্য করা হয়েছে তাকে, এই দু'জনের মতই।'

'বলছ আমাকে খুন করার জন্যে ভিলায় ডেকে আনা হয়েছে, তাহলে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে হেনার ভূমিকা কি? সে কি টেমপারাদের পক্ষে কাজ করছে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মিলি। 'এ-ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে তোমাকে আমি কিছু বলতে পারছি না, রানা। আমার কাছে কয়েকটা ফ্যাক্ট আছে, সেগুলো শুনে নিজেই সিদ্ধান্ত নাও।'

'বলো।'

'হেনার প্রতি অনারিয়ো সত্যি অত্যন্ত দুর্বল,' বলল মিলি। 'বোধহয় সেজন্যেই তার ব্যাকগ্রাউন্ড খুব ভাল করে তদন্ত করে দেখেনি সে, কিংবা যাদেরকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছে তারা তেমন যোগ্য নয়। কিন্তু যখন শুনল ক্যানসাস সিটি ফ্লাইটে তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, তোমাকে সে চেনে, সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাই একেবারে আঁতকে উঠল। হেনা আমেরিকা থেকে ফেরার আগেই অনারিয়োর নির্দেশে পন্টিয়ো তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করল। এফবিআই কিভাবে কি সাজিয়েছে আমি জানি না, তবে হেনার কাভার অটুট আছে বলেই আমার ধারণা। এ-ধারণার কারণ, আমার বসানো মাইক্রোফোনে দুই ভাইকে আলোচনা করতে শুনলাম—ডেথ লিস্টে আমি, তুমি আর এলিনা থাকবে, হেনার নাম একবারও উচ্চারিত হলো না। আরেকটা ফ্যাক্ট হলো, তুমি আজ ভিলায় আসার খানিক পরই অনারিয়ো বলে দিয়েছে সে চায় না তোমার সঙ্গে

হেনা দেখা করুক। তার ভাষা ছিল এরকম–"মাসুদ রানা একটা দূষিত পদার্থ, হেনা। আমি চাই না ওর সংস্পর্শে তুমিও কলুষিত হও"।'

'আর কিছু?'

মাথা নাড়ল মিলি।

'এ থেকে পরিষ্কার কিছু বোঝা গেল না,' বিড়বিড় করল রানা। 'যাই হোক, ও এখন কোথায়?'

'হেনাকে আমি বেনিফিট অভ ডাউট দিতে চাই,' বলল মিলি। 'তাই তাকেও ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। অনারিয়ো যদি তাকে বিশ্বাস করে থাকে, সে বিশ্বাস এতে করে আরও পোক্ত হবে।'

'এবার শোনা যাক, আমরা এখান থেকে পালাব কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

একটু ম্লান দেখাল মিলিকে। 'ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে, রানা। আমি তোমাকে বাঁচালাম অথচ তুমি একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না!'

'সময় পেলাম কোথায়? বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখনও আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'

'বিস্ময়ের ধাক্কা···মানে?'

'তুমি আমাকে বাঁচালে কেন?'

'ও, এই কথা। নেমকহারাম নই, তাই বাঁচালাম,' বলল মিলি। 'কেন, তুমি জানো না বিসিআই-এর একজন এজেন্ট আমি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি জানি তুমি আমাদের একজন ইনফর্মার। নো অফেন্স–ইনফর্মারদের সাধারণত ডাবল এজেন্ট বলা হয়। তারা সাপ ও ব্যাঙ, দুটোর মুখেই চুমো খায়।'

'সোহেল ভাই বোধহয় তোমার সঙ্গে কৌতুক করেছেন,' বলল মিলি। 'প্রকৃত তথ্য তিনি তোমাকে দেননি। আমি জেনুইন বিসিআই এজেন্ট, আদি ও অকৃত্রিম। বসের নির্দেশে সিআইএ-তে ঢুকি আমি, তারপর সিআইএ আমাকে এখানে ঢোকায়। ডাবল এজেন্ট? নেভার!'

'আই য়্যাম এক্সট্রিমলি সরি,' বলল রানা। 'ফরগিভ মি, প্লীজ! অ্যান্ড মেনি থ্যাঙ্কস।'

'ইউ আর ওয়েলকাম,' বলল মিলি। 'শোনো। পালাতে হবে জেটি ও বোটহাউস হয়ে। ডানদিকের বোটহাউসে চারটে জেট-স্কি আছে···'

'ওয়াটার মোটরসাইকেল?'

'তা-ও বলতে পারো। প্রতিটা চ্যানেল আমার চেনা, সব ব্যবস্থাও করে রেখেছি···'

'কি ব্যবস্থা?'

'সোহেল ভাই জানেন আজ রাতে তুমি আর আমি পালাব। ভায়ারেগিয়োয় বাদামী সুট পরা দু'জন ফিল্ড এজেন্টকে রেখেছেন তিনি। আমরা এখান থেকে রওনা হবার আগে ওদেরকে ছোট্ট একটা মেসেজ পাঠাব। টেকনলজি আমার নাগালের মধ্যে। নির্দিষ্ট চ্যানেল ধরে ভায়ারেগিয়োয় তোমাকে আমি পৌঁছে

দিতেও পারব। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাতে পারলে পাইন বন থেকে ফিল্ড অফিসাররা আমাদেরকে তুলে নেবে। তারা আফ্রিকান-আমেরিকান, তোমার বা আমার আসল পরিচয় জানবে না।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'আমাদের ওয়েট সুট দরকার হবে। জ্যাকেট আর ব্রিফকেসটা নিতে পারব তো?'

মাথা ঝাঁকাল মিলি। 'আমার কাছে একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাক-প্যাক আছে। আর কিছু নাও আর না নাও, অস্ত্র নিতে ভুলো না।'

'গার্ড?'

'চারজনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। দু'জন টহল দিচ্ছে, নাগালের মধ্যে পাইনি। দু'জন ক্লোজ সার্কিট টিভির সামনে বসে চারদিকে নজর রাখছে। সশস্ত্র মেয়েগুলোও ঝামেলা করবে না, ঘুমাচ্ছে। টহল গার্ডদের ফাঁকি দেয়া সম্ভব, কিন্তু···এসো, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

বাঁ হাতের ভাঁজে জ্যাকেট, অপর হাতে এএসপি নাইনএমএম, মিলির পিছু নিয়ে তার অফিসে চলে এল রানা। অফিসটা গ্রাউন্ড ফ্লোরের এক কোণে, মূল ভিলা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই বলা যায়। অত্যন্ত সাবধানে এগোল মিলি, এতটুকু শব্দ করল না, প্রতিটি কোণে থেমে প্রথমে উঁকি দিয়ে দেখে নিল সামনে কেউ আছে কিনা, হাতে উদ্যত পিস্তল। গোটা বাড়িতে ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা, যেন একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে। অফিসে ঢোকার পর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল সে।

লম্বা জানালায় পর্দা টানা। কামরার বেশিরভাগটাই দখল করে রেখেছে বড় একটা ডেস্ক। ফার্নিচার বলতে গদি মোড়া একটা লেদার চেয়ার আর একটা ইজিচেয়ার। কমপিউটর স্ক্রীন আর কী-বোর্ডের ডান দিকে তিনটে ফোন। কমপিউটরটা মেঝেতে, ডেস্কের বাম পাশে, চেয়ারে বসে হাত বাড়ালেই ডিস্ক ড্রাইভ ও সিডি রম প্লেয়ার পেয়ে যাবে। রানা লক্ষ করল, একটা টেলিফোনের সঙ্গে স্ক্রীন ও এক ঝাঁক বোতাম রয়েছে। আন্দাজ করল, ইনকামিং কল এলে কলার-এর আইডি চেক করার সুযোগ আছে মেশিনটার।

ডেস্কে বসে কমপিউটর অন করল মিলি। দ্রুত কয়েকটা শব্দ টাইপ করল সে। বিপ-বিপ আওয়াজ হলো দু'বার। প্রায় আলতার মত লালচে হয়ে উঠেছে মিলির ফর্সা মুখ, অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করছে সে, পলকহীন চোখ মনিটরের ওপর স্থির। বিপ! শব্দটা হতে ঢিল পড়ল পেশীতে। যে প্রোগ্রামই চালু করে থাকুক, সেটা বন্ধ করে চেয়ার ছাড়ল। 'পাইন বনে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে,' রানার চোখে চোখ রেখে হাসল। 'সম্ভব হলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ওদের একজন পোর্টেও থাকতে পারে। এবার ···,' ইঙ্গিতে আর্মচেয়ারটা দেখাল রানাকে। তাতে একজোড়া কালো ওয়েট সুট আর ব্যাক-প্যাক পড়ে রয়েছে।

'সবই দেখছি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছ!'

'তোমাকে জানাবার সুযোগ পাইনি।' লাইট স্ল্যাকস্ আর রোলনেক সোয়েটারের ওপর ওয়েট সুট পরছে মিলি। 'আজ ওরা সারাদিনই উত্তেজনায়

ছটফট করছিল। গাড়ি ছাড়া বের হয় না কখনও, অথচ আজ মোটর লঞ্চ নিয়ে বেরুল। এ-সব দেখে আমি ধরেই নিয়েছিলাম ঠিক একটু পর ফিরে আসবে।'

'বাঘের গর্তে ঢুকলাম ঠিকই,' বলল রানা, 'কিন্তু লাভ তো কিছু হলো না। এভাবে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে জানলে···'

'সিআইএ আর এফবিআই কি চায় তুমি জানো,' বলল মিলি। 'আমরা যদি ভাল একটা ট্রেইল রেখে যেতে পারি, ওরা আমাদের পিছু নিয়ে সোজা স্টেটসে পৌঁছাতে পারে। তাছাড়া, একেবারে কিছু লাভ হয়নি, তোমার এ-কথা ঠিক নয়। আমার ধারণা ওরা তোমাকে ওদের একটা বোল্ড কনট্যাক্ট-এর কথা জানিয়েছে। অন্তত জানাবার কথা—এখানে তোমার ব্যবস্থা করতে ওরা যদি কোন কারণে ব্যর্থ হয়, সে-কথা মনে রেখে।'

'বোল্ড কনট্যাক্ট মানে জেনারেল মাইলস?'

'এটা ওদের পুরানো কনট্যাক্ট। মিথলজিতে পড়োনি, অর্ধেক ঘোড়া অর্ধেক মানুষ? এ লোকটা অর্ধেক শয়তান, অর্ধেক পিশাচ। আমেরিকায় নিজেদের লোকবল কম, আমার ধারণা এরা ওই জেনারেলের বাহিনীকে দিয়ে খুন করায়। যদিও জেনারেলের সঙ্গে বোল্ডের কি সম্পর্ক, আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সত্যি আমি জানি না। তবে থাকার সম্ভাবনাই বেশি আমার ধারণা, ব্লু বার্ডের বোয়িংটা জেনারেলের লোকজনকে দিয়েই উড়িয়েছে টেমপারারা। এখানে আমি ছিলাম, তাই তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছি। কিন্তু তুমি যদি জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে যাও···অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে, রানা। লোকটা সত্যিই ভয়ঙ্কর।'

'অনেক কথাই বলছ, সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কিন্তু সাবলিমা টেমপারার কথা একবারও তুলছ না। সে কোথায়, মিলি?'

স্থির হয়ে গেল মিলি। 'সাবলিমা···সাবলিমা মারা যায়নি?'

'তুমি জানো না?'

'না!'

'এখানে আমার আসার মূল কারণই ছিল সাবলিমাকে উদ্ধার করা,' বলল রানা। 'কিন্তু না হেনা, না তুমি, কেউই তার সম্পর্কে কিছু বলতে পারছ না কেন?'

'গাড়ি বোমায় তাহলে কে মারা গেছে?'

'সম্ভবত কোন স্ট্রীট গার্ল, টাকার লোভ দেখিয়ে সাবলিমার হোটেলে তোলা হয়, তারপর সাবলিমার ড্রেস পরিয়ে গাড়ির চাবি দিয়ে গ্যারেজে পাঠানো হয়। ঠিক কি ঘটেছিল বলা মুশকিল, তবে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, গাড়িতে ওটা সাবলিমার লাশ ছিল না।'

'কিভাবে বুঝলে?'

'সাবলিমার বন্ধু হিসেবে লাশটা আমাকে শনাক্ত করতে হয়েছে,' বলল রানা। 'দেখে চেনার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু লাশের মাথার পিছনে আমি কোন ক্ষতচিহ্ন বা টিউমার দেখিনি।'

'তুমি বলতে চাইছ সাবলিমার মাথার পিছন দিকে টিউমার ছিল?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওহ্, গড!' মিলি হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। 'সাবলিমা বেঁচে আছে? কিন্তু এদের আচরণে তো সেটা ধরা পড়েনি! তাকে রাখাই বা হয়েছে কোথায়?'

'এখান থেকে যদি পালাতে পারি,' বলল রানা, 'প্রশ্নটা জেনারেল মাইলসকেই করতে হবে।' কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। জ্যাকেট, জুতো আর ব্রিফকেসটা ব্যাক-প্যাকে ভরল, তারপর ওয়েট সুট পরে মিলির দিকে তাকাল। 'জুলিয়ানার কি খবর?'

'কি খবর জানতে চাও?'

'জানি সে ঘুমাচ্ছে। তার ঘুমের জন্যেও কি তুমি দায়ী?'

'হ্যাঁ। অন্তত ছ'ঘণ্টার আগে জাগবে না। দারুণ কাজের জিনিস এই ট্র্যাঙ্কুইলাইজার ডার্ট। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, ডার্ট বা খুদে মিসাইল শরীরে বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক প্যারালাইসিস প্রডিউস করে। এই অবস্থা মিনিটখানেক থাকে। তারপর ঢিল পড়ে পেশীতে, ঢলে পড়ে শরীর, ঘুমটা ছ'ঘণ্টার আগে ভাঙবে না।'

'আমরা ভিলা থেকে বেরুব কিভাবে?'

'আমার পিছু নেবে তুমি,' বলল মিলি। 'তবে হাতের অস্ত্র তৈরি রেখো। মনে রাখবে, ডানদিকের বোটহাউসে জেট-স্কি রাখা আছে। সাধারণত ফুয়েল-ট্যাংক ভরাই থাকে।'

'আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি না?'

'না, করছি না,' বলল মিলি। 'সব তোমাকে জানিয়ে রাখছি, কারণ ওদের হাতে আমি ধরা পড়তে পারি বা গুলি খেয়ে মারাও যেতে পারি—সেক্ষেত্রে নিজের প্রাণ নিয়ে একা পালাতে হবে তোমাকে। লেকটা কোণাকুণি পেরুতে হবে, ওদিকে ছ'টা চ্যানেল আছে, প্রতিটি সাগরের সঙ্গে মিশেছে। জেট-স্কিতে আলো আছে, তবে জ্বালা চলবে না।

'আমি যদি সঙ্গে না থাকি টোরে দেল লাগোর পাশের খালটা খুঁজে নিতে হবে তোমাকে—ওদের কারগুলো যেখানে বার্জে তোলা হয়েছিল। খালটা বাম দিকে ঘুরে গেছে। খানিক দূর যাবার পর ডান দিকে একটা শাখা পাবে, ওটাকে পাশ কাটিয়ে পৌঁছাবে একটা টি-জাংশনে। বাম দিকে যাবে তুমি। খালটা ভায়ারেগিয়ো পোর্টে গিয়ে মিশেছে। ওদিকে অনেক বার্জ থাকে, কাজেই জেট-স্কির আলো জ্বালতে হবে তোমাকে। পোর্টে পৌঁছাবার পর ট্রাফিকের ভিড়ে মিশে যাবে, তারপর সুযোগ বুঝে রওনা হবে খোলা সাগরের দিকে। কিছু দূর যাবার পর ডান দিকে সরে এসে তীরের কাছাকাছি থাকবে। পাইন বনটা বিশাল, দেখলেই চিনতে পারবে। জেট-স্কি টেনে তুলে লুকিয়ে রাখবে জঙ্গলের ভেতর। ওখানে আমাদের জন্যে দু'জন লোকের অপেক্ষা করার কথা।' ব্যাক-প্যাকের স্ট্র্যাপ আঁটো করে বাঁধছে মিলি। কাজটা শেষ করে হুড পরে মুখের চারপাশ ঢাকল।

রানা আগেই তৈরি হয়েছে, জিপার লাগানো পকেটে এএসপি ভরে নিল শুধু।

'আমার পিছু নিয়ে নিচে নামবে তুমি,' বলল মিলি। 'রেডি?'

প্যাসেজ হয়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এল ওরা, তারপর একটা চৌকাঠ পেরিয়ে টেরেসে এসে থামল। ডাগর চাঁদ আকাশে, তবে কালো ও পুরু কিছু মেঘও

আছে। লেকের চারপাশে বাতাস নেই, আছে পাঁচ কি ছয় হাজার ফুট ওপরে–দ্রুতগতি মেঘে প্রায়ই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চাঁদ। ছায়ার ভেতর থাকছে মিলি, নিঃশব্দে দ্রুত এগোচ্ছে। মেঘের কোল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এলেই দাঁড়িয়ে পড়ছে, দাঁড়াবার পর এক চুল নড়ছে না। বোটহাউসের পিছনে পৌঁছাতে প্রায় পাঁচ মিনিট লেগে গেল। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ উঠল দরজা খোলার সময়। নিস্তব্ধ রাতে ওই আওয়াজ বিস্ফোরণের মত লাগল ওদের কানে।

বোটহাউসে ঢুকে পেন্সিল টর্চ জ্বালল মিলি। চলাফেরা দেখে বোঝা গেল, এখানে আগেও সে এসেছে। পিছন দিকে হেলান দিয়ে রানার একটা হাত ধরল, টেনে নিয়ে এল পানিতে। চোখে গাঢ় অন্ধকার সয়ে আসতে জেট-স্কিগুলো দেখতে পেল রানা, মুরিং পয়েন্টে পানির সঙ্গে দোল খাচ্ছে। রানাকে ছেড়ে একটু পিছিয়ে গেল মিলি। পরমুহূর্তে শোনা গেল বোতাম টেপার আওয়াজের সঙ্গে মেটাল ডোর খোলার শব্দ। 'জেট-স্কি আগে কখনও ব্যবহার করেছ?'

'দু'একবার। ভয় নেই, পড়ে যাব না।'

'বসো একটায়,' বলল মিলি। 'এঞ্জিন স্টার্ট দাও।' পেন্সিল টর্চ জ্বেলে ফুয়েল ইন্ডিকেটর পরীক্ষা করল। 'সবগুলোই ভরা।'

দুটো এঞ্জিন একসঙ্গে জ্যান্ত হলো। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখতে পেল মিলির জেট পানির ওপর খাড়া হচ্ছে। চওড়া একটা বৃত্ত ধরে খোলা লেকে বেরিয়ে এল ওরা।

আর ঠিক এই সময় আবার সুযোগ পেয়ে হেসে উঠল চাঁদ। প্রথমে রানা বুঝতে পারল না চাঁদের আলো এত উজ্জ্বল হয় কি করে। বাতাসেও কি যেন একটা ছড়িয়ে পড়ল–ঠিক শব্দ নয়, যেন একটা অনুরণন; একটা টান টান উত্তেজনা; শোনা যায় না, তবে অনুভব করা যায়। রহস্যটা বুঝতে আরও দু'সেকেন্ড সময় লাগল রানার। লেকের স্থির পানিতে জোছনা নয়, ছড়িয়ে পড়েছে হ্যালুজেন সার্চলাইট বীম। অনুরণন বা প্রতিধ্বনি শোনার অনুভূতিটার কারণ হাই-পাওয়ারড্ বুলেট, দুই জেট-স্কির মাঝখানের বাতাস ফুটো করে ছুটে গেছে।

মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে পঞ্চাশ গজ দূরে মোটর লঞ্চটাকে দেখতে পেল রানা, জেট-স্কির চেয়ে গতি অনেক বেশি। ককপিটে টেমপারাদের একজন লোক, সম্ভবত রিচি, সেমি-অটোমেটিক উইপন দিয়ে থেমে থেমে এক পশলা করে ট্রেসার ছুঁড়ছে। আরও এক পশলা বুলেট ছুটে এল, সামনের স্টিয়ারিং বার-এর ওপর ঝুঁকে প্রায় শুয়ে পড়ল রানা, ঝাঁকটা ওদের জেট-স্কির মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবার পিছনে তাকাতে লঞ্চটাকে আগের চেয়ে কাছে দেখতে পেল রানা। এভাবে যে পালানো সম্ভব নয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এঞ্জিনের শক্তি আরও বাড়াল ও, বৃত্ত তৈরির জন্যে ডান দিকে ঘোরাচ্ছে স্টিয়ারিং বার। দূরত্ব বাড়ানো যখন সম্ভব নয়, কমিয়ে এনে শত্রুর সামনাসামনি হতে হবে।

জেট-স্কি কাত হতে শুরু করল। সারফেস নিরেট না হওয়ায় পানির তারল্য মেশিনটাকে গভীরে টেনে নেয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বিপদটা এড়াবার জন্যে ঘোরার জন্যে আরও বড় করতে হচ্ছে বৃত্তটাকে। পুরোটা নয়, অর্ধ বৃত্ত রচনা শেষ

হতেই সরাসরি সামনে মোটর লঞ্চটাকে দেখতে পেল ও। ইতিমধ্যে জিপার লাগানো পকেট থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে অটোমেটিকটা।

তিন পয়েন্টের মত দিক বদল করল মোটর লঞ্চ—সরাসরি রানার দিকে আসছে, তবে সার্চলাইট ধরে রেখেছে মিলির ওপর। দূরত্ব যখন ত্রিশ ফুট, আরও এক ঝাঁক ট্রেসার ছুটে আসতে দেখল ও, মেশিনটার বিপদসীমার মধ্যে টগবগ করে ফুটতে শুরু করল পানি।

প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাচ্ছে জেট-স্কি, এই অবস্থায় ছুটন্ত একটা টার্গেটকে এএসপি দিয়ে ঘায়েল করা প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে টার্গেটের হাতে সেমি-অটোমেটিক থাকায়; অবশ্য ঝড়ে বক পড়লে আলাদা কথা। দ্রুতগতি জেট-স্কির স্টিয়ারিং এক হাতে ধরেছে ও, অপরহাতে ধরা এএসপি তাক করল, ট্রিগার টানল পরপর চারবার। হুইল ধরা লোকটা চিৎকার করে সতর্ক হতে বলছে। গুলি করার সময় জেট-স্কির নিয়ন্ত্রণ হারাল রানা। রিচির দু'হাত ওপরে উঠল, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। তারপরই পা হড়কাল, শরীর পাক খাচ্ছে, কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে পানিতে।

জেট-স্কির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা, দেখল মোটর লঞ্চ এখনও সরাসরি ওর দিকে ছুটে আসছে, স্পীড আগের চেয়েও বেশি। এঞ্জিনের শক্তি বাড়িয়ে দিক বদল করল রানা, লঞ্চের বো কয়েক ফুট দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দুলে উঠে নিরেট পাঁচিলের মত চোখে-মুখে আঘাত করল পানি।

আবার একটা বৃত্ত তৈরি করছে রানা, লঞ্চটাকে ধাওয়া করবে। দূরত্ব যখন বিশ ফুট, গুলি করল ছ'টা, কোন বিরতি ছাড়াই। অন্তত একটা বুলেট লঞ্চের গা ফুটো করে দিয়েছে। বুলেট তো নয়, ভেলোসিটির কারণে লাল এক টুকরো আগুন বললেই হয়; মজাই হত যদি ফুয়েল ট্যাংক ফুটো করতে পারত।

এঞ্জিন ও বিস্ফোরিত পানির আওয়াজকে ছাপিয়ে ভোঁতা একটা শব্দ হলো, উঠে এল যেন লেকের গভীর তলদেশ থেকে। যা ঘটলে মজা লাগত রানার, তাই ঘটে গেছে। অকস্মাৎ গ্যাস ট্যাংক জ্বলে উঠল, বিস্ফোরিত হলো প্রকাণ্ড একটা আগুন, লাফ দিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইল কমলা শিখা, নিচের দিকটা কুঁড়ি আকৃতির, লাল পাপড়ি মেলছে চারধারে। শক ওয়েভের ধাক্কায় জেট-স্কি সহ শূন্যে উঠল রানা, কাত হয়ে যাচ্ছে—পানির স্প্রে কাত হওয়াটা থামিয়ে সিধে করল মেশিনটাকে, ওর চারপাশে বৃষ্টির মত খসে পড়ছে কাঠ আর ধাতব আবর্জনা।

জেট-স্কির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার পর দেখা গেল জ্বলন্ত লঞ্চটা ওর কাছ থেকে একশো গজ দূরে। অগ্নিশিখার ভেতর দিয়ে আরও পঞ্চাশ গজ দূরে দেখা যাচ্ছে স্থির দ্বিতীয় জেট-স্কি ও মিলিকে। থ্রটল ওপেন করে সেদিকে ছুটল রানা, মিলিকে হাত নাড়তে দেখে পরম স্বস্তি বোধ করল। বিসিআই এজেন্ট ইঙ্গিতে পিছু নিতে বলছে।

লেকের কিনারায় পৌঁছাতে ত্রিশ মিনিট লাগল ওদের। ইতিমধ্যে আরও একবার মুখ লুকিয়ে ছিল কালো ঘোমটায়, সেটা খসিয়ে আবার বেরিয়ে এল চাঁদ। দ্রুত তীর, গাছ আর ঝোপগুলোকে কাছে সরে আসতে দেখল রানা। মিলি পথ দেখাচ্ছে, সে সম্ভবত এখুনি পারে উঠতে চায়। কিন্তু না, শেষ মুহূর্তে দিক

বদলাতে তার পিছন থেকে খালের মুখ দেখতে পেল রানা। ভেতরে ঢোকার সময় দু'জনেই স্পীড কমিয়ে আনল, খালের দু'পাশ থেকে পানির দিকে ঝুঁকে আছে ডালপালা, দুই তীরের মাটিতে ঘাস দেখা গেল।

বেশি দূর যায়নি ওরা, সামনের দিক থেকে ভারী এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। মিলির সঙ্কেত পেয়ে তীরের দিকে সরে এসে জেট-স্কি থামাল রানা, তারপর এঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

সংখ্যায় দুটো, গতি খুব বেশি হওয়ায় বো-র দু'দিক থেকে পানির পাঁচিল তৈরি হচ্ছে, মাঝে মধ্যে হর্ন বাজিয়ে জানান দিচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব, ঘনঘন জ্বলছে-নিভছে লাল ওয়ার্নিং লাইট: একজোড়া পুলিস পেট্রল বোট, কি দুর্ঘটনা ঘটল দেখার জন্যে লেকে বেরিয়ে গেল। লঞ্চের আগুন এখনও নেভেনি, নৌ-পুলিসের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ, ফলে খালের কিনারায় জেট-স্কিগুলো তাদের চোখেই পড়ল না।

'আলো,' বলে আবার রওনা হলো মিলি। পিছু নিল রানা। গতি বেশি নয়, হেডলাইটের আলোয় খালের সামনেটা এখন পরিষ্কার। পনেরো মিনিট পর টি-জাংশনে পৌঁছাল ওরা, বাম দিকে বাঁক নিয়ে রওনা হলো ভায়ারেগিয়ো বন্দরের দিকে।

মেইন চ্যানেলে ঢোকার সময় কেউ ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করল না। ব্রেকওয়াটার পার হয়ে এসে ডানদিকে ঘুরল ওরা, অনুভব করল সাগর ফুলে-ফেঁপে উঠছে। ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠা-নামা শুরু করল জেট-স্কি। মিলিকে অনুসরণ করে তীরের দিকে সরে এল রানা। সামনে উপকূলীয় শহরের আলো।

শহরের দিকে বেশি দূর যেতে হলো না, তার আগেই পাইন বনের মিষ্টি গন্ধ ঢুকল নাকে। সরু একটা সৈকতের দিকে এগোবার সময় এঞ্জিন বন্ধ করে দিল ওরা। ঢাল বেয়ে জঙ্গলে উঠে এল, সোজা পথে থাকার জন্যে রানাকে আঁকড়ে ধরে হাঁটছে মিলি। বনভূমি অন্ধকার, এক কানা আরেক কানাকে পথ দেখাচ্ছে! বিশ গজও এগোয়নি, বাতাসে ফিসফিস করল কেউ, 'বন্ধু?'

রানাকে নিয়ে বসে পড়ল মিলি, অস্ফুটে বলল, 'ঘনিষ্ঠ।'

একজোড়া টর্চ জ্বলল, তবে সরাসরি তাক করা হয়নি। দু'জন লোক, নিজেদেরকেই আলোকিত করল তারা। দু'জনের একই পোশাক। স্ল্যাকস, রোলনেকস, স্পোর্টস কোট। দুজনই লম্বা। একজন ছয় ফুট দুই তো হবেই। অপরজন পাঁচ ফুট দশ কি এগারো। দু'জনেই কালো।

বেশি লম্বা লোকটা বলল, 'চলো, গাড়িতে উঠি।'

তাদের পায়ের আওয়াজ অনুসরণ করে এগোল ওরা, কারণ টর্চ নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। গাড়িটা লম্বা ও গাঢ় রঙের, কিন্তু কি গাড়ি বোঝা গেল না। কম লম্বা লোকটা ওদের সঙ্গে ব্যাক সীটে চড়ল, অপরজন বসল ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভারের চেহারা এখনও দেখতে পেল না, বুঝল, পরেও দেখতে পাবে না।

'আমি নিক,' ওদের সঙ্গে বসা লোকটা বলল। 'দু'ঘণ্টার ড্রাইভ। চাইলে শুধু কফি খাওয়াতে পারব।'

ঠাণ্ডা লাগছে রানার। 'ব্ল্যাক উইথ নো শুগার,' বিড়বিড় করল ও।

'আমারও,' বলল মিলি।

'কোন প্রশ্ন না করলেই খুশি হব,' বলল নিক। 'কারণ উত্তর দিতে পারব না।' ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালল সে।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। ঝুঁকি নিয়ে লাভটা কি হলো? গাড়ি বোমায় নিহত মেয়েটা সাবলিমা ছিল না, কিন্তু তার মানে এ না-ও হতে পারে যে সাবলিমা বেঁচে আছে। আর বেঁচে যদি থাকেও, টেমপারাদের ভিলায় তাকে রাখা হয়নি। হেনার প্রতি অনারিয়োর দুর্বলতা আছে, এতটাই বিশ্বাস করে যে পারিবারিক বৈধ-অবৈধ ব্যবসার সমস্ত ডকুমেন্ট তার হাতে পড়তে দেয়, অথচ সেই হেনাকেও জানায়নি যে সাবলিমা মারা যায়নি বা কোথায় তাকে রাখা হয়েছে। এমন কি অনারিয়োর স্ত্রী এলিনাও কিছু জানে না, জানলে মিলিকে বলত সে।

হেনাকে কি বিপদের মধ্যে ফেলে এল কে জানে। মিলি আগেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল, তা না হলে তাকেও ভিলা থেকে বের করে আনা যেত। মিলি সম্ভবত হেনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। তবে হেনা যদি টেমপারাদের দলে নাম লিখিয়ে না থাকে, ভবিষ্যতে তার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

টেমপারাদের সঙ্গে ব্রাদার্স অভ দা লাস্ট ডেইজ-এর সম্পর্কটাও পরিষ্কার হয়নি। বোল্ড প্রথমে গোটা আমেরিকান সমাজকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে চায়, অর্গানাইজড ক্রাইমের নির্মম রীতি-নীতি অনুসরণ করে সর্বস্তরের নাগরিককে সুখী করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তারা।

এফবিআই ও সিআইএ ওকে দিয়ে যে কাজটা করাতে চেয়েছিল, ও সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে–টেমপারা ভাইদেরকে আমেরিকায় আসতে প্ররোচিত করা যায়নি। তাদেরকে আমেরিকায় আনা সম্ভব হলে তারাই এফবিআই আর সিআইএকে পথ দেখিয়ে বোল্ডের মূল আস্তানা আর লীডারের কাছে নিয়ে যেত। ডানকান হিউবার্ট আর হিল প্রক্টরের এই প্ল্যানটা খুব একটা বাস্তব বলে মনে হয়নি রানার। মুখ ফুটে কথাটা বলেনি এই কারণে যে ওদের প্ল্যান সফল করার জন্যে টেমপারাদের ভিলায় যায়নি রানা, গিয়েছিল নিজের গরজে–সাবলিমাকে উদ্ধার করে আনতে।

এ-সব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙাল মিলির ডাক ও স্পর্শে। 'ওঠো, রানা, আমরা পৌঁছে গেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে ঘুম তাড়াল রানা, হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা খামার-বাড়ির উঠানে। মেইন রোড থেকে এলাকাটা অনেক দূরে। নিক ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা দরজার দিকে নিয়ে এল।

দরজা খুলে দিল রানা এজেন্সির একজন অপারেটর। 'ভেতরে, জলদি!' এক পাশে সরে মিলিকে প্রথমে ঢুকতে দিল রানা, তারপর নিজে ঢুকল। বড় একটা ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন। আগুনটাকে ঘিরে কয়েকটা ইজি চেয়ার, তার একটায় বসেছিল একজন, লাফ দিয়ে সিধে হলো, ছুটে এসে এক হাতে বুকে টেনে নিল রানাকে। 'দোস্ত! দোস্ত···' আবেগে আর কিছু বলতে পারছে না।

'দূর গাধা, আমার তো কিছুই হয়নি!' এই আদর, ভালবাসা আর ব্যাকুলতা রানার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়, তবু চোখ দুটো ভিজে উঠল। 'ছাড়, সোহেল—তোর সঙ্গে জরুরী অনেক কথা আছে।'

ছয়

কাপড় পাল্টাবার জন্যে দোতলার দুটো কামরায় পৌঁছে দেয়া হলো ওদেরকে। রানা একটা সুটকেস পেল, খুলতে দেখা গেল লন্ডন থেকে আনা ওরই কয়েক সেট ড্রেস রয়েছে ভেতরে। বোঝাই যায়, সোহেলই আনিয়ে রেখেছে। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে নিচে নেমে এল ও, দেখল ওর আগেই নেমে এসে একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে মিলি। কি ঘটেছে জিজ্ঞেস করতে হলো না, ধীরেসুস্থে নিজের বক্তব্য শুরু করল সে। তার কথা শেষ হতে রানাও সোহেলকে মৌখিক রিপোর্ট করল।

ওরা থামতে সোহেল বলল, 'না, রানা, তোর সঙ্গে আমি একমত নই—মিশনের প্রথম পর্বটা ব্যর্থ হয়নি। টেমপারারা তোকে একটা কনট্যাক্ট দিয়েছে—মাইলস। তোর বান্ধবী সাবলিমাকে এই জেনারেল খুন করে থাকলে আমি একটুও আশ্চর্য হব না।'

'বলছিস মিশন ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু ভেবে দেখ হেনাকে আমরা কিসের মধ্যে ফেলে এলাম!'

'হেনার কাভার এখনও অটুট আছে, রানা,' বলল সোহেল। 'সম্ভাব্য সব রকমভাবে হেনা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে ওরা, এফবিআই আগে থেকে সতর্ক থাকায় তার কাভারে কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর পায়নি। এমন কি টেমপারাদের দু'জন লোক হেনার মা-বাবার সঙ্গে দেখাও করে এসেছে ক্যানসাসে গিয়ে, জেনে এসেছে হেনা সেখানে ছিল—যদিও সত্যি সত্যি ছিল না। ক্যানসাস সিটি ফ্লাইটে তার সঙ্গে তোর দেখা হওয়ায় হেনাকে তারা সন্দেহ করেছিল ঠিকই, কিন্তু খোঁজ নেয়ার পর সে সন্দেহ নিশ্চয়ই দূর হয়ে গেছে। ওদের টার্গেট ছিলি তুই আর মিলি। মিলির কাভার এলিনাই নষ্ট করে দিয়েছে, ওখানে তুই পৌঁছবার আগেই।

'এবার মিশনের দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে আলোচনা হওয়া দরকার,' বলল সোহেল। 'আমার হাতে সময় কম, বস্ যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাকে লন্ডনে ফিরে যেতে বলেছেন। জেনারেল ক্লাইড মাইলস সম্পর্কে ঠিক কি বলল ওরা তোকে, একটু খুলে বল দেখি।'

লাঞ্চের পর বলল, জেনারেল মাইলস তার কয়েকশো বা কয়েক হাজার লোক নিয়ে আইডাহোর পাহাড়ে আস্তানা গেড়েছে। অবসর নিলেও, যোদ্ধার ভূমিকা ত্যাগ করতে রাজি নয়।'

'তোকে কোন সাজেশন দেয়নি?'

'বলল তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করা উচিত। তারপর ফোন নম্বরও দিল। বলল, সাবলিমার খুনী হিসেবে মাইলসকেই তারা সন্দেহ করে।' দু'সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'একটা ব্যাপার ঠিক বুঝিনি আমি। ভিলায় আমাকে যদি খুন করারই প্ল্যান ছিল, তাহলে মাইলস সম্পর্কে তথ্য দিল কেন?'

মিলি জবাব দিল। 'এর মধ্যে জটিল কোন রহস্য নেই, রানা। একটাই কারণ, টেমপারারা অত্যন্ত সতর্ক। মাইলস হলো তাদের ব্যাকআপ। টেমপারাদের কাজের ধারাই এরকম–সব সময় সেকেন্ডারি একটা প্ল্যান তৈরি রাখে। জানত প্রথম প্ল্যানটা ব্যর্থ হতে পারে, সেজন্যে আগেই একটা টোপ দিয়ে রেখেছে।'

'মাইলস তাহলে তৃতীয় ব্যাকআপ,' বলল রানা। 'কারণ আমরা পালাতে পারি ভেবেই লেকে একটা লঞ্চ রেখেছিল ওরা।'

সোহেল বলল, 'টেমপারাদের এটা একটা সমস্যাই। বোল্ড-এর মত ওদের লোকজন দক্ষ নয়। বোল্ড-এর বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি সদস্য প্রাণ বাজি রেখে নির্দেশ পালন করে।'

'মাইলস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মানে?'

'টেমপারারা আমাকে বলতে চেয়েছে, মাইলস মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুগত, দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবক–তার বা তার বাহিনীর সঙ্গে বোল্ড-এর কোন সম্পর্ক নেই।'

'তাই তো বলবে। বাইরের কারও সামনে বোল্ড শব্দটা পর্যন্ত উচ্চারণ করবে না।' বড় করে শ্বাস টানল সোহেল। 'কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, বোল্ড-এর সঙ্গে জেনারেল মাইলসের অবশ্যই যোগাযোগ আছে। সবাই জানে মাইলস প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হতে চায়। বোল্ড-এর লক্ষ্যও কিন্তু তাই–সরকারের অংশ হওয়া। এই মিল কাকতালীয় হতে পারে না।'

মিলি বলল, 'সোহেল ভাই, রানা এখন কি করবে তা ঠিক করার আগে আপনি আমাকে বুদ্ধি দিন আমি কি করব। মি. হিল প্রক্টর জানেন আমি পালিয়ে আসব। আসতে যখন পেরেছি, রিপোর্ট করতে দেরি করলে আমাকে তিনি সন্দেহ করবেন।'

'এ নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' অভয় দিয়ে বলল সোহেল। 'মি. প্রক্টরের সঙ্গে আমার আগেও কথা হয়েছিল, জানতেন পালাতে পারলে আমাদের এই সেফ হাউসেই আসবে তুমি; দ্বিতীয়বার কথা হয়েছে টেলিফোনে, তুমি যখন কাপড় পাল্টাচ্ছিলে।'

'তিনি এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মিলি। 'আমার জন্যে কোন নির্দেশ নেই তাঁর?'

'সেটা জানাবেন রানা এখন কি করতে চায় শোনার পর।'

রানা বলল, 'আমার বিশ্বাস সাবলিমা এখনও বেঁচে আছে। অফিশিয়াল অনুমতি যদি না-ও পাই, তবু তাকে আমার উদ্ধার করতে যেতে হবে। আর ক্লু তো একটাই–জেনারেল মাইলস।'

সোহেল বলল, 'টেমপারাদের মৌচাকে ঢিল মারা হয়েছে। অন্তত তোকে

তো অবশ্যই একটা কামান বলে মনে করছে ওরা–বিরাট হুমকি। তোকে ধরার জন্যে ওরা দুই ভাই হয়তো আমেরিকায় ছুটবে। তাই বলছি, অপেক্ষা করে দেখলে হয় না?'

'না, হয় না,' বলল রানা। 'এখনও যদি সাবলিমাকে ওরা বাঁচিয়ে রেখে থাকে, এরপরে না-ও রাখতে পারে।'

সোহেলকে সিরিয়াস দেখাল। 'তোর প্ল্যানটা কি খুলে বল তো দেখি?'

'এখান থেকে আমি কাল রওনা হব,' বলল রানা। 'এই চেহারা নিয়েই যাব, ছদ্মবেশ নয়। রানা এজেন্সির দু'একজন এখানে যারা আছে তারাই আমাকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত কাভার দেবে, তার বেশি কিছু দরকার নেই। সানফ্রান্সিসকো থেকে স্পোকান-এ আমি একাই যাব।'

সোহেল বলল। 'তুই যাবিই, এটা ধরে নিয়ে আমি সিআইএ ও এফবিআই-এর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আমাকে কথা দিয়েছে, তোকে ওরা কাভার দেবে।'

'আইডাহোয় আমাদের কোন সেফ-হাউস আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে,' বলল সোহেল। 'একজন স্লীপার এজেন্টও আছে। কিন্তু তারপর, রানা? মাইলসের সঙ্গে দেখা করার পর?'

'সেটা এখনি কি করে বলি! আমি যাচ্ছি সে কি বলে শোনার জন্যে।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল সোহেল। 'কথাটা আমি বলছি, তবে ধরে নে এটা বসেরই নির্দেশ। তুই শুধু দুটো তথ্য জানতে যাবি। এক, টেমপারারা কি মাইলসকে দিয়ে প্লেনটা ধ্বংস করিয়েছে? দুই, বোল্ডের সঙ্গে মাইলসের যোগাযোগ আছে কিনা। তথ্যগুলো জানার পর তুই আর দেরি করবি না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার নাগালের বাইরে সরে আসবি। তারপর কি করা হবে, এফবিআই ও সিআইএ-র সঙ্গে বসে ঠিক করব আমরা।'

'তুই দেখছি সাবলিমার কথা ভুলে গেছিস!' হঠাৎ রেগে উঠল রানা।

'সরি,' বিড়বিড় করল সোহেল।

'আমার প্রথম কাজ হবে সাবলিমাকে উদ্ধার করা।'

'একার চেষ্টায়?' মাথা নাড়ল সোহেল। 'পাগলামি করিস নে, রানা।'

'তোর হাতে না সময় কম? দেরি করছিস, প্লেন মিস করবি না?' হাতঘড়ি দেখল রানা।

'মার্কিন এয়ারবেসে আমার জন্যে একটা মিলিটারি জেট অপেক্ষা করছে,' বলল সোহেল। 'আমার সঙ্গে সিআইএ-র একজন কর্মকর্তাও লন্ডনে বসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন।'

'কি ব্যাপার?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'অন্য একটা অ্যাসাইনমেন্টে একসঙ্গে কাজ করছে বিসিআই আর সিআইএ, এর বেশি তোর জানার দরকার নেই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।' মিলির দিকে তাকাল। 'সোহেলের কাছে মোবাইল আছে, তুমি প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নাও তোমাকে কি করতে বলে সে। কাল সকালে দেখা হবে।' সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল ও।

সকালে নক হলো দরজায়। ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে রানার নামতে ইচ্ছে করছে না। চোখ মেলে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, একটা হাত বালিশের তলায়। দ্বিতীয়বার নক করে ভেতরে ঢুকল মিলি। তার পিছনে আরও একজন রয়েছে। তাকে দেখেই ঝট করে উঠে বসল রানা।

'দুঃখিত, রানা,' বলল হিল প্রক্টর। 'ওরা মি. সোহেলকে ধরে নিয়ে গেছে।'

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল রানা, কি করছে নিজেও বোধহয় জানে না—প্রক্টরের বুকের কাছে শার্টটা মুঠোয় ভরে ঝাঁকাতে শুরু করল, 'কিভাবে? কখন?'

'রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট এইমাত্র ফিরে এসেছে,' বলল প্রক্টর। 'জখম গুরুতর নয়, তবে পায়ে আর হাতে তিনটে বুলেট লেগেছে। অকুস্থল থেকে হেঁটে ফিরে আসতে দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে তার। মি. সোহেলের গাড়ি এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে রাস্তার ওপর অ্যামবুশে পড়ে। তাঁর সঙ্গে তিনজন এজেন্ট ছিল, দু'জন মারা গেছে—হাসান আর তৈমুর। গুলি খেয়ে পড়ে ছিল বিশাল, ওরা ধরে নেয় মারা গেছে। সে দেখেছে মি. সোহেলকে গাড়ি থেকে টেনে বের করেছে ওরা, তারপর একটা অ্যামবুলেন্সে তুলে নিয়ে চলে গেছে। গাড়িটাকে দাঁড় করানো হয়েছিল একটা রোড ব্লকে। সব মিলিয়ে ছয়জন ছিল ওরা। যাবার আগে ফুয়েল ট্যাংক ফুটো করে দেয়, বিশালকে তাই হেঁটে আসতে হয়েছে...'

প্রক্টরকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল রানা।

টাইয়ের নট ঠিক করে নিয়ে প্রক্টর আবার বলল, 'আমি কাছাকাছিই ছিলাম, মিলির ফোন পেয়ে ছুটে এসেছি। লন্ডনে খবর পাঠানো হয়েছে, তোমার বস্ বিসিআই-এর দু'জন এজেন্টকে পাঠাচ্ছেন...'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিচে আসছি,' বলে বাথরুমের দিকে এগোল রানা, মিলির দিকে ভুলেও একবার তাকাল না।

সাত

কারও মানা শুনল না রানা, বলল, 'কাভার আর সিকিউরিটির নিকুচি করি, দেখি কে আমাকে যেতে বাধা দেয়!' সেফ-হাউস থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে উঠল প্রক্টরের গাড়িতে। ড্রাইভার হকচকিয়ে গেছে, তাকে আরও ঘাবড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই তো বিশালকে ক্লিনিকে রেখে এসেছ?' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'ধন্যবাদ। ওখানে নিয়ে চলো আমাকে।' ড্রাইভার ইতস্তত করছে, এই সময় প্রক্টর আর মিলি ছুটে বেরিয়ে এল, প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসল গাড়িতে।

'হ্যাঁ, চলো, ক্লিনিকেই চলো,' ড্রাইভারকে বলল প্রক্টর। আড়চোখে দেখল রানার কোলে এএসপি অটোমেটিকটা পড়ে রয়েছে।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়তে মিলি বলল, 'ইটালিয়ান পুলিসকে কিছু জানানো হয়নি। ক্লিনিকটা পাদ্রীরা চালায়, তারা পুলিসকে রিপোর্ট করবে না।'

বনভূমি থেকে বেরুতে পাঁচ মাইল গাড়ি ছোটাতে হলো, তারপর পাহাড়ী পথ ধরে আরও পাঁচ মাইল যাবার পর ক্লিনিকে পৌঁছাল ওরা। একটা কেবিনে রাখা হয়েছে বিশালকে। 'ওর সঙ্গে একা কথা বলব আমি,' বলে ভেতরে ঢুকল রানা, ঢোকার পরপরই শুনতে পেল প্রস্টরের পকেটে মোবাইল ফোনটা পিপ্ পিপ্ করছে।

রানাকে দেখে বিছানায় উঠে বসল বিশাল। 'মাসুদ ভাই…,' আর কিছু বলতে পারল না, নিঃশব্দে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

ইতিমধ্যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে রানা–চেহারায় কাঠিন্য, চোখে শীতল দৃষ্টি কথা না বলে প্রথমে বিশালের ব্যান্ডেজগুলো পরীক্ষা করল ও। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। বেডের পায়ের কাছে ঝোলানো ডাক্তারী রিপোর্টটার ওপর চোখ বোলাল দ্রুত। বিশালের ক্ষতগুলো গভীর নয়, ভেতরে কোন বুলেটও ছিল না তবে প্রচুর রক্ত দিতে হয়েছে তাকে।

'কাঁদছ কেন?' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'কি হয়েছে বলো আরেকবার।'

'কাঁদছি নিজের বোকামির জন্যে, মাসুদ ভাই,' চোখ মুছে বলল বিশাল। 'গাড়িটা আমিই চালাচ্ছিলাম। রোড ব্লকটা ইচ্ছে করলে ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু অ্যামবুলেন্স দেখে ভাবলাম নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে গাড়ি থামিয়ে নামছি, এই সময় গুলি করল ওরা আমাকে…'

'বিদ্যুৎ আর তৈমুর মারা গেল কিভাবে?'

'দু'পাশ থেকে জানালার কাঁচ ভেঙে ভেতরে পিস্তল ঢুকিয়ে দেয় খুনীরা, গুলি করেছে মাথায় মাজল ঠেকিয়ে…'

বিশ মিনিট পর কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। ভেতরে ঢোকার আগে দরজার দু'পাশে দু'জন লোককে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, এখনও তারা সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। 'প্রস্টর আর মিলি কোথায়?' তাদেরকেই জিজ্ঞেস করল।

'বস্ মিস মিলিকে নিয়ে আপনার জন্যে গাড়িতে অপেক্ষা করছেন, মি. রানা।'

গাড়িতে ফিরে এসে প্রস্টরকে রানা বলল, 'সোহেলকে উদ্ধার করাই আমার প্রথম কাজ। তুমি একটা ভুল করেছ, প্রস্টর। খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইটালিয়ান পুলিস আর ইন্টেলিজেন্সকে রিপোর্ট করা উচিত ছিল। ওদের সাহায্য ছাড়া কিভাবে আমি জানব সোহেলকে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা?'

'আগে তুমি শান্ত হও, প্লীজ,' বলল প্রস্টর। 'পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখন তোমাকে ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'মানে?'

'তুমি বিশালের কেবিনে ঢোকার পর আমার ফিল্ড এজেন্টরা রিপোর্ট করেছে আমাকে,' বলল প্রস্টর। 'আজ সকাল সাতটায় একটা এয়ার অ্যামবুলেন্স ল্যান্ড

করেছে পিসায়–কনভার্টেড লীয়ার জেট–রোড অ্যাক্সিডেন্টে আহত একজন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীকে তুলে নেয়ার জন্যে। অন্তত গল্পটা ওরা এভাবেই সাজিয়েছে। এয়ার অ্যামবুলেন্সকে লন্ডনে যাবার ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়া হয়, কিন্তু পরে জানা গেছে ফ্লাইট প্ল্যান বদলে রোমে ল্যান্ড করে ওটা, ইমার্জেন্সী ট্যাংকে ফুয়েল ভরে নতুন ফ্লাইট প্ল্যান অনুমোদন করায়। রোম থেকে ওয়াশিংটন স্টেট-এর সিয়াটলে যাচ্ছে ওটা। বলা হয়েছে রোগীর স্পেশাল চিকিৎসা দরকার, এবং তা শুধু ওখানকার একটা হসপিটালেই পাওয়া যাবে।'

'রোগী সোহেল কিনা বুঝব কিভাবে?'

'আমার ফিল্ড এজেন্টরা টেমপারাদের একজন বডিগার্ডকে চিনতে পেরেছে, রোগীর মেইল নার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল।'

'তাহলে তো সিয়াটলেই ওদেরকে ধরা যায়,' বলল রানা। 'এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই পৌঁছাতে পারেনি।'

'এয়ার অ্যামবুলেন্সের রেডিও আওয়াজ করছে না। কোন রাডারেও এখন পর্যন্ত ওটা ধরা পড়েনি। আমাদের মিলিটারি জেটগুলো ইউএসএ ও কানাডায় ঢোকার সম্ভাব্য সবগুলো এয়ার রুটের ওপর নজর রাখছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রিপোর্ট করার মত কিছু দেখেনি।'

'তা কি করে হয়! ওদিকেই কোথাও আছে প্লেনটা।'

'থাকারই কথা, যদি না দুঃখজনক কিছু ঘটে থাকে,' ম্লান সুরে বলল প্রক্টর।

গাড়ির ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। দুঃখজনক বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সবাই তা জানে। সেরকম কিছু ঘটেছে বলে সন্দেহ করতে রাজি নয় কেউ।

রানা কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে প্রক্টর। প্রায় দু'মিনিট নড়ল না রানা, পাথরের মূর্তি হয়ে বসে থাকল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আমাকে পিসায় পৌঁছে দাও, প্রক্টর। আগের প্ল্যান ধরেই এগোই আমি। টেমপারারা আমাকে মাইলসের কাছে যেতে বাধ্য করতে চায়। টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যেই সোহেলকে কিডন্যাপ করেছে ওরা।'

'আই রেসপেক্ট ইওর ডিসিশন,' নরম সুরে বলল প্রক্টর।

'মি. প্রক্টর,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল মিলি, 'ওকে বলুন ওর বস্ কি বলেছেন।'

'ও, হ্যাঁ, লন্ডন থেকে মি. রাহাত খান ফোন করেছিলেন। তুমি বিশালের কেবিনে রয়েছ শুনে মেসেজটা আমাকেই জানাতে বললেন।'

'কি মেসেজ?'

'সোহেলকে যে বা যারাই কিডন্যাপ করে থাকুক, তিনি দেখতে চান তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছে।'

রোমের পথে আকাশে মিলির হাত ধরে থাকল রানা, বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসায় বিষণ্ণতা অনুভব করছে। তবে এ-ও ঠিক যে এটাই তো ওর জীবনধারা। কালো অন্ধকার এক রাতে পর্যটকদের মত নারী ও পুরুষরা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দেখা হয়, পরস্পরের সহানুভূতি পায়, তারপর আবার যে যার পথে

বেরিয়ে পড়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের জীবন। মাঝে মধ্যে–ডালেস এয়ারপোর্টে সাবলিমার ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল–আবার তাদের দু'একজনের সঙ্গে দেখা হলে পুরানো আবেগ উথলে ওঠে, দু'জনেই অনুভব করে অতীতের সেই তীব্র আকর্ষণ। এ-সব ক্ষেত্রে নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করে তারা, বিচ্ছিন্ন হবার পর সময়টা কিভাবে কেটেছে পরস্পরকে জানায়–কিন্তু না, এটি আবার সাবলিমার ক্ষেত্রে ঘটেনি।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে নামার বেশ খানিক আগে, তখনও সীট বেল্ট সাইন জ্বলেনি, বিদায় ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মিলিকে প্রথমে একটা হ্রস্ব, তারপর মিলি সাড়া দিতে দীর্ঘ আরেকটা চুমো খেলো রানা, কানে ফিসফিস করে শোনাল দা সঙ অভ সলোমন–'বিহোল্ড, দাউ আর্ট ফেয়ার, মাই লাভ; বিহোল্ড, দাউ আর্ট ফেয়ার।' মিলির ভেজা ভেজা চোখে মূল্যবান কিছু হারাবার বেদনা ফুটে উঠল, লক্ষ করে বিষণ্নতা আরও বাড়ল রানার। দু'জন প্রায় একই সঙ্গে পরস্পরকে ছেড়ে দিল, কেউ আর কারও দিকে তাকাল না। একটু পর প্লেন যখন ল্যান্ড করল, প্রথম সারির আরোহীদের সঙ্গে নেমে গেল রানা। পিছন ফিরে তাকায়নি বা শেষ একবার দেখে নেয়ার কোন চেষ্টাও করেনি।

পরবর্তী প্লেন এক ঘণ্টা পর। লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে রানা, লাউডস্পীকারে ডাকা হলো ওকে–লন্ডন থেকে ফোন এসেছে।

সান ফ্রান্সিসকোর পথে আকাশে উঠে খেলো রানা, সীটে হেলান দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমাল। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিল, হিলটনে উঠে স্বনামেই বুক করল স্যুইটটা। প্লেনে, হোটেলে আসার পথেও, বুঝতে পারল অন্তত দু'জন লোক ওর সঙ্গে আছে। ও ধারণা করল, একজন সম্ভবত প্রক্টরের এজেন্ট, সে সামনে আছে; পিছনের লোকটা হয় টেমপারা নয়তো বোল্ড-এর কেউ হবে।

স্যুইটের দরজা বন্ধ করে ব্রিফকেস থেকে শুধু এএসপি অটোমেটিক আর হোলস্টারটা বের করল রানা। অটোমেটিক ভরা হোলস্টার ক্লিপ দিয়ে কোমরের বেল্টে আটকাল, নিতম্বের ডান দিকে। কালো সিকিউরিটি পার হবার সময় ব্রিফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টে আবার এগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে, জানে ও। কিন্তু যতক্ষণ মাটিতে আছে, নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে রাজি নয়।

হোটেলের স্যুইট থেকেই স্পোকেন-এর মর্নিং ফ্লাইট বুক করল রানা। হিল প্রক্টর একটা নম্বর দিয়েছে ওকে, একহাতে কফির কাপ নিয়ে অপর হাতে ডায়াল করল। কথা হলো সংক্ষিপ্ত।

'আমি পৌঁছেছি,' বলল রানা।

'খুশি। এবং শুভেচ্ছা।'

'খবর?'

'হ্যাঁ, আমাদের ধারণা ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত ক্যানাডাতেই ল্যান্ড করেছেন।'

'বহাল তবিয়তে?'

'আর কোন তথ্য নেই। কে বলতে পারে, তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে।' লাইনের অপরপ্রান্ত বোবা হয়ে গেল।

পরদিন সকাল আটটায় স্পোকেন-এ ল্যান্ড করল রানার ফ্লাইট। এক ঘণ্টা

পর একটা ফোর্ড টরাস নিয়ে রওনা হলো। রেন্ট-আ-কার হার্টস অন্য কোন গাড়ি দিতে পারেনি। ইন্টারস্টেট নাইনটি ধরে আরেক রাজ্যে চলে এল, আইডাহোয়।

লেকের ধারে চোখ জুড়ানো একটা রিসর্ট-এ থামল রানা, পাবলিক কল বক্স থেকে টেমপারাদের দেয়া নম্বরে ডায়াল করল। রিঙ হলো বেশ অনেকক্ষণ, তারপর ক্লিক করে একটা শব্দ ঢুকল কানে, যেন কলটা নিজ থেকেই আরেক লাইনে চলে গেল।

'সহকারী,' নীরস কণ্ঠস্বর, যেন খুব ব্যস্ত।

'জেনারেল ক্লাইড মাইলসের সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার।' লাইনে কোন শব্দ নেই, দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে রানা।

খানিক পর চাপা গর্জনের মত একটা আওয়াজ ভেসে এল, 'মাইলস।'

'আমি টেমপারা ভাইদের একজন বন্ধু। আমাদের দেখা হওয়া দরকার। যদি সম্ভব হয় আজই।'

'ফিল্ডে আমি একটা ট্যাকটিকাল এক্সারসাইজ পরিচালনা করছি,' হুঙ্কার ছাড়ল মাইলস।

'তবু আমাদের সাক্ষাৎ হওয়াটা জরুরী।'

'আধ ঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারব না। পেন্সিল?'

'হ্যাঁ।'

'ম্যাপ রেফারেন্স···' কয়েকটা সংখ্যা আওড়ে গেল জেনারেল, পুনরাবৃত্তি করে নিশ্চিত হয়ে নিল রানার লেখায় ভুল হয়নি। 'আজ পনেরোশো ঘণ্টায়।' ক্লিক করে ডেড হয়ে গেল লাইন।

গাড়িতে ফিরে এসে ম্যাপের ভাঁজ খুলল রানা। ম্যাপ রেফারেন্স অনুসারে ওই জায়গা একটা গোরস্থান। এর মধ্যে কি পরিণতির কোন আভাস আছে, নাকি কোন সতর্কসঙ্কেত? গাড়িতে বসে লেকের শান্ত পানি আর বিশৃঙ্খল পাহাড়গুলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ও। অভিযান শুরু করার বা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে আরও একবার নিজ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিবেচনা করে দেখছে। টেমপারারা ইউরোপ থেকে আমেরিকায় ড্রাগস পাচার করছে, বোল্ড ক্রাইমের সাহায্যে বিশুদ্ধ করতে চাইছে মার্কিন সমাজকে–দুটোই এফবিআই আর সিআইএ-র সমস্যা, ও জড়িয়ে পড়তে না চাইলে বিবেক প্রতিবাদী হয়ে উঠত না। কিন্তু ব্লু বার্ড বোয়িঙের সাড়ে চারশো আরোহীকে খুন করেছে ওরা, যে বোয়িঙে ওরও থাকার কথা ছিল কাজেই ওকে জানতে হবে কে বা কারা দায়ী। আরও আছে নিকি সাবলিমার ঋণ শোধ করার দায় সবশেষে যোগ হয়েছে সোহেলকে উদ্ধার করার এবং রানা এজেন্সির তিন এজেন্টের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার দায়িত্ব।

জঙ্গলের পথ ধরে গাড়ি ছোটাল রানা। বিশ মাইল পর সামনে পড়ল একটা মোড়, ডান দিকের রাস্তায় পাওয়া গেল একটা লগ বিল্ডিং, কপালে লেখা রয়েছে–'বিলি জেফ'স লেয়ার' তার নিচে ঘোষণা দেয়া হয়েছে দুনিয়ার সেরা স্টেক পাওয়া যায়

জ্যাকেটের কিনারা থেকে বহুরঙা ফিতে ঝুলছে, ছোট স্কার্ট, কাউবয় বুট, হ্যাট ঝুলে আছে গলার পিছনে; সবাই তারা মেয়ে, প্রত্যেকের হাতে স্টেক ভর্তি ট্রে। দোরগোড়া থেকে ডান দিকে বার দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল রানা, একটা টুলে বসে বিয়ার চাইল। একটা ক্যান ঠেলে দিয়ে বারম্যান জানতে চাইল গ্লাস লাগবে কিনা।

'আমার লাগবে,' একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। জিনস ও সাদা পপলিনের শার্ট পরা এক মেয়ে বসল ওর পাশের সীটে। আমেরিকান, প্রায় ছ'ফুট লম্বা, তবে হাড্ডিসার নয়। চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে মেয়েটা, শুধু ভুলেও রানার দিকে নয়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চিতে ফোন করে বস্ ওকে একটা মেসেজ দিয়েছেন, 'বিলি জেফ'স লেয়ারে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বিসিআই-এর একজন স্লীপার এজেন্ট। এলাকা সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে তার।' পরস্পরকে ওরা কিভাবে চিনবে তা-ও বলে দিয়েছেন তিনি। কে জানে এই মেয়েটিই সেই স্লীপার কিনা। লক্ষণ দেখে তো মনে হচ্ছে না।

'দেব?' জিজ্ঞেস করল একজন ওয়েট্রেস, হাতের ট্রেতে স্তূপ হয়ে আছে স্টেক।

'হ্যাঁ,' পাশের টুল থেকে বলল মেয়েটি। 'দুটো।'

ওয়েট্রেস প্রথমে মেয়েটির দিকে, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। দুটো স্টেক, দুটো প্লেট—একটা মেয়েটির সামনে রাখা হলো, আরেকটা রানার সামনে। 'না, কেন, আমার তো লাগবে না···' শুরু করল রানা।

পাশের মেয়েটি এতক্ষণে তাকাল রানার দিকে। 'রানা, এ তোমার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ! মানলাম কয়েক বছর দেখা হয়নি, তাই বলে পাশে এসে বসলেও চিনতে পারবে না···উফ, বিলিভ মি, আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করছে!'

'জেসি? জেসিকা?' রানা একাধারে বিমূঢ় ও সন্দিহান, তবে অভিনয়ের প্রয়োজনেই। 'সুইসাইড' শব্দটাই স্লীপারের কোড। নিজের কোড 'জেসিকা'।

'যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি,' বলে কড়ে আঙুল দিয়ে রানার নাক ঘষে দিল জেসিকা। 'পুরানো বন্ধুর স্ত্রীকে যে চিনতে পারে না, বিশেষ করে বন্ধু মারা গেছে খবর পাওয়ার পরও, তার সঙ্গে খাতির রেখে লাভই বা কি!'

হেসে ফেলল রানা। 'সে মারা যায়নি, জেসিকা। তুমি তাকে ডিভোর্স করেছ।'

'জীবন থেকে যাকে হারিয়ে ফেলেছি সে আমার কাছে মৃতই,' বলল জেসিকা। 'আজ বুঝলাম, তুমিও বেঁচে নেই।'

জেসিকার দেখাদেখি নিজের প্লেট নিয়ে একটা টেবিলে চলে এল রানা, স্টেকে ছুরি চালিয়ে বলল, 'এই দেখো, তোমার অর্ডার দেয়া স্টেক খেয়ে প্রমাণ করছি, আমি মরিনি।'

'মনে আছে, শেষবার যখন কফি খাই আমরা, বিলটা আমি দিয়েছিলাম?' লোকজনকে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করল জেসিকা। 'আজ তুমি আমাকে কফি

খাওয়াবে। অর্ডার দাও, দেখি তোমার মনে আছে কিনা কফিতে আমি দুধ-চিনি খাই কিনা।'

একজন ওয়েট্রেসকে ডেকে রানা বলল, 'ব্ল্যাক কফি, নো শুগার।'

কড়ে আঙুল দিয়ে রানার চিবুক ঘষল জেসিকা। 'যাও, মাফ করে দিলাম।'

'তোমার গাড়িটা কোথায়?' গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পার্কিং লটে,' ফিসফিস করল জেসিকা। 'কালো একটা পিক-আপ। এই জায়গাটাকে যথেষ্ট নিরাপদ ধরে নিতে পারো। দিন কয়েক পড়ে থাকলেও কেউ লক্ষ করবে না—অনেক গাড়িই থাকে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। মাইলসের সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা করার কথা?'

'জায়গাটার নাম মারী। একটা কবরস্থান।'

'মরোনি, তবে মরতে যাচ্ছ?' হেসে উঠল জেসিকা। 'ঠিক আছে, আমাকে চিনতে যখন পেরেছ, চেষ্টা করে দেখি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি কিনা।'

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে আট মাইল পেরিয়ে এল ওরা। 'এই জায়গার নাম কি জানো? ফোর্থ অভ জুলাই পাস,' বলল জেসিকা। সামনে পড়ল ছোট দুটো শহর—অসবার্ন ও সিলভারটন। ডবসন গিরিপথ থেকে বেরিয়ে যে রাস্তায় পড়ল সেটার নাম 'নাইন মাইল রোড'। বিকেল তিনটের খানিক আগে জেসিকার নির্দেশে বাঁক নিল রানা, ডার্ক রোড নামে সরু একটা গলিতে ঢুকল গাড়ি। 'সামনে কিং'স পাস পড়বে, ওটা পার হলেই গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাব আমরা।'

প্রাকৃতিক দৃশ্য আর জেসিকার ধারাবিবরণী উপভোগ করছে রানা। পাহাড়ের গায়ে ছোট শহরগুলো পাখিদের নীড় যেন, দূর থেকে দেখে মনে হয় শূন্যে ঝুলে আছে। তিনটে পনেরো মিনিটে আক্ষরিক অর্থেই একটা কবরস্থানে এসে থামল ওরা। রাস্তা থেকে ঢালটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে এক সারি গাছের দিকে, এই ঢালটাই কবরস্থান। নিয়মিত ঘাস কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে জায়গাটাকে।

রানার হাত ধরে টান দিল জেসিকা। 'এসো, দেখার মত অনেক কিছু আছে এখানে।' কবরগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। 'শুধু দেখলে হবে না, মনেও রাখতে হবে।' একটা মার্কার-এর দিকে আঙুল তাক করল সে, তাতে লেখা রয়েছে— " 'টঙ্ক'টনস্রেসি। হি ওয়াজ দা মডেল ফর মার্ক টোয়েন'স হাকলবেরি ফিন।" আরও বিচিত্র চরিত্র রয়েছে, তার মধ্যে একটা—মলি বি'ড্যাম, স্থানীয় এক বেশ্যা, উনিশশো আশি সালে মাইনারদের মধ্যে ভয়াবহ গুটিবসন্ত ছড়িয়ে পড়লে স্বেচ্ছায় এবং একাই তাদের শুশ্রূষা করেছিল। আরেকটা কবরের পাথরে লেখা রয়েছে—'এ-ও এক বেশ্যা, নাম টেরিবল এডিথ…'

বাকিটা আর রানার পড়া হলো না, শুনতে পেল দূরে কোথাও বাজ পড়ল। আকাশে তাকিয়ে দেখে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। চারদিকে চোখ বোলাল, তারপর জেসিকার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'বাজ?' জেসিকা কিছু বলার আগেই বুঝতে পারল, এ অন্য ধরনের বাজ। প্রলম্বিত গর্জন, সঙ্গে কর্কশ ও

যান্ত্রিক নিনাদ বা ধ্বনি, পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

তারপর দেখতে পেল রানা: গাছের মাথার ওপর আকাশে গাঢ় চকলেট রঙের তিনটে কাঠামো। দেখেই চিনতে পারল। স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার সামরিক এয়ারক্রাফট–একটা এএইচ-আইডব্লিউ কোবরা, খুব নিচে থাকায় টিওডব্লিউ মিসাইলগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; বাকি দুটো ওটার দু'পাশে মিল মি-এইটস, কোড নেম হিপ-এফ।

'জেনারেলের সময়জ্ঞান প্রখর,' বলল জেসিকা, জ্যাকেট সরিয়ে প্রকাণ্ড হোলস্টার থেকে ছোট অথচ ভীতিকর টেক-এইট মেশিন-গান বের করল।

'একজন স্লিপারের হাতে ওটা দেখে আমার কি অবাক হওয়া উচিত?' রানার মুখে গম্ভীর হাসি।

'সব ধরনের অস্ত্র চালাবার ট্রেনিং নেয়া আছে আমার। সঙ্গে কিছু থাকলে তুমিও হাতে রাখো, তারপর ওই গাছগুলোর দিকে ছোটো।' জেসিকা হাসছে না। 'জেনারেল মাইলস সম্পর্কে যতটুকু জানি, প্রথমে সে গুলি করে, তারপর প্রশ্ন।'

গাছগুলো যেন প্রবল ঝড়ে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ঝড়টা তুলছে হেলিকপ্টারের রোটর; ওগুলোর পিছনে ল্যান্ড করল। যান্ত্রিক গর্জনে কান পাতা দায়, জেসিকার হাত ধরে ওদিকেই ছুটল রানা, গাছের ভিড়ে গা ঢাকা দিল।

মোটা একটা কাণ্ডের পিছনে গুঁড়ি মেরে বসে কান পেতে থাকল ওরা। হেলিকপ্টার থেকে নেমে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছে লোকগুলো। একটা গলা চিনতে পারল রানা–কণ্ঠস্বর তো নয়, যেন বাঘের গর্জন, টেলিফোনে যেমনটি শুনেছে। 'রানা? মাসুদ রানা, কোথায় তুমি? বোকার মত কিছু না করে ভালয় ভালয় বেরিয়ে এসো। আমার চপারে তোমার বন্ধুকে বসিয়ে রেখেছি।'

আর কোন শব্দ নেই, শুধু পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অত্যন্ত সাবধানে কাণ্ডের আড়াল থেকে ডান দিকে উঁকি দিল রানা। জেনারেল মাইলস পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে, পরনে পুরোদস্তুর ব্যাটল ফেটিগ–অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তার সঙ্গে এম-সিক্সটিন থেকে শুরু করে উজি পর্যন্ত সব অস্ত্রই আছে: যাকে বলে পায়ের নখ থেকে নিয়ে মাথার চুল পর্যন্ত সশস্ত্র।

মাইলস ছয় ফুট দু'ইঞ্চির মত লম্বা, মুখ যেন প্রসেস করা লেদার। আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার সে হুঙ্কার ছাড়ল, 'তুমি আমাকে অপমান করছ, রানা। পন্টিয়ো আর অনারিয়োর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অনুরোধ করায় আমি তাদের একটা কাজ করে দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তারা তোমার লাশ দেখতে চায়, বন্ধু। কাজেই টেরিবল এডিথের পাশে তোমাকে দাফন না করে আমি ফিরছি না। কি, সোহেলকে? তাকে মলি বি'ড্যামের পাশে ঘুমাতে হবে, নিশ্চিত থাকতে পারো। ভয়ে কেঁপো না, সাহস করে বেরিয়ে এসে মৃত্যুটাকে সহজভাবে মেনে নাও, প্লীজ। কোন কাপুরুষকে মেরে আমি মজা পাই না।'

আট

'ক্রল করে,' ফিসফিস করল রানা, 'পিছু হটো। হেলিকপ্টারের দিকে।' ওদের পিছনে এখনও হাত নেড়ে গর্জন করছে জেনারেল মাইলস, গুলি ও বোমা ছুঁড়ে আড়াল থেকে রানাকে বের করে আনার নির্দেশ দিচ্ছে।

ক্রল করে পিছু হটছে ওরা, ঝোপ নড়ে ওঠায় গুলি হলো। মাইলসের লোকরা অনেক নিচে গুলি করছে, আওয়াজ শুনে বোঝা গেল ওদের কয়েক ফুট পিছনের ঝোপে আর মাটিতে লাগল বুলেটগুলো।

কয়েক সারি গাছ মোটা একটা রেখা তৈরি করছে, রেখার অপরপ্রান্তে পৌঁছে বোঝা গেল কি কারণে লোকগুলো ওপর দিকে গুলি করেনি। মোটা রেখা বা দাগের সরাসরি পিছনে, খুব অল্প জায়গার ভেতর, তিনটে হেলিকপ্টার তীরচিহ্ন তৈরি করে বসে আছে মাটিতে, রোটরগুলো গতি হারিয়ে স্থির হতে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই কোবরা গানশিপটাকেই ব্যক্তিগত বাহন হিসেবে ব্যবহার করছে মাইলস—রঙটা কুচকুচে কালো, বেঢপ ডানায় উইপন পড পুরোপুরি লোড করা। ওরা যেখানে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে সেখান থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে।

কোবরার ককপিট একটা নয়, দুটো—নিচেরটা গানারের, ওপরেরটা পাইলটের। পাইলটের ককপিটে কেউ নেই, খালি। তবে ফরওয়ার্ড গানার পজিশনে একজনকে দেখা যাচ্ছে, সেফটি হারনেস স্ট্র্যাপের সঙ্গে প্রায় ঝুলে আছে, মাথা নিচু করা। এত কাছ থেকে মুখ দেখার দরকার নেই, রানা নিশ্চিত যে লোকটা সোহেল

বুকের ভেতর একটা তীব্র মোচড় অনুভব করল রানা। সোহেল বেঁচে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জেসিকার দিকে একবার তাকাল ও, বুঝতে চাইছে সোহেলের পাশে গানার পজিশনে মেয়েটা জায়গা করে নিতে পারবে কিনা। যদি পারেও, ওড়ার সময় ঝাঁকি খেয়ে না মুমূর্ষু হয়ে পড়ে।

রাশিয়ার তৈরি চপার দুটো কোবরার পিছনে—ডান ও বাম দিকে। দৈত্যাকৃতি কাঠামো, প্রতিটিতে একজোড়া করে রোটর, চব্বিশজন বসতে পারে, পিছনের দরজা দিয়ে হালকা ভেহিকেল তোলা যায়। দৈত্যাকৃতি কাঠামোর ভেতর প্রলয়ঙ্করী ফায়ারপাওয়ার ঠাসা।

হিপ-এফ সম্পর্কে রানার স্মৃতি ম্লান হয়ে গেলেও, একটু চেষ্টা করতে সব মনে পড়ে গেল। হিপ-এফ হেলিকপ্টারের ককপিট বেশ খানিকটা অদ্ভুতই বলতে হবে। ককপিটে বসলে পুরো একশো আশি ডিগ্রী দৃষ্টি পথে চলে আসে, কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টগুলো এমনভাবে সাজানো যে ক্যাপটেনকে বসতে হয় ডানদিকের সীটে, যদিও সাধারণত বাম দিকে বসাই নিয়ম। রানা মাথা তুলল, পালা করে তাকাল কোবরার ডান ও বাম দিকে। দুটো হিপ-এফ হেলিকপ্টারের ডান পাশের সীটে একজন করে পাইলট বসে আছে, কিন্তু ত্রিভুজ আকৃতিতে

ল্যান্ড করায় এখন যদি ওরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে সোজা কোবরার দিকে ছোটে, দুই পাইলটের কেউই ওদেরকে দেখতে পাবে না। জেসিকা যদি গানার পজিশনে থাকতে চায়, প্রথমে ক্যানাপিটা খুলতে হবে ওকে। পাইলটের ক্যানাপি খোলাই রাখা হয়েছে, ফলে বাইরে থেকে রানাকে অল্প সময়ের জন্যে দেখা যাবে–ওপরে উঠে ককপিটে ঢুকতে যতক্ষণ লাগে।

তবে অজানা অনেক বিষয়ও আছে। দুটো হিপ-এফ কপ্টারে এখনও ট্রুপস আছে কি? মাইলস কি ক্যাপাসিটি অনুসারে লোকজন নিয়ে এসেছে? তার সঙ্গে কবরস্থানে ছ'জন রয়েছে। মাত্র ছ'জন। অথচ দুটো হিপ কপ্টারের ক্যাপাসিটি আটচল্লিশ জন। সঙ্গে করে নিয়ে এসে থাকলে তাদেরকে কি সে কপ্টারে বসিয়ে রাখবে? মনে হয় না। হাতে লোকবল থাকলে তাদেরকে বসিয়ে না রেখে কাজে লাগানোটাই স্বাভাবিক। অন্তত তিনটে হেলিকপ্টারকে ঘিরে রাখত তারা।

সামনের জমিনে চোখ বোলাবার সময় রানা উপলব্ধি করল, অল্প পরিসরে ল্যান্ড করার জন্যে পাইলটদের অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়েছে, কারণ জায়গাটা খাড়া পাহাড়-প্রাচীর আর ট্রি-লাইনের মাঝখানে। শুধু যে গা ঘেঁষে তা নয়, একটু দূরে দূরে আরও পাহাড় চারদিকেই দেখা যাচ্ছে। ল্যান্ড করার সময় যে দক্ষতা দেখাতে হয়েছে, তারচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখাতে হবে টেক-অফ করার সময়–রানাকে উঠতে হবে খাড়া ভাবে এবং দ্রুত; তারপর অবশ্য প্রচুর আড়াল পাওয়া যাবে, লুকোচুরি খেলার জন্যে সাহায্যে আসবে উঁচু-নিচু পাহাড়চূড়া, গিরিপথ ও উপত্যকা।

কাছাকাছি আরও এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হলো। সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসছে মাইলস, কাজেই নিজের প্ল্যানটা দ্রুত ব্যাখ্যা করল রানা। শুনে বিস্ফারিত হয়ে গেল জেসিকার চোখ। 'হোয়াট? তুমি ওগুলো চালাতে পারো?'

'সীকিংস যখন চালিয়েছি, খুব একটা অসুবিধে হবে না।' জেসিকার দিকে তাকাল রানা। 'তুমি রেডি?' মাথা ঝাঁকাল জেসিকা। হাতে অটোমেটিক পিস্তল, মাথা নিচু করে তীরবেগে ছুটল রানা, ঠিক পিছনেই থাকতে বলে দিয়েছে জেসিকাকে।

ফরওয়ার্ড গানার'স ক্যানাপি সহজেই সরানো গেল। এখনও কেউ ওদেরকে দেখতে পায়নি, তবে ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে বৃক্ষসারির দিকে তাকাচ্ছে রানা। জঙ্গলটা বেশি বড় না হলেও, যথেষ্ট ঘন; সামনের ঝোপ-ঝাড়ে নিয়মিত পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে হেলিকপ্টারের কাছে ফিরে আসছে মাইলস আর তার লোকজন।

'তোমার বন্ধু বেঁচে আছেন। তবে জ্ঞান নেই। পালস নবমাল,' বলল জেসিকা, ঝুঁকে ফরওয়ার্ড ককপিটের ভেতর তাকিয়ে আছে।

'তুমি ভেতরে ঢুকতে পারবে?'

'কঠিন, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।' তবশ্য এরইমধ্যে ফিউজিলাজের ওপর দিয়ে একটা পা ককপিটের নিচে নামিয়ে দিয়েছে জেসিকা, সোহেলের দুই পায়ের মাঝখানে শরীরটাকে নিচু করার চেষ্টা করছে। 'কোনরকমে গুঁজে দিচ্ছি নিজেকে।' দ্বিতীয় পা-ও ককপিটে নেমে গেল, মেঝেতে কুঁকড়ে বসে থাকল জেসিকা। 'পেরেছি।'

'খুব শক্ত হয়ে থাকতে হবে,' সাবধান করল রানা। 'কিছু একটা আঁকড়ে ধরো, তা না হলে ভর্তা হয়ে যাবে।'

'ভর্তা হই, হাড়গোড় ভাঙুক, কুছ পরোয়া নেই, তুমি শুধু এখান থেকে সরাও আমাদের।। গুড লাক, রানা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধীরে ধীরে মেইন ককপিটের দিকে উঠতে শুরু করল রানা, ফিউজিলাজের গায়ে যতটা সম্ভব সেঁটে আছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় সামনেই, যখন মেশিনটাতে ঢুকবে ও, কারণ যেখান দিয়ে ঢুকতে হবে সেই জায়গাটা ওর ডানদিকের হিপ-এফ থেকে পাইলট ওকে দেখতে পাবে।

বড় করে শ্বাস টেনে ধাতব ধাপ বেয়ে উঠছে। ওর সরাসরি মাথার ওপর ককপিট। কয়েক ধাপ উঠতেই দৃষ্টি পথে চলে এল হিপ-এফ, সেই সঙ্গে পরম স্বস্তিবোধ করল–ডানদিকের সীটে পাইলটকে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে, তবে ঝুঁকে আছে লোকটা, ককপিটের নিচের দিকে কিছু একটা পরীক্ষা করছে।

বাকি ধাপ ক'টা লাফ দিয়ে পার হলো রানা, কিনারা টপকে ককপিটে পড়ল–সরাসরি বালতি আকৃতির সীটে। খেয়াল করল মাথার ওপর অলসভঙ্গিতে এখনও ঘুরছে রোটর। খপ করে হারনেস ধরে বাকল্ আটকাচ্ছে, সেই সঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো। হাতের দ্রুতগতি ঝাপটায় উইপন কন্ট্রোল-এর সুইচ অন করল, যাতে সবগুলো মিসাইল আর জোড়া এম/ওয়ান-নাইন-সেভেন মেশিন-গান ফায়ার করতে পারে পাইলট–অর্থাৎ নিজে। আরেকটা সুইচ চিনতে পেরেই অন করে দিল–ওর উইন্ডশীল্ডে মিসাইল সাইট উন্মুক্ত হলো। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের পর কোবরায় অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন ডিজাইনে পাইলট সমস্ত ফায়ার পাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, কোন কারণে গানার অচল হয়ে পড়লেও কোন সমস্যা হবে না।

পরবর্তী কাজগুলো সারতে হবে দ্রুত ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে, কারণ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জগদ্দল পাথরটাকে মাটি থেকে আকাশে তুলতে হবে–জঙ্গলের কিনারায় বেরিয়ে আসা লোকজন আর হিপ-এফ পাইলটরা বাধা দেয়ার সময় পাওয়ার আগেই।

কালেকটিভ কন্ট্রোল সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা, মাথার ওপর থেকে মৃদু হিসহিস শব্দ হতে শুনল: জোড়া ব্লেড সহ রোটর নতুন পজিশনে সরে গেল ম্যাক্সিমাম লিফট-এর চাহিদা পূরণ করার আদেশ পেয়ে। তারপর চঞ্চল প্রজাপতি হয়ে উঠল রানার দুই হাত–সাইক্লিক স্টিক ধরল, সামনে ঠেলে দিল থ্রটল, কপ্টার উঠতে শুরু করতেই নাকটা বাম দিকে ঘোরাবার জন্যে কন্ট্রোল স্টিক অপারেট করল, অপর হাত চলে গেল ক্যানাপি কন্ট্রোলে। নিঃশব্দে নেমে এল ক্যানাপিটা, সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বাতাস ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

গাছগুলোকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠার সময় কপ্টারের নাক নিচু করে রাখল রানা; আরও ওপরে উঠছে, সেই সঙ্গে সরেও যাচ্ছে বাম দিকে। গুলির আওয়াজ ভোঁতা শোনাল, সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে হিপগুলোর দিকে ছুটতে ছুটতে গুলি করছে মাইলস আর তার সঙ্গীরা। তারপর যখন তাকাল, দেখল .৪৫ ধরা হাতটা লম্বা করে দিয়ে গুলি করতে যাচ্ছে

জেনারেল।

কোবরাকে আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে রানা, ওপরে তুলছে এখনও, কিন্তু বৃক্ষসারির মাথার কাছাকাছি অর্থাৎ বিপদসীমার মধ্যে চলে আসছে। ভাগ্য সহায়তা করাতেই মগডালের সঙ্গে ধাক্কা লাগেনি, সেগুলোকে নিচে ফেলে আরও ওপরে ও দূরে সরে এল কোবরা। আপাতত নিরাপদ বোধ করলেও, এই পরিস্থিতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে বলে রানা বিশ্বাস করে না। চারদিকে শুধু পাথর, পাহাড়-প্রাচীর আর চূড়া দেখতে পাচ্ছে ও। কিছু কিছু চূড়ায় গত শীতের বরফ এখনও রয়ে গেছে।

তাড়াহুড়ো করে সীটে নামার সময় হেডসেটটা নিচে ফেলে দিয়েছিল, সেটা তুলে কানের ওপর আটকাল রানা। সামনে এক সারি চূড়া, গিরিখাদের পাশে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর, আরও সামনে তারচেয়েও উঁচু বরফে ঢাকা শৃঙ্গ। সময়ের চুলচেরা হিসেব কষে সেদিকেই কোবরাকে ছোটাচ্ছে রানা; সামান্যতম ভুল হলেও চূড়ায় ঘষা খেয়ে, নয়তো পাহাড়-প্রাচীরে বাড়ি খেয়ে বিধ্বস্ত হবে হাইজ্যাক করা বাহন। যথাসময়ে চূড়াগুলোকে টপকানো সম্ভব নয়, সন্দেহটা মনে জাগতেই গিরিখাদের ভেতর ঢোকার জন্যে দিক বদল করল ও, আর ঠিক তখনই এয়ারফোনে বিপ্ বিপ্ শব্দ ভেসে এল, জানিয়ে দিল এরইমধ্যে একটা রকেট ছোঁড়া হয়েছে কোবরাকে লক্ষ্য করে। লক করা রকেট, হিট সোর্স খুঁজে নেবে। রানা গানার নয়, ওর জায়গায় অন্য কেউ হলে ভয়েই অবশ হয়ে যেত। মৃত্যু পিছু ধাওয়া করেছে, এরকম অবস্থায় ক'জনের মাথাই বা কাজ করে। রানাও আতঙ্ক অনুভব করল। তবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি। চাফ ও ফ্লেয়ার রিলিজ বাটনে বাড়ি মারল ও। বাটন মানে মুঠো আকৃতির একজোড়া নব। চাফ হলো মেট্যালিক ফয়েল, অ্যাটমস্ফিয়ারে ছড়িয়ে পড়ায় রকেটে সংযুক্ত রাডার ভুল সঙ্কেত পাবে। আর ফ্লেয়ার সৃষ্টি করবে নতুন হিট সোর্স। ফিফটিসেভেন-এমএম রকেট এতেই দিকভ্রান্ত হবার কথা, তবু সাবধানের মার নেই ভেবে গিরিপথ নিচে ফেলে আরও ওপরে উঠছে রানা, প্রায় খাড়াভাবে। এত কিছু করার পরও, রকেটটা একেবারে কোবরার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, আর মাত্র দু'ফুট নিচে থাকলে মাইলসের অট্টহাসি প্রতিধ্বনি তুলত চারদিকের পাহাড়ে।

রানার চারধারের আকাশ নীল ও নির্মল, সূর্যটা ওর নিচে। আর দশ কি পনেরো মিনিটের মধ্যে কালো চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে ওরা। পাহাড়ী এলাকা থেকে না সরার সিদ্ধান্ত নিল রানা। জোড়া হিপ-এফ এতক্ষণে নির্ঘাত পিছু নিয়েছে, ওগুলোকে ফাঁকি দিতে হলে পাহাড় শ্রেণীর বাঁকে বাঁকে লুকোচুরি খেলতে হবে ওকে। খানিকটা স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, কোবরার চেয়ে ওগুলোর স্পীড কম। স্পীড কম, তবে হাত লম্বা–রকেট দিয়ে ছুঁতে পারবে। থাকলে আছে, না থাকলে নেই, এরকম অবস্থায় প্রার্থনা করে লাভ কি, রানা শুধু আশা করতে পারে হিপগুলো মিসাইল বহন করছে না। তবে থাকারই কথা, অন্তত কোল্ড ওঅর-এর সময় 'স্যাগার' অ্যান্টিট্যাংক মিসাইল বহন করত। ওই মিসাইল ট্যাংকের হেভি আর্মার ধ্বংস করতে পারলে কোবরার হালকা আবরণ

নির্ঘাত ধুলোর মত গুঁড়ো করে ফেলবে।

গিরিপথের শেষ মাথায় পাহাড়। থ্রটল আরও একটু খুলে দিয়ে কোবরাকে ওপরে তুলছে রানা। বিপ শুনে বোঝা গেল আরেকটা রকেট লক করা হয়েছে। আবার কোবরার পিছনে চাফ ও ফ্লেয়ার ছাড়ল ও, ডান ও বাম দিকে। এবার রকেটটা কোনদিক দিয়ে পাশ কাটাল দেখতে পায়নি, শুধু মনে হলো নিচের দিক থেকে ভোঁতা একটা আওয়াজ পেয়েছে।

সামনের পাহাড়টা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পথ আগলে রেখেছে। ডানদিকের চূড়াটা একটু কম উঁচু, সেটাকে টপকে পালাবার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এখনও সেটা মাইলখানেক সামনে। তার আগে দেখে নিতে চায় হিপগুলো ওর কতটা পিছনে চলে এসেছে। সুইচ টিপে একটা টিওডব্লিউ মিসাইল রেডি রাখল। হেড-আপ ডিসপ্লেতে দেখল সার্কুলার সাইট লাইট সবুজ হলো। ক্যানাপির ফরওয়ার্ড উইন্ডশীল্ড তার প্রতিফলনও দেখতে পাচ্ছে।

পাহাড় চূড়ার ডান শাখা এখন মাত্র আধ মাইল দূরে। কোবরাকে পাশ ফেরাতে রেট-ফাইভ টার্ন-এ ঘোরাচ্ছে রানা, ফলে সীটের সঙ্গে সেঁটে গেল শরীর। ফেলে আসা পাহাড়-প্রাচীরের মাথাটা এখন দেখতে পাচ্ছে ও, দেখতে পাচ্ছে মাথাটাকে টপকে প্রকাণ্ড একটা হিপ-এফ ছুটে আসছে কোবরাকে লক্ষ্য করে, সেটার পিছনে দ্বিতীয়টা এখনও কালো একটা বিন্দু।

টিওডব্লিউ সাইট ঘনিয়ে আসা টার্গেটকে ধরে ফেলেছে, হৃৎপিণ্ড আকৃতির সবুজ আলো অতি দ্রুত উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল হচ্ছে। রানার আঙুল ফায়ারিং বাটনে নেমে এল, মনে হলো কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল কোবরা, পিছনে শক্তিশালী একটা ধাক্কা দিয়ে নিজের পোর্ট সাইড রেইল থেকে বেরিয়ে গেল মিসাইল।

হিপে মিসাইল লাগল কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করেনি, লেজ ঘুরিয়ে ছুটল ডান পাহাড়-চূড়া লক্ষ্য করে, এখন সেটা সিকি মাইলও দূরে নয়। অলটিমিটার বলছে, সী লেভেল থেকে দশ হাজার ফুটের কিছু কম ওপরে রয়েছে ও। ওর সামনে চূড়াটা এখনও আকাশ ছোঁয়া টাওয়ার যেন। মুহূর্তের জন্যে সোহেল আর জেসিকার কথা মনে পড়ল, গানার কমপার্টমেন্টে কুঁকড়ে বসে আছে, ভাবল ওর মত তাদেরকেও শীত লাগছে কিনা। চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে সিদ্ধান্ত নিল ঠিক কোথায় রয়েছে জানা দরকার। পাহাড় থেকে চোখ সরিয়ে এনে নিচের দিকে ঝুঁকল, ম্যাপের খোঁজে পায়ের চারপাশ হাতড়াচ্ছে, মনে আছে ওখানেই ফেলে রেখেছিল। সেটা নয়, হাতে উঠে এল অন্য একটা, একই এলাকার লার্জ স্কেল ম্যাপ, সঙ্গে ছোট একটা কালো নোটবুক। নোটবুক?

খুলে দেখার সময় নেই, পকেটে ভরে রাখল রানা। পাহাড় চূড়া টপকানো সম্ভব নয়, হাতে যে সময় আছে তাতে অত ওপরে কোবরাকে তোলা যাবে না। দুই চূড়ার মাঝখানের ব্যবধান অতি সামান্য, কোবরাকে ঢোকানো যাবে কিনা সন্দেহ। এখন দিক বদলে অন্য কোন দিকে যাওয়াও সম্ভব নয়। দুই চূড়ার মাঝখানটাকে ফাঁক বলা চলে না, সরু একটা ফাটলই বলা উচিত তবে ঢোকার পর সামনে চওড়া জায়গা পেয়ে গেল রানা।

চূড়া দুটোকে পিছনে ফেলে জটিল পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে চলে এসেছে ও। পাহাড়ী এই এলাকাটা পেরুতে পারলে লেক দেখতে পাবে, অন্তত ম্যাপে তাই বলা হয়েছে। লেকটার নাম কোয়ার ডি'অ্যালিনি। এই নামে একটা শহরও আছে, স্পোকেনে আসার সময় ওই শহরটাকে ছুঁয়ে আসতে হয়েছে ওকে। পাহাড় শ্রেণীটা জটিল এই অর্থে যে সামনে যে তিনটে চূড়া দেখা যাচ্ছে সেগুলো একটার চেয়ে আরেকটা অনেক বেশি উঁচু। রানা আশা করল, লুকোচুরি খেলাটা এখানেই শেষ করতে হবে ওকে। সুযোগ আর সুবিধে পরে আর নাও পাওয়া যেতে পারে। তবে খেলা শেষ করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না।

প্রথম চূড়া কাছে চলে এল, নিচ থেকে উঠে আসা বাতাস এমন ধাক্কা মারল, কোবরা প্রায় ডিগবাজি খেতে যাচ্ছিল। রানা সিদ্ধান্ত নিল ঝুঁকিটা নেবে না–দরকার নেই টপকাবার, তারচেয়ে পাহাড়টাকে ঘিরে আধ পাক ঘুরবে। এই আধ পাক ঘোরার সময়ই বুদ্ধিটা এল মাথায়। অর্ধ নয়, সম্পূর্ণ বৃত্ত তৈরি করছে এখন ও।

বৃত্তটা সম্পূর্ণ হতে দেখল হিপ দুটো এখন পাঁচ মাইল দূরে। সরাসরি ওগুলোকে লক্ষ্য করে কোবরা ছোটাল রানা, তারপর আরও দুটো মিসাইল রিলিজ করল, জানে লাগার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। ওর আসল উদ্দেশ্য নিজের অবস্থান হিপ পাইলটদের জানিয়ে দেয়া।

পাল্টা ফায়ার হলো না, বরং স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল পাইলটরা, একরোখা ভীমরুলের মত কোবরাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে; মনে নাআছে কোন সংশয়, না আছে নিরাপত্তার অভাব, কারণ জানে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই ডান ও বাম দু'পাশ থেকে ছেঁকে ধরবে কোবরাকে, তারপর রকেট ছুঁড়ে খুন করবে।

স্পীড কমিয়ে আনল রানা, পাহাড় চূড়াটাকে ঘিরে অর্ধবৃত্ত তৈরি করল–তারপর দিক বদলে বাকি দুটো চূড়ার দিকে কোবরাকে ছোটাবার সময় আরও কমিয়ে আনল স্পীড, ভাবছে ওদের জায়গায় সে হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করত। এরইমধ্যে তারা ওকে প্রথম চূড়াটাকে একবার চক্কর দিতে দেখেছে–অর্থাৎ তারা জানে, মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে ফিরে এসেছিল ও। ফলে এখন তাদের পক্ষে ধরে নেয়াই স্বাভাবিক, এই রণকৌশল পুনরাবৃত্তি করবে রানা। স্পীড আরও কমাল ও, কোবরাকে নামিয়ে আনল এক হাজার ফুট, হিপ পাইলটদের বোঝাতে চাইছে কোন সমস্যায় পড়েছে ও। কোবরাকে আঁকাবাঁকা পথে ছোটাল কিছুক্ষণ, যেন নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখতে পারছে না। এই সুযোগে দেখাও হয়ে গেল হিপ দুটো ঠিক কোথায় রয়েছে। ওর আর হিপ পাইলটের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে লক্ষ করে কঠিন, নির্মম এক চিলতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে।

নিচে ছড়িয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ কিছু বাড়ি। একটা রাস্তা পাহাড়ের ঢালে প্রায় ঝুলছে। দূরে চকচকে একটা ভাব, নিশ্চয়ই লেকের পানি।

মোটাসোটা কপ্টার দুটো ইতিমধ্যে খুব কাছে চলে এসেছে। পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে ওগুলো, হামলা শুরু করার প্রস্তুতি। বাঁক নিয়ে বিশাল

পাথুরে পিরামিডের দিকে ছুটল রানা—বিপজ্জনক ও ভীতিকর একটা পাহাড়, অসংখ্য ঝুল-পাথর শূন্যে ঝুলে আছে, প্রচুর ফাটল। পাহাড়টা সব মিলিয়ে দু'মাইলের কম চওড়া নয়। হিপ দুটো আর মাত্র এক মাইল পিছনে।

পাহাড়ের অকৃত্রিম আড়ালে পৌঁছে কোবরাকে শূন্যে থামাল রানা। পাইলটরা যদি ধরে নেয় রণকৌশল বদলায়নি ও, নিজেদের বাহন নিয়ে পাহাড়টার দু'পাশ থেকে আসবে তারা, একটা থাকবে অপরটার চেয়ে পাঁচশো ফুট ওপরে, মুখোমুখি হবার সময় যাতে সংঘর্ষ না ঘটে।

একজোড়া টিওডব্লিউ মিসাইলকে আর্মড পজিশনে আনল রানা। এখন শুধু অপেক্ষা···আর অপেক্ষা। প্রায় বিশ মিনিট সময় নিল পাইলটরা। প্রথম পাইলট বেরিয়ে এল ডান দিক থেকে, পাহাড়টার গা ঘেঁষে আসছে। মিসাইল লক হলো, ফায়ার করার সময় রানা দেখল দ্বিতীয় হিপটা ঠিক পাঁচশো ফুট নিচে রয়েছে, বেরিয়ে আসছে বাম দিক থেকে। দ্বিতীয় মিসাইল লক করল ও, দেখতে পেল প্রথম হিপ বিস্ফোরিত হলো, অগ্নিকুণ্ড ছাড়া ওদিকে আর দেখার কিছু নেই।

এবার দ্বিতীয় মিসাইল ফায়ার করল রানা। দ্বিতীয় হিপ-এফ প্রথমটার পরিণতি দেখে এরইমধ্যে দিক বদলাতে শুরু করেছে, রানার সন্দেহ হলো মিসাইল লাগবে না। হিপের পেট থেকে বিস্ফোরিত হলো ফ্লেয়ার আর চাফ। দিক বদলাতে তাড়াহুড়ো করায় পাইলট কপ্টারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ধরে রাখতে পারেনি, পাহাড়-প্রাচীরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে। আতঙ্কিত হলে যা হয়, নিশ্চয়ই ভুল কোন সুইচ টিপে দিয়েছে সে—সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে আরেকবার দিক বদলাতে গিয়ে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনল, রোটর ঘষা খেলো পাথুরে পাঁচিলে।

যা কিছু ঘটার খুব দ্রুত ঘটল। মেশিনটার পিছন দিকটা ভাঁজ খেয়ে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল রোটরের ব্লেড, পতনটা আহত একটা পতঙ্গের মত, পাথর কামড়ে স্থির হবার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ। তারপর আগুন ধরে গেল হিপে, নিচে গড়িয়ে পড়ছে জ্বলন্ত আবর্জনা।

যেদিকে চকচকে পানি দেখেছে, কোবরাকে নিয়ে সেদিকে ছুটল রানা, সন্ধে ঘনিয়ে আসায় মাটির ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

একেবারে ঝপ করে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। নিচে লেক দেখতে পেল রানা। স্পোকেন এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে ও। মনে দুশ্চিন্তা, সোহেল আর জেসিকা সুস্থ আছে তো? রেডিও অন করে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি টেস্ট করল ও, উদ্দেশ্য এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা

কোবরা এখন বিস্তৃত পানির অনেক ওপরে। এই লেক স্পোকেন নদীতে গিয়ে মিশেছে। কোয়ার ডি'অ্যালিনির আলো পড়ায় নদী আর লেকের মিলনস্থলটা ককপিট থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। স্পোকেন টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল ওর, আর ঠিক সেই মুহূর্তে খকখক করে কেশে উঠল কোবরার এঞ্জিন। নোটিশ বলতে শুধু ওই কর্কশ ও যান্ত্রিক কাশি; পরমুহূর্তে পুরোপুরি বোবা হয়ে গেল ওটা।

দশ হাজার ফুট ওপর থেকে খসে পড়ছে নিচে জগদ্দল পাথরটা।

নয়

দ্রুত পতন শুরু হবার পর তেমন কিছু করার থাকল না রানার। পতনের গতি ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। পাওয়ার না থাকায় হাইড্রলিক অচল হয়ে পড়েছে, কাজেই ধীরগতি রোটরের কালেকটিভ অ্যাঙ্গেল সংশোধন করারও উপায় নেই ওর। ইতিমধ্যে এঞ্জিন স্টার্ট দিতে বার কয়েক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে ও। ওদের নিচে লেক, ঘণ্টায় আশি নট গতিতে পানিতে পড়লে কি হবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল ও—সরাসরি পাথুরে পাঁচিলে বাড়ি খাওয়ার মতই হবে ব্যাপারটা।

চুপচাপ বসে না থেকে আরেকবার চেষ্টা করল রানা, কারণ ফুয়েল ইন্ডিকেটর বলছে ট্যাংক খালি নয়। স্টার্ট নিয়েও আবার কাশি দিল এঞ্জিন, তারপর থেমে গেল। সম্ভবত ফুয়েল লাইনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। আবার চেষ্টা করতে ওই একই ঘটনা ঘটল। কাশি দিয়ে থেমে যাচ্ছে এঞ্জিন। অলটিমিটারের সী-লেভেল থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ওরা···তারপর চার হাজার ফুট।

তিন হাজার ফুট। এঞ্জিন স্টার্ট নিল। কাশল। থামতে গিয়েও থামল না। তবে সচল থাকল অনিচ্ছার একটা ভাব নিয়ে। ফুয়েল আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নেই, ফলে এঞ্জিনটা বন্ধ হতে হতেও হচ্ছে না। তবে এঞ্জিন সুষ্ঠুভাবে না চললেও, রোটরের কন্ট্রোল ফিরে পেয়েছে রানা। এখন অন্তত হালকাভাবে ল্যান্ড করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

শহরের আলো লক্ষ্য করে কোবরাকে ঘুরিয়ে নিল রানা। স্পোকেন টাওয়ারের উদ্দেশে এরইমধ্যে মেডে ইস্যু করেছে ও। সেন্ট্রাল কনসোলে একটা বোর্ড ক্লিপ রয়েছে, তাতে দেখা গেল হেলিকপ্টারের কলসাইন আলফা রোমিও রানা চাইছে কোবরাকে তীরের কাছাকাছি কোথাও নামাতে। অগভীর পানিতে নামাতে পারলে ক্ষতির মাত্রা অনেক কম হবে, সাহায্যও পাওয়া যাবে দ্রুত।

স্পোকেন টাওয়ার এতক্ষণে সাড়া দিল। 'আলফা রোমিও, স্পোকেন কন্ট্রোল। তীরে প্রচুর বিল্ডিং আর ভেহিকেল। তুমি পানিতে নামার চেষ্টা করো। আমরা রেসকিউ টীম পাঠাবার ব্যবস্থা নিয়েছি।'

ওদের কথায় যুক্তি আছে। তিনজনকে বাঁচাবার জন্যে তিনশোজনের ওপর হেলিকপ্টার নামাতে বলা যায় না।

লেকের কিনারায় পৌঁছাবার চেষ্টা করছে রানা, ইচ্ছা অগভীর পানিতে ল্যান্ড করাবে কোবরাকে। এঞ্জিন আরেকবার বন্ধ হয়ে পাঁচ সেকেন্ড পর আবার সচল হলো। ল্যান্ড করতে হলে শূন্যে স্থির হবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু যথাসময়ে তা পারা যাবে কিনা বলা মুশকিল। সমস্যা আরও একটা আছে—লেকের কিনারা মানেই অগভীর পানি না-ও হতে পারে।

শহর কাছে চলে আসতে লেকের কিনারায় লোকজন আর গাড়ির ভিড় দেখতে পেল রানা। কয়েকটা অ্যামবুলেন্স ছুটোছুটি করছে রাস্তার ওপর। নদী থেকে একজোড়া রেসকিউ বোটকেও লেকের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল, যদিও এখনও অনেক দূরে ওগুলো। টাওয়ারের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করল রানা। 'আলফা রোমিও, স্পোকেন কন্ট্রোল। তীরে রেসকিউ ভেহিকেল দেখতে পাচ্ছি। ওগুলোর যতটা সম্ভব কাছাকাছি নামতে চেষ্টা করব। ওভার।'

কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে দু'বার ব্যর্থ হলো রানা; কোবরাকে শূন্যে স্থির করা যাচ্ছে না। তারপর রানা উপলব্ধি করল, পরীক্ষা করতে যাওয়াটাই কাল হয়েছে, তৃষ্ণার্ত এঞ্জিনের ওপর বেশি চাপ পড়ায় পালা করে শুরু হয়েছে ব্যাপারটা, এই থামে তো এই বন্ধ হয়–ঘন ঘন, পাঁচ-সাত সেকেন্ড পরপর। এই অবস্থায় কোর্স ঠিক রাখা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সফট ল্যান্ডিং।

প্রাণপণ চেষ্টা করে তীরের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারলেও, শহরের আলো, রেসকিউ ভেহিকেল আর লোকজনের ভিড় থেকে এখনও অনেক দূরে রয়েছে কোবরা। অথচ লেকের পানি আর মাত্র কয়েকশো ফুট নিচে, এই অল্প দূরত্বও দ্রুত কমে আসছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে অচল হবার পর এঞ্জিন আর চালু হলো না। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল কোবরা, পড়েই কাত হয়ে গেল একদিকে, মনে হলো স্রোতের টানে নদীর দিকে সরে যাচ্ছে। ফরওয়ার্ড ক্যানাপিটা খুলে যেতে দেখল রানা, ভেতর থেকে মাথা তুলে ওর দিকে তাকাল জেসিকা, আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলেই আবার নামিয়ে নিল মাথাটা। পরমুহূর্তে একটা ডিগবাজি খেলো কোবরা। ককপিট থেকে কিভাবে ছিটকে পানিতে পড়ল, বলতে পারবে না রানা। স্রোত উপেক্ষা করে স্থির হতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, পানির ওপর মাথা তুলে দেখল সোহেলকে ধরে টানছে জেসিকা, পা দুটো মনে হলো শক্ত মাটিতেই রয়েছে।

আর কিছু দেখার সুযোগ হয়নি রানার, তীব্র স্রোত টান দিয়ে লেক থেকে নদীতে নিয়ে চলে এল ওকে। দু'মিনিট পর ঘুরে গিয়ে স্রোতের সঙ্গে লড়াই শুরু করল, কিন্তু এ যেন ইলাস্টিক দেয়ালের বিরুদ্ধে অসম লড়াই। প্রতি মুহূর্তে পানির তলায় ডুবে যাচ্ছে, নাকে ও মুখে পানি ঢুকছে। দু'মিনিট পর মনে হলো, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁতরালেও সারাক্ষণ একই জায়গায় থাকছে ও, এক ইঞ্চিও এগোতে পারছে না। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবে না, এক সময় জীবন্ত কিংবদন্তী মাসুদ রানা হাল ছেড়ে দিল; অথচ সারাটা জীবন এই হাল ছেড়ে দেয়াটাকেই ঘৃণা করে এসেছে ও।

ইতিমধ্যে হাইপথারমিয়া পেয়ে বসেছে ওকে, কারণ নদীর পানি ঠাণ্ডা বরফ বললেই হয়। শরীরটাকে চিৎ করে রাখল রানা, হাত দুটোকে বৈঠার মত ব্যবহার করছে–হাল ছেড়ে দিলেও, বাঁচার আকুতি ওকে তীরের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। মাথার ওপর আকাশ দেখতে পাচ্ছে ও, গোটা জীবনচিত্র মনের বহুরঙা পর্দায় ধরা দিচ্ছে: কাঁচাপাকা ভুরুর নিচে একজোড়া শ্যেন দৃষ্টি নরম হয়ে যাচ্ছে স্নেহে, থেঁতলানো লাশ, তারপর যে-সব মেয়েদের কোনদিন ভুলতে

পারেনি–সোহানা, রূপা, কিশোরী অন্য একটা মেয়ে, নামটা যেন কি–সোহেলের সকৌতুক হাসি, রাঙার মার ভেজা ভেজা চোখ। ঢাকার কয়েকটা দৃশ্য দ্রুত এল ও চলে গেল–ধানমণ্ডি লেক, শহীদ মিনার, ক্যাম্পাস আর শাহবাগের সেই আড্ডা, কামানটা···

জ্ঞান হারাবার আগে কয়েকটা শব্দ শুনল রানা, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে। কে কি বলছে বুঝতে পারছে না। দুই কানের সামনে যেন ভোঁ-ভোঁ করছে একদল মৌমাছি। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল সব।

জ্ঞান ফেরার পর রানা দেখল স্বর্গটা ধবধবে সাদা–দেয়াল, দরজা, জানালা, পর্দা, বেডকাভার, গায়ের চাদর, এমন কি রেফ্রিজারেটর পর্যন্ত। স্বর্গে রেফ্রিজারেটর থাকবে, এরকম বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, কাজেই একাধারে দুঃখ ও আনন্দের সঙ্গে মেনে নিল মারা যায়নি সে, মর্ত্যলোকে রয়েছে এখনও। দুঃখ এইজন্যে যে মারা যাবার পর স্বর্গে যাবেই, এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বটা অমীমাংসিতই রয়ে গেল; আর আনন্দের কারণ হলো, দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকাটা আজও ওর কাছে স্বর্গের চেয়ে অনেক-অনেক লোভনীয়।

আনন্দটা অবশ্য বেশিক্ষণ টিকল না, কারণ একে একে সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সোহেলকে উদ্ধার করে পালাচ্ছিল ও আর জেসিকা, জেনারেল মাইলসের হিপ দুটোকে আকাশে ধ্বংস করতে পারলেও, হাইজ্যাক করা হেলিকপ্টার কোবরার ফুয়েল সাপ্লাইয়ে বিঘ্ন ঘটায় লেকে নামতে বাধ্য হয় ওরা। জেসিকাকে শেষবার দেখেছে, সোহেলকে টেনে তীরে তুলতে চেষ্টা করছে। তীব্র স্রোত ওকে নদীতে টেনে নিয়ে যায়, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও।

একজন নার্স ঢুকল কেবিনে। রানার চোখ খোলা দেখে সুন্দরীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'আমি কোথায়?'

'হাসপাতালে, মি. রানা।' ঝুঁকে রানার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিল মেয়েটা। 'কুটেনাই মেডিকেল সেন্টার।'

'আর আমি ড. হিরাম,' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। 'আমিই আপনার চিকিৎসা করছি। কেমন বোধ করছেন, মি. রানা?'

'ভাল না,' বলল রানা। 'হসপিটালের বেডে শুয়ে থাকতে কোনদিনই আমার ভাল লাগে না। আমার কথা বাদ দিন, আগে বলুন সোহেল কেমন আছে।'

'মি. সোহেল, যিনি চপারে আপনার সঙ্গে ছিলেন?' হাসলেন ডাক্তার হিরাম। 'জ্ঞান যখন ফিরেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি–অর্থাৎ, আমাদের দৃষ্টিতে পুরোপুরি সুস্থ আপনি। আর মি. সোহেল? তাঁকে এখানে আনাই হয়েছে সুস্থ অবস্থায়–বেডে দশ মিনিটও ছিলেন না, সেই থেকে আপনার কেবিনের বাইরে পায়চারি করছেন।'

'আর জে···,' জেসিকার নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল রানা। 'আর কেউ আহত হয়নি? হাসপাতালে শুধু আমাদের দু'জনকে আনা হয়েছে?'

'চপারে আর কেউ ছিল না কি?' ডাক্তারকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'কই না তো,

রেসকিউ টীম শুধু আপনাদের দু'জনকেই উদ্ধার করে এনেছে···'

'না, মানে, আমার ঠিক মনে নেই চপারটা পানিতে পড়ার সময় কি ঘটেছিল···লেকে কেউ থাকলে আহত হবে না?'

ডাক্তার হিরাম হাসলেন। 'না, আমার জানামতে ওই সময় লেকে কেউ ছিল না।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর,' বলল রানা। ভাবল, আচ্ছা, কাভার অটুট রাখার জন্যে সোহেলকে তীরে তোলার পর চুপিসাড়ে গা ঢাকা দিয়েছে জেসিকা। ধন্যি মেয়ে বটে!

সুন্দরী নার্স বলল, 'আপনার জন্যে কিছু খাবার আনি, কেমন?'

ড. হিরাম ওকে একটা ইঞ্জেকশন পুশ করল। পাঁচ মিনিটও পার হয়নি, শরীরটা শুধু ঝরঝরে নয়, রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল–রানার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, ওকে কি ট্যাবলেটের বদলে ভায়াগ্রা ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে? কিন্তু প্রশ্নটা করার আগে ডাক্তারও চলে গেল। মনে মনে খুশিই হলো রানা, খাবার নিয়ে ফিরে এলে নার্সের সঙ্গ বা সান্নিধ্য উপভোগ করা যাবে। কিন্তু বিধি বাম, খাবার নিয়ে এল নিগ্রো একজন আরদালি।

সুপটা মাত্র শেষ করেছে রানা, দরজার পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকল সিআইএ ও এফবিআই। ডানকান হিউবার্ট ও হিল প্রক্টর, দু'জন প্রায় মুখস্থ বুলির মত একযোগে আওড়াল, 'কংগ্রাচুলেশন্স!'

রানা অবাক। 'হোয়াট ফর?'

হিউবার্ট বলল, 'বাহ্, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসোনি?'

'বন্ধুকেও তো ছিনিয়ে এনেছ।' হাসল প্রক্টর।

রানার মনে হলো, যতই হাসুক আর কৌতুক করুক বা অভিনন্দন জানাক, আড়ষ্ট ভাবটা কেউই লুকিয়ে রাখতে পারছ না, আচরণ ও কথাবার্তাও অকৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে না। জানতে চাইল, 'সোহেল কোথায়?'

'টেলিফোনে কথা বলছেন মি. সোহেল,' প্রক্টর জবাব দিল। 'লং ডিসট্যান্স কল।'

'উনি আসলে,' বলল হিউবার্ট, 'তোমাদের বসের সঙ্গে কথা বলছেন।'

'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তুমি পুরোপুরি সুস্থ,' বলল প্রক্টর। 'আমরা বরং কাজের কথা শুরু করি, কি বলো, রানা? প্রথমেই আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি, কবরস্থানের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও সময়মত আমাদের লোকজন তোমাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারেনি। আসলে ওরা ধরে নিয়েছিল ওখানে জেনারেল মাইলসের সঙ্গে তোমার একটা ফাইট হবে। ফাইট শুরু হলে তোমাকে সাহায্য করতে যাবে, এ-কথা ভেবে অপেক্ষা করছিল ওরা।'

প্রক্টরের একটা কথাও রানা বিশ্বাস করছে না। এরকম খোঁড়া যুক্তি আগে কখনও শোনেওনি ও।

হিউবার্ট বলল, 'তোমার সাহায্যে একজোড়া জেটও পাঠিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু হিপ দুটো তুমি ধ্বংস করার পর পাইলটদের আর কিছু করার ছিল না।'

প্রক্টর বলল, 'এবার বলো, রানা–ঠিক কি ঘটেছিল?'

রানা সাবধান হয়ে গেছে। 'নির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন থাকলে বলো। ঠিক কি জানতে চাও?'

'জেনারেল মাইলস?' জিজ্ঞেস করল প্রক্টর। 'হিপ দুটোর একটায় ছিল সে?'

'নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু যুক্তি বলে থাকারই কথা, তাই না? টেমপারারা তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল তোমাকে খুন করার, তার ওপর তুমি তার প্রিয় কোবরা হাইজ্যাক করে পালাচ্ছিলে। স্বভাবতই তার নিজেরই তোমাকে ধাওয়া করার কথা।'

হিউবার্ট বলল, 'হিপ দুটো যেখানে ধ্বংস হয়েছে, আজ রাত থেকেই সেখানে সার্চ পার্টি কাজ শুরু করবে। আমার ধারণা, জেনারেলের লাশ পাব আমরা।'

'জেনারেল মাইলস যদি মারা গিয়ে থাকে,' প্রক্টর বলল, 'ধরে নিতে হবে সংগঠন হিসেবে বোল্ড ভেঙে পড়বে।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আমাদের হাতে নতুন কিছু তথ্য এসেছে, রানা। বোল্ড-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন প্রমাণিত।'

'বোল্ডের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

'সে-ই, জেনারেলই, বোল্ডের মাথা ছিল, রানা,' বলল প্রক্টর। 'বাহিনী গঠন করে এতটা বাড় সে বাড়তে পেরেছিল শুধু ওপরমহলের সঙ্গে তার খাতির থাকার কারণে। এমন কি খোদ প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। সে মারা যাওয়ায় ওপরমহলের সঙ্গে বোল্ডের সমস্ত কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল না? যোগ্য নেতৃত্ব না পেলে একটা মিলিশিয়া বাহিনীর কি তাৎপর্য, বলো? আমার ধারণা, মাইলস নেই তো বোল্ডও নেই।'

প্রক্টর থামতেই হিউবার্ট বলল, 'কাজেই বোল্ডকে ধ্বংস করার জন্যে তোমার সাহায্যও আমাদের আর দরকার হবে না।'

ও, আচ্ছা–ভাবল রানা–বোল্ড সম্পর্কে আমাকে ওরা মাথা ঘামাতে নিষেধ করছে। এর মধ্যে বিরাট কোন রহস্য না থেকেই পারে না। ওপরমহলের চাপ? খোদ প্রেসিডেন্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, যেহেতু জেনারেল মাইলস তাঁর বন্ধুস্থানীয়? মনের রাগ অন্যভাবে প্রকাশ করল রানা, 'এ-ধারণা তোমাদের কেন হলো যে বোল্ডকে ধ্বংস করার জন্যে তোমাদেরকে আমি সাহায্য করছিলাম? জেনারেল মাইলস আর টেমপারাদের আমি শত্রু জ্ঞান করি বিশেষ একটা কারণে, যে কারণের কথা তোমাদেরকে বলা যায় না।' সাবলিমা বেঁচে আছে, এ-কথা ওদেরকে জানায়নি ও, এখন তো আরও জানানো চলে না। নাকি, ও না বললেও, জানে ওরা?

'যে কারণেই ওদেরকে তুমি শত্রু জ্ঞান করো,' বলল প্রক্টর, 'শায়েস্তা করার সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। মাইলস তো ধরো মারাই গেছে। আর টেমপারারা স্রেফ মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।'

'মানে?'

'ইটালি সরকার এখন আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে টেমপারাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজি হয়েছে,' বলল প্রক্টর। 'কিন্তু ওদের পুলিস আর ইন্টেলিজেন্স বলছে, পন্টিয়ো ও অনারিয়ো রোমে নেই, টাসকানিতে নেই, নেই পিসায় বা এমন কি ভেনিসেও। স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে তারা।'

'সাড়ে চারশো লোককে খুন করা হলো, অপরাধীরা কোন সাজা পাবে না?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

বাম হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুসি মারল প্রক্টর। 'মাইলস মরে গিয়ে বেঁচেছে, কিন্তু টেমপারাদের আমরা ঠিকই একদিন না একদিন খুঁজে বের করব...'

এদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা, বুঝে নিল রানা। 'ঠিক আছে, এখন তোমরা যাও। আমার বিশ্রাম দরকার। তবে সোহেলকে একবার ডেকে দাও, জিজ্ঞেস করে দেখি লন্ডনের টিকিট যোগাড় করতে পারবে কিনা।'

'মি. সোহেলকে ডেকে দিচ্ছি,' বলল প্রক্টর। 'তবে টিকিটের চিন্তা করতে হবে না। কাল দুপুরে তোমাদের ফ্লাইট, রানা। ওয়াশিংটন হয়ে লন্ডনে ফিরে যাচ্ছ তোমরা।'

মুখে কিছু বলল না, এমন কি ধন্যবাদও দিল না, শুধু আপন মনে একটু হাসল রানা।

ভাগিয়ে দিলেও, এফবিআই ও সিআইএ ওদেরকে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিয়েছে, ফলে সোহেলের সঙ্গে প্লেনে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ হলো রানার। প্রথমেই জানতে চাইল ও, কিভাবে তাকে কিডন্যাপ করা হয়।

'অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তা,' বলল সোহেল, 'তার ওপর, আমি খুব ক্লান্তও ছিলাম। আসলে পুরানো একটা ট্রিকে ধরা খাই আমরা। বাঁক ঘুরতেই দেখি দুটো গাড়ি পথ প্রায় আটকে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে একটা অ্যামবুলেন্স। কার-এর দরজা খোলা ছিল, বাইরে বেরিয়ে ছিল একজোড়া পা। কার-এর নাক পাথরে বাড়ি খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিল।

'আমি কিছু বলার আগেই ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে ফেলল। ঝোপের আড়ালে ছিল ওরা, তিন দিক থেকে গুলি শুরু করল। বিশালই প্রথমে আহত হয়, চালাকি করে মড়ার ভান করে পড়ে থাকে। বডিগার্ডরা ছিল তোর এজেন্সির লোক, কিন্তু অ্যাকশন শুরু করার সময়ই পায়নি তারা। সব মিলিয়ে বারোজন ছিল ওরা, তবে আমাকে লক্ষ্য করে একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি। আমার কাছে অস্ত্র ছিল, তবে ব্যবহার করিনি, জানতাম, করলেও কোন লাভ হত না।

'অ্যামবুলেন্সে আমাকে তোলার পরই একটা ইঞ্জেকশন দিল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল প্লেনে। কোথাও ল্যান্ড করলাম, সম্ভবত কানাডায়। তারপর একটা কার-এর বুটে তোলা হলো আমাকে। কিছুটা চৈতন্য বোধহয় ছিল, কারণ টের পাই বর্ডারে থামানো হয়েছে গাড়ি। খুব বড় একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে, তারপর আবার ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। ঘুম ভাঙার পর শুরু করল ইন্টারোগেট। বোল্ড আর টেমপারাদের

সম্পর্কে কি জানি জিজ্ঞেস করল।'

'কে তোকে জেরা করল?'

'কয়েকজন,' বলল সোহেল। 'ইউনিফর্ম পরা লোকজন, সাবেক সামরিক অফিসার বলে মনে হলো। তাদের মধ্যে একজন অস্বাভাবিক লম্বা, ছয় ফুট দু'ইঞ্চির কম নয়। বয়স···এই ধর, পঞ্চান্ন। বিরাট দেহ। প্রকাণ্ড মুখ। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি, পাগলদের মধ্যে যেটা দেখা যায়। লক্ষ করলাম, সবাই তাকে ভয় পাচ্ছে, আবার শ্রদ্ধাও করছে। দেখলে তোরও মনে হত, এ লোক ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না। মৃত্যু নয়তো গৌরব, বাছাই করবে শুধু এ-দুটোর মধ্যে একটা, অন্য কোন বিকল্প মানবে না। আমার সন্দেহ, এ লোকটাই জেনারেল ক্লাইড মাইলস।'

'জেরার উত্তরে তুই কি বললি?'

'কি এমন জানি যে বলব?' হাসল সোহেল। 'বললাম বিভিন্ন কারণে টেমপারাদের সন্দেহ করা হচ্ছে। বোল্ড সম্পর্কে বললাম–শব্দটার অর্থ আমরা জানি, তবে কেউই ওদেরকে সিরিয়াসলি নিতে রাজি নয়। এ-ও বললাম যে বোল্ড-এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না। মাইলস–লোকটা যদি মাইলস হয়–আমার এ-কথা শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেল।'

'কতক্ষণ জেরা করল তোকে?'

'কতক্ষণ? তা ঠিক বলতে পারব না। ইন্টারোগেট শুরু হলে কি সময়জ্ঞান থাকে, দোস্ত? এক পর্যায়ে ওরা আমাকে আরেকটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল–এটা সম্ভবত সোডিয়াম পেন্টাথল। আবার যখন হুঁশ ফিরল, নিজেকে মনে হলো মাতাল। তবে মাতাল হই আর যাই হই, নিজেদের গোপন কোন তথ্য আমি ফাঁস করিনি।'

'কোবরায় কিভাবে তোলা হলো তোকে?'

'মনে পড়ছে, খুব ভালভাবে খাওয়াদাওয়া করায় আমাকে,' বলল সোহেল। 'তারপর আরও একটা ইঞ্জেকশন। ঘুম ভাঙার পর দেখি আমার প্রায় কোলে বসে আছে জেসিকা, মেঝেটা ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে আর কাত হয়ে যাচ্ছে।'

'জেসিকাকে তুই চিনলি?'

'চিনব না মানে? ওকে তো আমিই নিয়োগ দিই। আইডাহোয় প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে বছর পাঁচেক আগে, মনে আছে? বাংলাদেশ সৌজন্য দেখিয়ে একটা রিলিফ টীম পাঠিয়েছিল–বলতে পারিস স্রেফ কূটনৈতিক শিষ্টাচারের অংশ। টীমে আমিও ছিলাম, তখনই জেসিকার সঙ্গে পরিচয়। মেয়েটি এমনিতেই নিঃসঙ্গ ও গরীব ছিল, ঘূর্ণিঝড়ে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। সেই সুযোগটাই কাজে লাগাই আমি। স্লীপার এজেন্ট হবার প্রস্তাব দিই, সে-ও রাজি হয়ে যায়। রফা হয় বছরে দশ হাজার ডলারে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ হয়েছে আমাদের, কিন্তু বিনিময়ে কি ফিরে পেয়েছিস ভেবে দেখ।'

'কি ফিরে পেয়েছি?' রানা অবাক।

নিজের বুকে একটা আঙুল রাখল সোহেল। 'আরে গাধা, একটা রত্নকে!

কোবরা যখন পানিতে পড়ল আমার তখন জ্ঞান ছিল ঠিকই, কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি ছিল না। জেসিকা টেনে তীরে না তুললে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে।'

'তোকে তীরে রেখে চলে গেল···যাবার সময় কিছু বলেনি?'

'দিলি তো মনটা খারাপ করে!' ম্লান হয়ে গেল সোহেলের চেহারা।

'কেন? মন খারাপ করার মত কি বলল জেসিকা?'

'ছিল আমার ভক্ত, অথচ যাবার সময় বলে গেল মাসুদ রানাকে নাকি জীবনেও ভুলতে পারবে না। ল্যাও ঠেলা! তখন আমার কেমন যে লাগছিল···'

বন্ধুকে হালকা একটা ঘুসি মারল রানা। 'যাক, জেসিকা বুদ্ধি করে সরে যাওয়ায় তার কাভার নষ্ট হয়নি। এবার বল, সিআইএ আর এফবিআই এরকম অদ্ভুত আচরণ করল কেন? রহস্য তো একটা আছেই, তাই না?'

'ব্যাপারটা আসলে ওপেন সিক্রেট,' বলল সোহেল। 'প্রেসিডেন্টের বাল্যবন্ধু ওই লোক—জেনারেল মাইলস। শুধু তাই নয়, সিনেট আর কংগ্রেসে ইহুদি লবি কি রকম শক্তিশালী তা তো জানিসই, তারাও ক্লাইড মাইলসের সাংঘাতিক ভক্ত। তাছাড়া, সেনাবাহিনীতেও তার প্রচুর বন্ধু আছে। সব মিলিয়ে, ওপরমহলের চাপে সিআইএ আর এফবিআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বোল্ড সম্পর্কে আপাতত তারা কোন অ্যাকশন নেবে না। অ্যাকশন যদি কখনও নেয়ও, যা করার নিজেরা করবে, বাইরের কারও সাহায্য নেবে না—এটা ওদের ঘরোয়া কেলেঙ্কারি, রানা, বাইরের কাউকে জানতে দিতে চায় না।'

'বেশ। কিন্তু আমরা?' রাগ চেপে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি? তুই কি আমাকে সাবলিমার কথা ভুলে যেতে বলিস? ভুলে যেতে বলিস তৈমুর আর বিদ্যুতের কথা? বোল্ড ওদেরকে খুন করেছে, সোহেল!'

'উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই,' বলল সোহেল। 'শান্ত হ। কেউ তোকে কিছু ভুলে যেতে বলছে না। বিসিআই ছাড়বে না! সময় হোক, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ ঠিকই পাবি। বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ইটালি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তিনি। তবে বলে দিয়েছেন, এফবিআই আর সিআইএ-কে বুঝতে দিতে হবে বোল্ড বা টেমপারাদের ব্যাপারে আমাদের আর কোন আগ্রহ নেই। আমি যতটুকু বুঝি, আমাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে, রানা।'

'ধৈর্য ধরতে হবে···কতদিন?'

'ছ'মাস, এক বছর, দু'বছর···কে বলতে পারে!'

নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। তবে আর কিছু বলল না।

প্লেন ওয়াশিংটন ন্যাশনালে ল্যান্ড করার আগে সোহেল জানাল, 'লন্ডন ফ্লাইট মিস করব আমরা, রানা। বিভিন্ন সূত্র থেকে আমার কিছু তথ্য পাবার কথা, অপেক্ষা করে দেখতে চাই পাই কিনা।'

এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ওদের, অফিস আওয়ার শেষ হবার আগেই অফিশিয়াল সুযোগ-সুবিধে ব্যবহার করার প্রয়োজন থাকায় সোহেল চলে গেল রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখায়, আর রানা ক্রিস্টাল সিটির ম্যারিয়ট

হোটেলে উঠল লম্বা একটা ঘুম দেয়ার জন্যে।

শাওয়ার সেরে কফির অর্ডার দিল রানা, জানালার সামনে বসে এয়ারপোর্টের দিকে তাকিয়ে একের পর এক প্লেনের ওঠা-নামা দেখছে। অনেক দিন আগেই সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, আজ খেতে ইচ্ছে করলেও নিজেকে চোখ রাঙিয়ে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। জ্যাকেটটা ক্লজিটে ঝুলিয়ে রেখেছে, চেয়ার ছেড়ে বের করল সেটা। কোবরার ককপিটে পড়েছিল কালো একটা নোটবুক, এখনও দেখা হয়নি কি আছে তাতে। পকেট থেকে বের করে পাতা ওল্টাচ্ছে।

প্রথম পাঁচ পাতায় শুধু টেলিফোন নম্বর। হোয়াইট হাউসের নম্বর তো আছেই, মন্ত্রীসভার প্রায় সব সদস্যর নাম ও ঠিকানা সহ ফোন নম্বরও বাদ যায়নি। কিছু নম্বর আমেরিকান হলেও, ডায়ালিং কোড না থাকায় কাদের ফোন বোঝার কোন উপায় নেই।

পরবর্তী কয়েকটা পৃষ্ঠায় ম্যাপ রেফারেন্স রয়েছে, কিন্তু সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে লেখা। তারপর পাওয়া গেল অদ্ভুতদর্শন কিছু হায়ারাগ্লিফস্ ও সংখ্যা, যার মাথামুণ্ডু কিছুই রানা বুঝতে পারল না। অক্ষর ও সংখ্যাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ও–

AM8753∑ϕKΠΠ214Zoψp7654ΔB*∃468HΔΦΠΩA

নোটবুকের বাকি সমস্ত পাতা এ-ধরনের সঙ্কেতে ভরা। কোড সম্পর্কে রানার জ্ঞান কম নয়, তবে এই সঙ্কেতগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে হলে বিশেষজ্ঞ কাউকে দরকার হবে। সহজবোধ্য কিছু শব্দও রয়েছে–যেমন, ম্যাডম্যান, ব্যাকস্টপ, মেডিলিন, কর্সিকা ইত্যাদি। সহজবোধ্য, কিন্তু কি কারণে বা কি অর্থে লেখা হয়েছে বলা মুশকিল।

রাত আটটায় ওর সঙ্গে দেখা করল সোহেল, রুম সার্ভিসকে ডেকে ডিনারের অর্ডার দিল রানা। কোন প্রশ্ন করতে হলো না, খেতে বসে সোহেল নিজেই শুরু করল।

'ব্লু বার্ডের বোয়িং উড়িয়ে দেয়া হয় রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমা ফাটিয়ে। বিধ্বস্ত প্লেনটার টুকরো-টাকরা পরীক্ষা করে জানা গেছে কোথায় বোমাগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বিস্ফোরণের দায়-দায়িত্ব কেউ স্বীকার করেনি। টাগালিয়া নামে একটা কোম্পানি ব্লু বার্ডের শেয়ার কিনতে চেয়েছিল, এ তো তুই জানিসই। অনারিয়োর স্ত্রী এলিনা ছিল টাগালিয়ার চেয়ারপারসন বা ডিরেক্টর–অনারিয়ো সম্ভবত স্ত্রীকে ফাঁসাবার জন্যেই এই কাজটা করায় তাকে দিয়ে। সে যাই হোক, বারবি হপকিন্স প্লেন ক্র্যাশে মারা যাবার পর এখন শোনা যাচ্ছে টাগালিয়া ব্লু বার্ড কিনে নিয়েছে।

রানা খুশি হতে পারছে না। 'এ-সব তথ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, সোহেল।'

'আরও তথ্য আছে। রিপলে ও মেকান, দু'জন এফবিআই এজেন্ট। ডিক বা "দা ইডিয়ট" নামে কুখ্যাত একজন ব্রিটিশ ক্রিমিন্যালকে বন্দী প্রত্যার্পণ চুক্তির আওতায় আমেরিকা থেকে ব্রিটেনে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা, ওই প্লেনেই। দু'দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডেই ডিকের শত্রুর কোন অভাব ছিল না। তাকে খুন করার জন্যে

কেউ যদি প্লেনটা উড়িয়ে দিয়ে থাকে, অনেকেই বিস্মিত হবে না।'

'আমি হব, তোরও হওয়া উচিত,' বলল রানা, বিরক্ত বোধ করছে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুই আমাকে এ-সব ছেলেভোলানো গল্প কেন শোনাচ্ছিস!'

সোহেল নির্বিকার, যেন রানার কথা শুনতে পায়নি, বলল, 'আমরা জানি কারা বোমাগুলো প্লেনে ফিট করেছিল।'

'কারা?' রানার দৃষ্টি অপলক হয়ে গেল।

'রাতে প্লেনটা ছিল ব্লু বার্ডের নিজস্ব হ্যাঙ্গারে,' বলল সোহেল। 'ওখানেই বোমাগুলো প্লেনে তোলা হয়। রেগুলার এঞ্জিনিয়াররা মেইন্টিন্যান্স চেক সেরে চলে যাবার পর দু'জন লোক আর একটা মেয়ে ওই হ্যাঙ্গারে ঢোকার অনুমতি পেয়েছিল। নব্বুই মিনিট ভেতরে ছিল তারা–শুধু তারাই, অন্য কেউ ছিল না।'

'পরিচয়?'

'ডানিয়েল, আইভর আর রুথ। তিনজনই ব্লু বার্ডের কর্মচারী, টেকনিক্যাল হ্যান্ড।'

'গ্রেফতার হয়েছে?'

'না। সেদিন হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে যাবার পর বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তবে তাদের আসল পরিচয় জানা গেছে। ডানিয়েল বোমা তৈরিতে ওস্তাদ, এক সময় অ্যাংরি ব্রিগেড টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য ছিল। আইভর সম্পর্কে এখনও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মেয়েটা, রুথ, এক সময় আইআরএ-র হয়ে বোমাবাজি করেছে।'

খাওয়া শেষ হতে রানা বলল, 'বোঝা গেল, যে অন্ধকারে ছিলাম সেই অন্ধকারেই আছি আমরা। অথচ বলা হচ্ছে, কেসটার কথা ভুলে যাও। ঠিক আছে, কাল সকালেই আমি লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি…'

'লন্ডনে নয়, ঢাকায়,' ম্লান সুরে বলল সোহেল। 'বস্ ওখানেই তোর সঙ্গে কথা বলবেন।'

বসের নির্দেশ; কাজেই সাবলিমা, বিদ্যুৎ, তৈমুর, টেমপারা আর বোল্ডের কথা ভুলে থাকল রানা, আসলে ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল মাত্র। অফিশিয়াল ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন কাজে দিনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অসমাপ্ত কেসটা দগদগে ঘায়ের মত হয়ে আছে, যেন শারীরিক একটা রোগ, স্বপ্নে ও জাগরণে চেতনাকে উত্ত্যক্ত করে। রানা এজেন্সির অত্যন্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন এজেন্টকে গোপনে কাজে লাগিয়েছে ও, নিজেদের পরিচয় গোপন করে সম্ভাব্য যে-কোন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরকে। দেখতে দেখতে ছয় মাস পেরিয়ে গেল, তারা কোন রিপোর্ট করতে পারল না। তারপর হঠাৎ একটা একটা করে তথ্য পেতে শুরু করল টীমটা। রানাকে তারা রিপোর্ট করল–অবাক কাণ্ড, তথ্যগুলো কে তাদেরকে দিচ্ছে তারা জানে না! অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি টেলিফোন করে যা বলার বলে যোগাযোগ কেটে দেয়।

সিআইএ ও এফবিআই অনেক দেরি করে হলেও রিপোর্ট করেছিল,

জেনারেল মাইলস হিপ-এফ দুর্ঘটনায় মারা গেছে, যদিও তার লাশ পাওয়া যায়নি। তাদের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল, লাশ অবশ্য পাইলটদেরও পাওয়া যায়নি।

অজ্ঞাত ব্যক্তি জানাল, মাইলস বেঁচে আছে–শুধু বেঁচে নেই, সে তার মিলিশিয়া বাহিনীকে আরও বড় ও শক্তিশালী করছে। আরও জানা গেল, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্যে সারা দুনিয়ার ইহুদি ব্যবসায়ীরা গত ছ'মাসে চাঁদা হিসেবে বোল্ডকে দান করেছে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার। বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এখন এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ডানিয়েল আর রুথকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু জেলে ভরার দু'দিন পরই কয়েদীদের এক দাঙ্গায় খুন হয়ে গেছে তারা।

পরবর্তী তথ্যটা যেমন ভীতিকর তেমনি দুঃখজনক। বিসিআই-এর দু'জন এজেন্টকে বোল্ডে পেনিট্রেট করতে পাঠানো হয়েছিল, হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেছে তারা–ধারণা করা হচ্ছে মারা গেছে। দশ দিন পর নতুন রিপোর্টে বলা হলো, তাদের লাশ কোয়ার ডি'অ্যালিনি লেকে পাওয়া গেছে, সারা শরীরে জখমের চিহ্ন।

শেষ রিপোর্টটা ঢাকায় বসে পেল রানা, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। ওকে বলা হয়েছে, বিসিআই-এর দু'জন এজেন্ট খুন হবার এই তথ্যও সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি টেলিফোন করে জানিয়েছে। অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা, সিদ্ধান্ত নিল ওর আর নিষ্ক্রিয় থাকা চলে না, আজই বসের সঙ্গে কথা বলতে হবে ওকে।

টাইয়ের নট বাঁধছে, ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল। একটু পর রাঙার মা একগাদা চিঠি ও একটা প্যাকেট রেখে গেল টেবিলের ওপর। খোলার আগ্রহ নেই, শুধু দেখে নিচ্ছে কোনটা কোত্থেকে এসেছে। প্রথমে প্যাকেটটাই হাতে নিল ও। প্যাকেটের গায়ে লেখাটা দেখে কেন কে জানে শিরশির করে উঠল শিরদাঁড়ার কাছটা। ইটালির রোম থেকে পাঠানো হয়েছে প্যাকেটটা, প্রেরকের নাম নেই। প্যাকেট খুলতে একটা ক্যাসেট টেপ বেরুল, তাতে লেখা: 'মাসুদ রানা–প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনশাল'। ভুরু কুঁচকে গেছে, প্রফেশন্যাল ওয়াকম্যান-এর সামনে এসে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল টেপটা কানে হেডফোন লাগিয়ে 'প্লে' বাটনে চাপ দিল ও।

'হ্যালো, রানা। আশা করি হেনা কোলবানিকে তুমি ভুলে যাওনি...'

পালস রেট বেড়ে গেল রানার, দম আটকে এল।

'...সত্যি কথা বলতে কি, আমার সঙ্কট বহুবিধ। কারও নাম নিচ্ছি না, তবে অনেকেই চাইছে পরস্পরের সঙ্গে কোনদিনই যেন আমাদের যোগাযোগ না হয়। আমাকে রক্ষা করা যাদের দায়িত্ব, আমি ন্যায় ও সৎপথে থাকলে তারাই এখন আমার পরম সর্বনাশ করে ছাড়বে। টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব নয়, তাই সুযোগ পেয়ে তোমার ফ্ল্যাটের ঠিকানায় টেপটা পাঠাচ্ছি। আমি এখন রোমে, তবে আগামী হপ্তায় সুইটজারল্যান্ডে যাচ্ছি। তুমি জানো আমি কোথায় কাজ করি–সেখানে ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বোল্ড সম্পর্কে। এবং সাবলিমা সম্পর্কেও।

'আজ শুক্রবার। আগামী শুক্র, শনি আর রোববার সন্ধ্যা থেকে ঘণ্টা দুয়েক জেনেভার হোটেল দু রোন-এ পাবে আমাকে। রুম নম্বর পাঁচশো তিন। প্রথমে নিচতলা থেকে ফোন করবে।' দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। 'রানা, প্লীজ, যদি সম্ভব হয় অবশ্যই আসবে তুমি। আমি তোমার বা তোমাদের কেউ নই, কিন্তু নিজের লোকেরা শত্রু হয়ে ওঠায় চোখে অন্ধকার দেখছি বলেই তোমার সাহায্য চাইছি আমি। আমার জন্যে এটা জীবন-মরণ সমস্যা। আমার সমস্যা ঠিকই, তবে তুমি যদি ওদেরকে শায়েস্তা করতে চাও, আমি সাহায্য করতে পারব। প্লীজ, রানা, প্লীজ।'

ওয়াকম্যান বন্ধ করে টেপটা বের করল রানা। মনের ভেতর চিন্তার ঝড় বইছে। হেনা কোলবানিকে যতটা চিনেছে ও, অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে বলেই মনে হয়েছে ওর। অথচ গলা মনে হলো আতঙ্কে দিশেহারা। জেনেভায় যদি যায় ও, পাঁচশো তিন নম্বর কামরায় কি দেখবে?

দশ

রানা বসের সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি পারভিন বলল, 'হ্যাঁ, চলে এসো, রানা। বস্ ও সোহেল ভাই তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

অপেক্ষা করছে? ওর জন্যে? বিস্মিত রানা ওয়েটিং রুমে ঢুকে পারভিনকে দেখেও যেন চিনতে পারল না, এতটাই অন্যমনস্ক; তাকে পাশ কাটিয়ে নক করে জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ঢুকে পড়ল বসের চেম্বারে।

'এসো,' একটা ফাইলে চোখ, রাহাত খান বললেন। 'বসো।'

রানাকে পাশের চেয়ারটায় বসতে দেখে তাকাল সোহেল, কিন্তু হাসল না।

'স্যার,' শুরু করল রানা, 'আমাদের দু'জন এজেন্ট আইডাহোয় খুন হয়েছে...'

'জানি,' ফাইলটা বন্ধ করে পাইপে এরিনমোর ভরছেন রাহাত খান, রানার দিকে এখনও তাকাননি।

'আজ সকালে আমি এফবিআই এজেন্ট হেনা কোলবানির একটা ক্যাসেট টেপ পেয়েছি...'

রাহাত খান আবার থামিয়ে দিলেন তার দুর্ধর্ষ এজেন্টকে। 'তা-ও জানি। আমাদের অফিসের ঠিকানাতেও একটা টেপ পাঠিয়েছে ও।'

'ঠিকানা পেল কিভাবে—অফিসের বা আমার ফ্ল্যাটের?'

সোহেলের দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'সব কথা বলো ওকে, সোহেল।'

'প্রথম কথা,' রানার দিকে ফিরে বলল সোহেল, 'সিআইএ আর এফবিআই নিষেধ করলেও, টেমপারা ও বোল্ড সম্পর্কে আমরা আমাদের তদন্ত বন্ধ করিনি—করা সম্ভব ছিল না। গত ছ'মাসে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি আমরা,

বেশিরভাগই মিলি জোহরার কাছ থেকে। দু'জন নয়, রানা–আসলে আমরা আমাদের তিনজন এজেন্টকে হারিয়েছি।'

'মানে?'

রানার প্রশ্নের জবাব সরাসরি না দিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করছে সোহেল। 'তোকে নিয়ে আমার অন্তত একটা ভয় ছিল, ভেবেছিলাম মানা করা সত্ত্বেও তুই হয়তো প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বোল্ড বা টেমপারাদের বিরুদ্ধে কিছু করে বসবি। সেজন্যেই মিলির কাছ থেকে যে-সব তথ্য পেয়েছি আমরা, কৌশলে তোকে জানাবার ব্যবস্থা করা হয়–তুই যাতে নিজেই উপলব্ধি করিস যে অ্যাকশনে যাবার সময় হয়েছে কি হয়নি। আমাদের দু'জন এজেন্ট মারা গেছে, এ তথ্য আমিই তোকে জানিয়েছি। তথ্যটা পেয়ে তুই বসের সঙ্গে কথা বলতে চাইবি, এটা ধরে নিয়েই তোর জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা।

'মিলির অনুরোধেই দু'জন এজেন্টকে আইডাহোয় পাঠাই আমরা। কথা ছিল মিলি ওদেরকে বোল্ড সম্পর্কে গোপন কিছু ডকুমেন্ট দেবে। কিন্তু মিলির সঙ্গে দেখা করার আগেই খুন হয়ে গেছে তারা। স্বভাবতই মিলির বিশ্বস্ততা নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। কিন্তু আজ সকালে পরিষ্কার হয়ে গেছে, সন্দেহটা অমূলক ছিল। খানিক আগে খবর পেয়েছি, মিলিকে খুন করা হয়েছে–ওই সেই কোয়ার ডি'অ্যালিনি লেকে ডুবিয়ে।'

'কে? বোল্ড?'

'বোল্ড, টেমপারা, সিআইএ, এফবিআই–এদের কাউকেই আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। হিউবার্ট বলো, প্রক্টর বলো, ওরা তো পুতুলমাত্র–কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করার যন্ত্র। আর কর্তৃপক্ষ–সিআইএ ও এফবিআই চীফ–প্রেসিডেন্ট, ইহুদি লবি ও বিভিন্ন পাওয়ার ব্রোকারদের বশংবদ বা অনুগত ভৃত্য। সে যাই হোক, হেনা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তুই যখন পিসায় টেমপারাদের ভিলায় গেলি, রাতে তোর সঙ্গে হেনাকে দেখা করতে দেয়া হয়নি, মনে আছে তো? মিলি বুঝতে পারে তাকে এবং তোকে টেমপারারা রাতেই খুন করবে। বুদ্ধি করে হেনার কমপিউটরে তোর ফ্ল্যাটের আর আমাদের অফিসের ঠিকানাটা রেখে আসে সে, তোরা পালাতে না পারলে হেনা যাতে আমাদেরকে খবরটা পৌঁছে দিতে পারে...'

যা বোঝার ছিল বুঝে নিল রানা, সোহেলকে থামিয়ে দিয়ে বুসকে প্রশ্ন করল, 'এখন আমরা কি করব, স্যার? আমি কি হেনার কথামত জেনেভায় তার সঙ্গে দেখা করব?'

এতক্ষণে রানার দিকে সরাসরি তাকালেন রাহাত খান। 'আমার কাছে তথ্য আছে, টেমপারাদের ভিলায় ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু যত ভয়ানকই হোক, সেটা আমেরিকান আর ইটালিয়ানদের মাথাব্যথা, আমাদের নয়।'

'আমাদের এতগুলো এজেন্ট খুন হয়ে গেল, তাছাড়া সাবলিমা...'

'হ্যাঁ। আমি বলতে চাইছি, কারও উপকার করার গরজ আমাদের নেই। তুমি যদি যাও, একমাত্র উদ্দেশ্য হবে প্রতিশোধ গ্রহণ কিন্তু কোথায়, কার

কাছে যাবে? হেনা তোমাকে ডেকেছে, কিন্তু হেনা কে? একজন এফবিআই এজেন্টকে কেন তুমি বিশ্বাস করবে, বিশেষ করে তার সুপিরিয়র অফিসাররা যেখানে টেমপারা ও বোল্ডের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিতে অপারগ? কি করে বুঝবে, চেনা বা অচেনা কারও পক্ষ থেকে হেনা জেনেভায় তোমার জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে না?'

কঠিন প্রশ্ন, কিন্তু জবাব দিতে রানাকে চিন্তা করতে বা দ্বিধায় ভুগতে হলো না। 'আমি তো স্যার আপনার কাছ থেকে এটাই শিখেছি, শত্রু ফাঁদ পাতলে তাতে ধরা দেয়া অতি উত্তম একটা কৌশল, তাতে বিপদ আর ঝুঁকি বেশি থাকলেও সময় তো বাঁচেই, শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তার মোকাবেলা করার একটা সুযোগও তৈরি হয়।'

বৃদ্ধ যদিও চিরকুমার, পিতার আসন দিয়েছে রানা তাঁকে মনের গভীরে। জানে, যে-কোন পিতা তার একমাত্র সন্তানকে যতটা ভালবাসে, রাহাত খান তারচেয়ে কম ভালবাসেন না ওকে। তবে উত্তরটা শুনে তিনি যদি প্রীত হয়েও থাকেন, গুরুগম্ভীর চেহারায় তার কোন প্রকাশ ঘটল না। বললেন, 'কিন্তু জানো তো, প্রকাশ্যে আমরা সিআইএ ও এফবিআই-এর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে রাজি নই। অর্থাৎ কাজটা তুমি যদি করো, তাতে আমাদের অফিশিয়াল অনুমোদন থাকবে না। অবশ্য ইটালি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা এখনও বলতে পারছি না।'

রানা বলল, 'স্যার, পেনিট্রেট করার চেষ্টা করে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। হেনা ফাঁদ হোক বা টোপ, এটাই আমাদের শেষ কানেকশন। তার সঙ্গে দেখা করার পরই শুধু বোঝা যাবে আমাদের কিছু করার আছে কিনা। করার যদি কিছু থাকে, ওদের কারও সাহায্য আমার লাগবে না, রানা এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে আমি একাই...'

'রানা এজেন্সি বিসিআই-এরই একটা কাভার, রানা,' রাহাত খান মনে করিয়ে দিলেন। 'তুমি যদি ব্যর্থ হও, রানা এজেন্সির ইনভল্‌ভমেন্ট গোপন রাখা যাবে না। কাজেই আমি চাই না তুমি রানা এজেন্সির সাহায্য নাও।'

রানাকে অসহায় দেখাল। কোন পাগলও বলবে না যে টেমপারা ও বোল্ডের বিরুদ্ধে একেবারে একা কারও পক্ষে কিছু করা সম্ভব। সাহায্যের আশায় সোহেলের দিকে তাকাল ও। সোহেল তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, রাহাত খানের মাথা ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি সাদা দেয়ালে নিবদ্ধ, এবং চেহারায় এমন একটা নির্লিপ্ত ভাব, যেটা কোন অর্থেই বন্ধুসুলভ বলা যায় না। বরং রানার একটু সন্দেহ হলো, ওর অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পেরে নির্লিপ্ততার আড়ালে মনে মনে হাসছে সে।

রাহাত খান বললেন, 'রিপলে আর মেকান নামে দু'জন এফবিআই এজেন্টের কথা মনে আছে তোমার? ডিক বা "দা ইডিয়ট" নামে একজন ব্রিটিশ ক্রিমিনালকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্লু বার্ড বোয়িঙে থাকার কথা ছিল তাদের?'

'জ্বী, মনে আছে। সোহেল আমাকে বলেছিল, ওই ডিককে খুন করার জন্যে বোয়িংটা কেউ উড়িয়ে দিয়ে থাকলে অনেকেই আশ্চর্য হবে না, কারণ ডিকের নাকি অনেক শত্রু ছিল।'

'ব্যাপারটা আসলে ঘটেইনি, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'বোয়িং স্যাবোটাজের তদন্ত রিপোর্ট এফবিআই চেপে গেলেও, গোপন সূত্রে কিছু কিছু তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। সেদিন তুমি আর সাবলিমাই শুধু না, আরও অনেকেই বোয়িংটায় ওঠেনি।'

'আপনি ডিকের কথা বলছেন? প্লেনে সে ছিল না?'

'না, ছিল না,' বললেন রাহাত খান। 'ছিল না রিপলে বা মেকানও। কিভাবে আয়োজনটা করা হয় জানি না, তবে তাদের বদলে অন্য তিনজনকে প্লেনে তোলা হয়–তাদেরই পরিচয়ে। কেন তারা প্লেনে ওঠেনি, এখন তারা কোথায়, এ-সব কিছুই জানা যায়নি।' একটু থেমে রাহাত খান আবার বললেন, 'তবে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। সাড়ে চারশো প্যাসেঞ্জারকে বলি দেয়া হয় টেমপারা ও বোল্ডকে একজন ব্ল্যাকমেইলারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে।'

'স্যার?'

'জি-সি-এইচ-কিউ-বি মানে জানো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশন হেডকোয়ার্টার্স অভ ব্রিটেন, সংক্ষেপে জিসিএইচকিউবি। স্যাটেলাইট থেকে আসা ইনকামিং ডাটা ও র‍্যানডাম টেলিফোন কল রেকর্ড করাই ওই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

'ওখানে নোয়েল বিরহাম নামে এক লোক অ্যান্টি-টেরোরিস্ট সেকশনে কাজ করত। ওর কাজ ছিল আসলে দুনিয়ার টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলোর নাম, পরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি কমপিউটরে সংগ্রহ করা। এক বছর পর অবসর নেয়ার কথা ছিল তার, কিন্তু সরকার তাকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে বিদায় করেছে। সে যাই হোক, ওই নোয়েল বিরহাম ব্লু বার্ড বোয়িঙে ছিল

'ঘটনার এতদিন পর আমরা জানতে পেরেছি তার অফিসের এক লোক মুছে ফেলা কিছু ফাইল পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। বিরহাম বড় আকারের একটা কমপিউটর ব্যবহার করত, সে বিদায় নেয়ার পর তার ওই সহকর্মী বিরাট একটা ডিস্ক পায়–কয়েক গিগাবাইটের। ডিস্কটায় লেখা ছিল: "নোয়েল অন ফ্রীজিং"।'

'কমপিউটর সম্পর্কে আমি খুব কম জানি,' স্বীকার করলেন বস। 'তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে একটা হার্ড ডিস্ক থেকে ফাইলগুলো তুমি ডিলিট করার পরও, সবই আসলে থেকে যায়। অন্তত আবার তুমি ওটার ওপর অন্য কিছু যতক্ষণ না লিখছ। তো এই বুদ্ধিমান লোকটা ডিলিট করা ফাইলগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। ফাইলে কি আছে দেখার পর সংশ্লিষ্ট সবাই একেবারে চমকে ওঠে...'

'বোল্ডের প্ল্যান-প্রোগ্রাম, স্যার?'

'ঠিক তাই। বোল্ড লীডারদের নাম-ঠিকানা, কোন শহর কিভাবে তারা

নিজেদের দখলে আনবে তার ছক, কোন কোন দেশে বোল্ড শাখা বিস্তার করবে তার তালিকা–সংক্ষেপে বোল্ড সম্পর্কে সমস্ত তথ্য। ওই একই ডিস্কে কয়েকটা চিঠিও ছিল, তা-ও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। চমকে দেয়ার মত তথ্যটি হলো, নারীঘটিত একটা কেলেঙ্কারির কথা জানা থাকায় জেনারেল ক্লাইড মাইলস মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ব্ল্যাকমেইল করছে।'

'ওহ্, গড! আরও একটা?'

'সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান। 'আলোচ্য বিষয় হলো, পুনরুদ্ধার করা চিঠি থেকে জানা গেছে, নোয়েল বিরহাম সব কথা ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে ফাইলটা বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিল বোল্ডকে। সোজা কথায়, ব্ল্যাকমেইল।'

'আর তাই বিরহামকে বোয়িঙে ওঠার আমন্ত্রণ জানানো হয়, বিরহাম ওঠেও, এবং তাকে খুন করার জন্যেই বোয়িংটা উড়িয়ে দেয় বোল্ড?' ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু, স্যার, ব্ল্যাকমেইলাররা সাধারণত কপি রাখে...'

'বিরহাম ব্যাচেলর, রানা। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস তার ফ্ল্যাটে তল্লাশী চালিয়ে পুরানো একটা বাইবেলের ভেতর লুকিয়ে রাখা ডাটাবেস পাতাগুলো খুঁজে পেয়েছে। পাবার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পড়েছে বিষম সঙ্কটে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের রয়েছে গভীর বন্ধুত্ব, কিন্তু বিব্রত করা হবে বা বিপদে ফেলা হবে ভেবে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলতে পারছেন না যে ব্রিটিশ সরকার জানে বোল্ড তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে। ওরা যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, আমরা তখন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের মারভিন লংফেলোকে জানিয়ে দিই, কে কাকে ব্ল্যাকমেইল করেছে বা করছে, সব আমরা জানি–বোল্ড করছে প্রেসিডেন্টকে, আর বিরহাম করছিল বোল্ডকে। লংফেলো দেরি না করে আমাদের সাহায্য চেয়ে বসেছেন। তিনি চাইছেন সাপও মরুক আবার লাঠিও না ভাঙুক–অর্থাৎ, প্রেসিডেন্টের মুহূর্তের দুর্বলতা ফাঁস করা যাবে না, সিআইএ ও এফবিআই-এর সাহায্য পাওয়ার আশা করাও ভুল হবে, কিন্তু টেমপারা ও বোল্ডকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।'

'ভাল আবদার তো!'

'ঠিক আবদার নয়, অনুরোধ,' বললেন রাহাত খান। 'এ-ব্যাপারে মি. লংফেলো সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করতেও রাজি আছেন।'

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাহায্য পেলে কাজটা আমার একার পক্ষেই করা সম্ভব,' শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল রানা।

'ভেবো না তোমাদের ওপর আস্থার কোন অভাব আছে আমার,' বললেন রাহাত খান, নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার ধরাচ্ছেন। 'কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, চাপের মুখে হেনা ফলস সিগন্যাল পাঠিয়েছে কিনা।'

জবাবে মোক্ষম একটা যুক্তি দিল রানা, 'বিশেষ করে সেজন্যেই তার সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত, স্যার। সৎ পথে থাকতে চায় এমন একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে, তাকে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করা দরকার।' যেন অমৃত

পান করে মৃত্যুকে জয় করেছে ও, তাই হাসিমুখে মৃত্যুর মুখে দাঁড়াতে ওর বুক কাঁপবে না।

'সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমার,' বলে আলোচনা ভেঙে দিলেন রাহাত খান। 'তবে তোমার জায়গায় আমি হলে রওনা হবার আগে লংফেলোর সঙ্গে বসে একটা প্ল্যান তৈরি করে নিতাম। ঠিক আছে, এখন তোমরা আসতে পারো।'

পরবর্তী শুক্রবার লন্ডনে পৌঁছল রানা। হিথরোর ভিআইপি লাউঞ্জে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মি. মারভিন লংফেলো। নিভৃতে পৌনে এক ঘণ্টা আলাপ করল ওরা, তারপর কানেকটিং ফ্লাইট ধরে রানা সোজা চলে এল জেনেভায়।

জেনেভার হোটেল দু রোন লেকের ধারে বিশাল একটা প্রাসাদ। বোর্ডারদের এখানে যে-কোন ফাইভ স্টার হোটেলের চেয়েও বেশি খরচা করতে হয়, অবশ্য আরাম-আয়েশ আর সুযেগা-সুবিধেও সেই হারে বেশি পাওয়া যায়। মানসিকভাবে সুস্থ ও ভদ্র বোর্ডারদের বেশি আকর্ষণ করে এখানকার পরিবেশ। জেনেভায় ড্রাগস সেবন প্রায় একটা কালচারে পরিণত হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে টিন-এজাররা প্রকাশ্যেই এ-সব ব্যবহার করছে। কিন্তু দু রোনের গার্ডরা এদেরকে হোটেলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না। হোটেলের নিজস্ব সুপারমার্কেট, জিমনেযিয়াম, সুইমিং পুল, রেলস্টেশন, এয়ারস্ট্রিপ, এমন কি স্টেডিয়াম পর্যন্ত আছে।

একটা স্যুইট বুক করল রানা, তবে সেখানে বেশিক্ষণ থাকল না। ব্রিফকেসের গোপন কমপার্টমেন্ট খুলে নিজেকে সশস্ত্র করল, তারপর ফোন করল পাঁচশো তিন নম্বর কামরায়। টেপ করা কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল হেনা খুব নার্ভাস, ফোনে তাকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মনে হলো। বলল, রানা আসায় খুব খুশি হয়েছে সে।

সিঁড়ি বেয়ে এক ফ্লোর নিচে নামল রানা, চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে নক করল হেনার কামরায়। সম্ভবত নক হবার সিকি সেকেন্ড আগেই দরজার কবাট খুলে যেতে শুরু করেছিল, রানা সাবধান হবার বা পিছিয়ে আসার সুযোগ পেল না। দরজায় হাসছে হেনা, বোঝাই যায় ওকে দেখে আনন্দিত, হাত দুটো আক্ষরিক অর্থেই ছুঁড়ে দিল, জড়িয়ে ধরল রানার গলা ও ঘাড়, কঠিন আলিঙ্গনে বেঁধে পিছু হটে টেনে নিল ওকে ঘরের ভেতর, লাথি মেরে বন্ধ করে দিল পিছনের কবাট। 'কল্পনাও করতে পারবে না, রানা, তোমাকে দেখে কতটা খুশি হয়েছি আমি।' হেনার কণ্ঠস্বর ধনুকের ছিলার মতই টান টান, চোখ জোড়া থেকে যেন মিনতি ঝরে পড়ছে।

'তোমার মত আমিও খুশি, হেনা,' বলল রানা। 'ভাবিনি আবার আমাদের দেখা হবে।'

'না, ভুল বললে, আমার খুশির সঙ্গে তোমার খুশির তুলনা চলে না।' এবার হেনার চোখ দুটো নড়ছে, যেন ইঙ্গিতে বলতে চাইছে পরিবেশটা নিরাপদ নয়।

হেনার পিছনে দু'জন লোককে দেখতে পেল রানা—একজন একটা চেয়ারে, অপরজন ছোট একটা সেটীতে বসে আছে, দু'জনের পরনেই ধূসর রঙের সুট।

'ওহ্, ওরা!' যেন মনে পড়ে যাওয়ায় নিচু কণ্ঠে বলল হেনা 'এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট রিপলে আর মেকান। ওরা আমার বডিগার্ড, রানা।'

ঝট্ করে তথ্যগুলো মনে পড়ে গেল রানার। ডিক ওরফে 'দা ইডিয়ট' নামে কুখ্যাত এক ব্রিটিশ ক্রিমিনালকে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু রিপলে ও মেকান ডিককে নিয়ে ব্লু বার্ড-এর বোয়িঙে ওঠেনি। শেষ তথ্যটা স্বয়ং বস ওকে জানিয়েছেন।

রানার অনুভূতি হলো, বিষাক্ত সাপ ভর্তি একটা কামরায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওকে

এগারো

দরজার দিকে পিছন ফিরেই থাকল রানা, নিজের সামনে ধরে রেখেছে হেনাকে, যুক্তি খুঁজে পাবার জন্যে ওভারটাইম খাটছে খুলির ভেতর মস্তিষ্কটা। ডিক যদি টেমপারাদের বা জেনারেল মাইলসের প্রিয়পাত্র হয়, ব্লু বার্ড বোয়িঙে তার না থাকার যুক্তি আছে। কিন্তু রিপলে আর মেকান তো এফবিআই এজেন্ট, তারা কেন প্লেনে ওঠেনি? এর একটাই ব্যাখ্যা, ওরা দু'জনও হয় টেমপারাদের দলে নয়তো বোল্ডে নাম লিখিয়েছে। কিংবা এরা হয়তো আসল রিপলে ও মেকান নয়।

হেনার চোখে চোখ রাখল রানা। একটু আগের তার হাসি ও আনন্দ অকৃত্রিম ছিল না, এই মুহূর্তের সন্ত্রস্ত ভাবটাই বরং অকৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে। চোখ তুলল ও, হেনার কাঁধের ওপর দিয়ে রিপলে আর মেকানের দিকে তাকাল। দু'জনেই বিজয়ীর হাসি হাসছে।

রানাও হাসল, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি; তারপর মাথা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'তোমাকে উড়তে হবে···,' কথাটা শেষ করেনি, তার আগেই কঠিন একটা ধাক্কা দিল হেনাকে। হেনা ওর বাম দিকে ছিটকে পড়ছে, ক্ষিপ্রতায় এতটুকু বিরতি না দিয়ে ডান হাত চলে এল এএসপির নাইনএমএম-এর ওপর।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রিপলে, তার হাতও অস্ত্র পাবার জন্যে পিছন দিকে চলে যাচ্ছে, তবে রানা তাকে কোন সুযোগই দিল না—সরাসরি লাথি মারল উরুসন্ধিতে, তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠে ছিটকে সোফায় পড়ল সে। রানার হাতে অটোমেটিক বেরিয়ে এল, এই সময় প্রায় ফিসফিসে আওয়াজ ঢুকল কানে 'হেনা খুন হয়ে যাবে, রানা। হাতের ওটা ফেলে দাও।'

মেকান এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে হেনার গলা, হাতের পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে কপালে। কিন্তু রানার ধারণা, হোটেলের ছ'তলায় গোলাগুলি করার ঝুঁকি ওরা নেবে না।

রিপলের হাতেও বেরিয়ে এসেছে হ্যান্ডগান, তবে ব্যথায় এখনও কুঁকড়ে ছোট হয়ে আছে সে।

'একেই বোধহয় বলে আমেক্সিকান স্ট্যান্ড-অফ,' হেসে উঠে বলল রানা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ইতস্তত একটা ভঙ্গিতে নক হলো দরজায়।

'কে?' মেকান জানতে চাইল, কর্কশ ধমকের সুর।

'রুম সার্ভিস।'

'আমরা কিছু চাইনি,' বলল মেকান, তার গলাকে ছাপিয়ে উঠল রিপলের গোঙানি

'আমার ধারণা এক ভদ্রলোকের খানিকটা বরফ দরকার,' গলা চড়িয়ে বলল রানা, তারপর ফিসফিস করল, 'আমি বোধহয় ওর দাম্পত্যজীবনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি।'

'ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে স্পেশাল একটা গিফট নিয়ে এসেছি,' দরজার বাইরে থেকে ভোঁতা শোনাল গলাটা।

হেনাকে ছেড়ে দিল মেকান, পিঠে ধাক্কা খেয়ে রানার দিকে চলে এল সে 'সবাইকেই বলছি, কেউ কোন রকম বোকামি কোরো না,' বলে পিস্তলটা আড়াল করল মেকান।

'এফবিআই তোমাকে ভালই ট্রেনিং দিয়েছে, মেকান,' বলল রানা 'বোকার মত দল বদল করতে গেলে কেন?' হেনাকে ধরে এক পাশে সরিয়ে আনল, দেখল সিধে হয়ে বসার চেষ্টা করছে রিপলে, এক হাত দিয়ে এখনও চেপে ধরে আছে উরুসন্ধি।

'হাতটা ওখান থেকে সরাও!' চাপা গলায় ধমক দিল মেকান। তারপর দরজার দিকে ফিরে বলল, 'এক সেকেন্ড।' রিপলে হাত সরিয়ে সোফায় হেলান দিতে দরজার দিকে এগোল সে। তালা ঘুরিয়ে কবাট সামান্য একটু ফাঁক করল।

পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো দরজা, হঠাৎ করে প্রায় ভেল্কিবাজির মত কামরাটা ভরে উঠল লোকজনে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের জীবন্ত কিংবদন্তী জেমস ফিঞ্চলেকে চিনতে পারল রানা, চিনতে পারল সুসান নামে ওদের এক সুন্দরী এজেন্টকে, বাকি সবাই ওর অচেনা। ওরা প্রত্যেকে সশস্ত্র। রিপলে আর মেকানের যত দোষই থাক, অসম যুদ্ধে অংশগ্রহণের মত বোকা তারা নয়

'হ্যালো, জেমস!' অস্ত্রটা বামহাতে নিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'জানোই তো আমি তোমার ফ্যান, তবে দেখা হলো অনেক দিন পর…'

'তুমি জানো, ডিয়ার ফ্রেন্ড, আমিও তোমার ফ্যান,' হাসল জেমস ফিঞ্চলে 'তবে আমাদের যুগ তো প্রায় শেষ! রানার হাতটা ধরে ঝাঁকাল বার কয়েক 'ফিল্ডে এখন তোমরাই লাঠি ঘোরাচ্ছ।'

রানার হাত ছেড়ে দিয়ে রিপলে আর মেকানের দিকে ফিরল সে, গলা একটু চড়িয়ে বলল, 'সুইস পুলিস অপেক্ষা করছে নিচে। তোমাদের দুই সাপের সঙ্গে কথা বলতে চায় তবে, এখন না হলেও পরে, আমরাও তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।' সে দাঁড়িয়ে আছে দু'পা ফাঁক করে, কাঁধ জোড়া সামনে ঠেলে দিয়ে, যেন একটা ষাঁড় হামলা করার পজিশন নিয়ে আছে। বয়স কম হয়নি, কিন্তু

জেমস ফিঞ্চলে তার সেই 'উন্নত শির' পোজ বা ভঙ্গিটা আজও ধরে রেখেছে।

নিচে নয়, সুইস পুলিস ইতিমধ্যে ছ'তলায় উঠে এসেছে, দরজার বাইরে তাদের ইউনিফর্ম দেখতে পেল রানা। ও-ই তাদেরকে ভেতরে ডাকল, কি ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করে এবং প্রেসকে কিছু না জানাবার অনুরোধ জানিয়ে দুই ক্রিমিনালকে হোটেলের ব্যাকডোর দিয়ে পুলিস স্টেশনে নিয়ে যেতে বলল।

রিপলে আর মেকানকে নিয়ে পুলিস বেরিয়ে যাবার পর সোফা, চেয়ার ও সেটীতে ভাগাভাগি করে বসল সবাই। রানা আর হেনা মুখোমুখি। প্রথমে রানাই কথা পাড়ল। 'ওরা দু'জন তোমার ঘরে কি করছিল, হেনা?'

'তুমি মিলিকে নিয়ে পালিয়ে আসার পর পন্টিয়ো আর অনারিয়ো অতিমাত্রায় সাবধান হয়ে গেছে,' বলল হেনা। 'আমাকে ওরা এখনও অবিশ্বাস করে না, কিন্তু তবু ঝুঁকি নিতে রাজি নয়–সেই থেকে রিপলে আর মেকানকে দায়িত্ব দিয়েছে আমার ওপর নজর রাখার। ওরা আমার ছায়া বললেও কম বলা হয়।'

'কিন্তু তাহলে তুমি তোমার পাঠানো ক্যাসেট টেপে আমাকে সাবধান করোনি কেন?'

'আমি তো আসলে উঠেছি হিলটন ইন্টারন্যাশনালে,' বলল হেনা। 'শুধু শুক্র, শনি আর রোববার সন্ধের পর ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখানে পালিয়ে আসার প্ল্যান করেছিলাম। আজ যখন আমি তোমার ফোন পাবার আশায় অপেক্ষা করছি, তার আগেই ওরা রুম সার্ভিসের নাম করে ঘরে ঢুকে পড়ে–হিলটন থেকে পিছু নিয়ে এসেছিল, আমি টের পাইনি।'

'সুইটজারল্যান্ডে তুমি কেন এসেছ?'

'এখানকার ব্যাংকে টেমপারাদের টাকা আছে,' বলল হেনা। 'টাকা তোলা আর জমা দেয়ার কাজটা আমাকে দিয়েই করাচ্ছে ইদানীং।'

'এবার বলো, আমাকে তুমি ডেকেছ কেন?'

বাকি সবাইকে চট করে একবার দেখে নিল হেনা। 'এখুনি সব শুনতে চাও তুমি?'

'জেমস ফিঞ্চলের নেতৃত্বে এরা সবাই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট, হেনা,' বলল রানা। 'ওদের বস্ মি. মারভিন লংফেলো টেমপারা আর বোল্ডের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওরা সবাই বিশ্বস্ত, ওদের সামনেই যা বলার বলতে পারো তুমি।'

মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল হেনা, 'আগামী হপ্তায়, নেক্সট উইকএন্ডে, টেমপারা ভিলায় বিরাট একটা সমাবেশের আয়োজন চলছে। স্পেশাল ব্রিফিঙের জন্যে বোল্ডের মেইন লীডাররা–এরিয়া কমান্ডাররা–আসছে। বোল্ডের প্রধান যে-ই হোক, সে-ও উপস্থিত থাকবে। কোন একটা প্লট বা ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত করা হবে, সেই সঙ্গে উৎসব ধরনের কিছু একটাও অনুষ্ঠিত হবে–সেটা স্রেফ একটা পার্টিও হতে পারে, আবার বিয়ের অনুষ্ঠানও হতে পারে।'

'বিয়ে? কার বিয়ে?'

'তা আমি জানি না। তবে আয়োজন দেখে কারও বিয়ে করার কথা মনে হয়েছে আমার। কনের জন্যে বিশেষ ড্রেসের অর্ডার পাঠানো হয়েছে প্যারিসে, হীরের আঙটি আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।'

রানার চোখের সামনে নিকি সাবলিমার চেহারাটা ভেসে উঠল। তবে তার প্রসঙ্গটা ইচ্ছে করেই তুলল না ও। জানতে চাইল, 'ষড়যন্ত্র বা প্লটের ব্যাপারটা কি, কিছু জানতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল হেনা। 'শুধু জানি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু কি, সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আর জানি প্রতিটি মহাদেশ থেকে লোকজন আসবে।'

'পিসায় তোমার কবে ফেরার কথা?'

'এখানে আমার কাজ শেষ হবে সোমবার সকালে, কাজ শেষ হলেই অনারিয়ো আমাকে ফিরতে বলেছে।'

'তোমার পিছু নিয়ে রিপলে আর মেকান তো ফিরছে না,' বলল রানা। 'এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কি বলবে তুমি?'

'সোমবারের আগেই কিছু একটা করতে হবে,' বলল হেনা। 'সবচেয়ে ভাল হয় দু'জনের একজনকে দিয়ে অনারিয়ো বা পন্টিয়োর সঙ্গে ফোনে কথা বলাতে পারলে।'

'কি কথা?' জানতে চাইল রানা।

'ধরো রিপলেই কথা বলল অনারিয়োর সঙ্গে। বলল মানে বলতে বাধ্য করা হলো। অনারিয়োকে সে বলবে, তোমার সঙ্গে জেনেভায় তার দেখা হয়ে গেছে, মানে সে তোমাকে দেখেছে। খবরটা শুনে অনারিয়ো নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠবে। আমি জানি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সে। রিপলে তোমাকে দেখেছে শুনলে অনারিয়ো তাকে কি নির্দেশ দেবে আমি জানি।'

'কি নির্দেশ দেবে?'

'বলবে তোমাকে ওরা যেন খুন করে।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল হেনা। 'না, এ নির্দেশ না-ও দিতে পারে···বরং পিসায় তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলবে।'

'তারপর?'

'তারপর রিপলে ও মেকানের তরফ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাবে না ওরা,' বলল হেনা। 'এ থেকেই যা বোঝার বুঝে নেবে।'

'বুঝে নেবে আমি ওদেরকে গায়েব করে দিয়েছি। তারপর?'

'তারপর মানে?'

'মানে, ঠিক কি চাইছ তুমি? আমাকে ডাকার পিছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উদ্দেশ্য···উদ্দেশ্য, আমি চাই তুমি বা তোমরা কিছু একটা করো। এরিয়া কমান্ডার বা রিঙ লীডাররা একজায়গায় জড়ো হতে যাচ্ছে, জেনারেল মাইলস নিশ্চয় সেখানে থাকবে, থাকবে টেমপারারা, এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর পাবে তুমি?'

'তা হয়তো পাব না,' বলল রানা। 'কিন্তু সবাইকে বাদ দিয়ে আমার কথা কেন তোমার মনে পড়ল?'

'কেন, চিঠিতে তোমাকে আমি আভাস দিইনি?' বলল হেনা। 'সিআইএ ও এফবিআই বোল্ডের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিতে রাজি নয়। তোমাকে যে-সব তথ্য আমি দিয়েছি বা দিচ্ছি, এফবিআই-এর মি. হিউবার্টকেও তাই দিয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে চুপচাপ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বারবার তাগাদা দেয়ায় বলেছেন, এই মুহূর্তে বোল্ডের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয়া সম্ভব নয়।'

'তুমি চাও আমি পিসায়, টেমপারাদের ভিলায় যাই? কিন্তু একা আমি ওদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব?'

'একা কেন যেতে বলব। একা যাওয়ার মানে তো আত্মহত্যা করা। কিভাবে কি করবে সেটা তোমাদের ব্যাপার, রানা। তুমি একটা এজেন্সির কর্তা শুনেছি ইটালিয়ান মাফিয়ার সাহায্য নিয়ে অতীতে অনেক কাজ করেছ। কিভাবে কি করবে সেটা তোমার ব্যাপার। আমি শুধু পরিস্থিতিটা তোমাকে জানাতে চাইছি, আর বলছি যে তোমরা যদি কিছু করার সিদ্ধান্ত নাও, আমার সহযোগিতা পাবে। আমার একটা ন্যায়বোধ ও আদর্শ আছে, সেজন্যেই চাই টেমপারা আর বোল্ডের বিরুদ্ধে কিছু একটা করুক কেউ।'

খুক করে কেশে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জেমস ফিঞ্চলে।

'কিছু বলবে?' তার দিকে ফিরল রানা।

'যদি সুযোগ দাও,' বলে হাসল ফিঞ্চলে। 'আমার ধারণা, তোমাদের আলোচনায় একটা অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। আমি বোধহয় সেটা ভাঙতে পারি।'

'কিভাবে?'

'ইটালি পুলিসের সাহায্য তুমি পাবে বলে মনে হয় না,' বলল ফিঞ্চলে। 'কাজেই তোমাকে বাইরের সাহায্য নিয়ে টেমপারা আর বোল্ডের ওই সমাবেশে হানা দিতে হবে। জানি ব্যাপারটা গোপনে সারতে হবে, এবং ঝুঁকিও খুব বেশি, তবু আমরা তোমাকে সব রকম সাহায্য করতে রাজি আছি। আমার বস্, মি. লংফেলো, সেই নির্দেশই দিয়েছেন আমাকে।'

'ধন্যবাদ, জেমস,' বলল রানা। 'এরইমধ্যে তোমাদের সাহায্য পেয়েছি, এবং ধারণা করি আরও সাহায্য আমার দরকারও হবে। তবে আমি একটা টেলিফোন পাবার অপেক্ষা করছি,' হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল ও, 'এখন থেকে আধ ঘণ্টা পর। ওই ফোন কলটা না পাওয়া পর্যন্ত কোন প্ল্যানই চূড়ান্ত করা যাবে না।'

'সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের কামরায় ফিরে যাই, তুমি মিস হেনাকে নিয়ে নিজের স্যুইটে চলে যাও। ফোন পাবার পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো, ঠিক আছে?'

'সেই ভাল,' উৎসাহের সঙ্গে ফিঞ্চলের প্রস্তাবে রাজি হলো হেনা। তবে কৌতুক করার সুযোগ পেয়ে লোভটা সে দমন করতে পারল না 'মি. জেমস ফিঞ্চলে, আপনিও তো জীবন্ত কিংবদন্তী– তবে লেডিকিলার হিসেবেও আপনার

খ্যাতি কম নয়। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, আপনি আমাকে অবশ্যই ডিনার খাওয়ার প্রস্তাব দেবেন। কারণ আপনার সাবেক নায়িকাদের চেয়ে আমি নিজেকে কম সুন্দরী বলে মনে করি না। অথচ তার বদলে আমাকে আপনি রানার হাতে তুলে দিচ্ছেন!'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল জেমস ফিঞ্চলে। জবাবটা হেনাকে নয়, রানাকে দিল সে, 'ওহে, তোমার বান্ধবীকে বলে দাও, জেমস ফিঞ্চলে জানে কার সঙ্গে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে পারবে না।'

'এ তোমার বিনয়, ফিঞ্চলে,' বলল রানা। 'তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা হার-জিতের কোন প্রশ্ন আসলে নেই। তোমার কথা জানি না, আমি অন্তত কোন মেয়ে দেখলেই তার পিছনে দৌড়াই না।'

খোঁচাটা যদি লেগেও থাকে, লেগেছে বলে ফিঞ্চলের চেহারা সাক্ষ্য দিল না। পাল্টা খোঁচাটা সে হাসি মুখেই দিল, 'কোন চিন্তা নেই, মিস হেনা, রানার সঙ্গে নির্ভয়ে তুমি যেতে পারো—ও তোমার জন্যে নিরাপদ।'

'হায়, তোমরা যদি জানতে নিরাপদ পুরুষকে কতটা অপছন্দ করে মেয়েরা!' রানার হাত ধরে টান দিল হেনা। 'চলো, তোমার কামরায় যাই, পরীক্ষা করে দেখি।'

'পরীক্ষা করে দেখবে? কি?' রানা অবাক।

'পরীক্ষা করব যা শুনেছি তা সত্যি কিনা।'

'কি শুনেছ?'

'তুমি নাকি সুন্দরী কাউকে পেলে ছাড়ো না!' সবার কান বাঁচিয়ে ফিসফিস করল হেনা।

'ওহ্, গড! এ-সব কে যে রটায়!' হেনার হাত ধরে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

স্বেচ্ছায় নয়, সুন্দরী হেনার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হলো রানা। রাহাত খান ঘড়ির কাঁটা ধরে নির্দিষ্ট সময়েই ফোন করলেন। শুধু একটা নম্বর দিলেন তিনি, সেটা নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে পাবলিক বুদ থেকে বসকে ফোন করল ও। সঙ্গে নোটবুক আর পেন্সিল নিয়ে এসেছে, আধ ঘণ্টা আলাপ হলো, নোট নিতে হলো তিন পৃষ্ঠা।

এরপর অন্য একটা ফোন বুদ থেকে ইটালির বিশেষ একটা নম্বরে ফোন করল রানা, সাঙ্কেতিক পরিচয় বিনিময় করল, তারপর অপর প্রান্ত থেকে পরামর্শ দিয়ে ওকে বলা হলো—জেনেভার ইটালিয়ান দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন, রানা যেন আজ রাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

ম্যারাথন বৈঠক শেষ হলো প্রথম দফায় রাত তিনটের দিকে, তারপর দ্বিতীয় দফায় পরদিন বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয়ে থেমে থেমে সারাদিন ও রাত পর্যন্ত চলল।

রোববার রাতে হোটেলে ফিরে হেনার রুমেই হেনাকে সময় দিতে পারল রানা কিন্তু রুম সার্ভিসকে ডেকে ডিনারের অর্ডার দিলেও, খেতে বসে জরুরী

কাজের কথা পাড়ল ও। 'টেমপারাদের ভিলায় আমি গেছি ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি কিছু দেখার সুযোগ পাইনি। কি দেখেছি বলি, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কি দেখিনি।'

চোখে একটু রাগ, একটু অভিমান, তবে কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল হেনা।

লেক থেকে ভিলায় প্রবেশ করার পথ, জোড়া বোটহাউস, কাঁকর ছড়ানো ড্রাইভওয়ে আর হলওয়ের বর্ণনা দিল রানা। সবশেষে ডাইনিং রুম, ওকে দেয়া বেডরুম আর কমপিউটর অ্যানালিস্ট-এর অফিস কামরার কথা বলল।

'খাওয়ার সময় কথা বললে হজমে আমার বিঘ্ন ঘটে,' বলল হেনা, বাধ্য হয়েই তার সম্মানার্থে অপেক্ষা করতে হলো রানাকে।

রুম সার্ভিস টেবিল পরিষ্কার করে চলে যাবার পর সেটীতে বসে প্রকাণ্ড হ্যান্ডব্যাগটা খুলল হেনা, ভেতর থেকে কয়েকটা নকশা বের করে ইঙ্গিতে নিজের পাশে বসতে বলল রানাকে। নকশায় চোখ রাখতেই লেক মাসাসিউকোলির তীরে ভিলাটা চিনতে পারল রানা। 'বাড়ির পিছন দিকে খুব বড় একটা বাগান আছে,' বলল হেনা। 'আর বাড়ির ভেতর আছে প্রকাণ্ড একটা বলরুম। এ দুটো যদি দেখে না থাকো, আমি বলব ভিলার কিছুই তুমি দেখোনি।'

'এতগুলো নকশা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি?' প্রকাশ্যে রানা বিস্মিত, মনে মনে সন্দিগ্ধ। 'তোমার ভয় নেই, ব্যাগটা সার্চ করা হতে পারে?'

'তুমি দেখতে চাইবে, এটা ধরে নিয়েই এগুলো এনেছি,' বলল হেনা, হাসছে না। 'আর মেয়েদের শরীরে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে বহু কিছু লুকিয়ে রাখা যায়। তবে সবার সামনে সেখানে হাত দেয়া যায় না বলে মাঝে মধ্যে ওগুলো ব্যাগে রাখতে হয়।' দ্বিতীয় নকশাটার ভাঁজ খুলল সে, তাতে ভিলার পিছনের বাগানটা আঁকা, নকশার সঙ্গে কয়েকটা ফটোগ্রাফও রয়েছে। ফটোতে সাইপ্রেস ট্রি, ছাদ সহ পাথর বসানো হাঁটার পথ, গ্রীক ও রোমান দেবদেবীদের স্ট্যাচু, অনেকগুলো কৃত্রিম ঝর্না, বড়সড় একটা গোলাপ বাগান ইত্যাদি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কিছু ফটোতে ওয়াটার ট্রিকস দেখা গেল—গোপন ফোয়ারা, নির্দিষ্ট কোন ফ্ল্যাগস্টোনে পা পড়লে ফোয়ারা আত্মপ্রকাশ করবে, আকাশের দিকে বিস্ফোরিত হবে বহুরঙা জলের অসংখ্য ধারা।

বাগানটার বেশ খানিক পিছনে ঢাল, আর ওখান থেকে টাসকান পাহাড়তলি শুরু, ঢালের মাথায় সমতল একটা মাঠ আছে। টেমপারাদের সম্পত্তি চিহ্নিত করে রেখেছে ফার ও সাইপ্রেসের দীর্ঘ ও আঁকাবাঁকা একটা রেখা। বাগানের ডান দিকে বিশাল একটা গ্রীনহাউস, সঙ্গে মালীদের একটা কটেজ, মূল ভিলা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। 'এই কটেজটায় কারা থাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানা।

তিক্ত হাসল হেনা। 'জানি কি ভাবছ। অনারিয়ো আমাকে ভালবাসে, বিশ্বাসও করে, অথচ বাড়িতে কেন থাকতে দেয় না, এই তো? এর জন্যে দায়ী তুমি আর মিলি—তোমরা পালিয়ে আসার পর থেকে অসম্ভব সতর্ক হয়ে গেছে

ওরা, কোন ব্যাপারেই এতটুকু ঝুঁকি নেয় না।'

'আমি ভিলায় যাচ্ছি, গিয়ে ওই কটেজেই থাকব,' বলল রানা। 'ওখানে লুকানো মাইক্রোফোন থাকতে পারে, ফিরে গিয়ে সব তুমি খুঁজে বের করবে। তবে অকেজো করবে আমি পৌঁছাবার কাছাকাছি সময়ে। তখন ওরা এত ব্যস্ত থাকবে, ব্যাপারটা হয়তো খেয়ালই করবে না। এবার আমাকে বলরুম সম্পর্কে একটা ধারণা দাও। আগামী শনিবারে মূল অনুষ্ঠানটা তো ওখানেই হবে, তাই না?'

আরেকটা নকশার ভাঁজ খুলল হেনা। বলরুমটা গোটা ভিলার প্রায় পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে, তবে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নয়, আন্ডারগ্রাউন্ডে। এখানেও অসংখ্য স্ট্যাচু দেখা গেল, সিলিং থেকে প্রকাণ্ড আকারের ছ'টা ঝাড়বাতি ঝুলছে, ওয়াল লাইটিং-এর আলো আসলে পেইন্টিংগুলোকে উদ্ভাসিত করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। একজোড়া পিকাসো চিনতে পারল রানা, একটা ম্যাটিস; পিকাসোর অন্তত একটা ছবি ত্রিশ বছর আগে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অভ মডার্ন আর্ট থেকে চুরি হয়েছিল, কোথায় যেন পড়েছে রানা। 'এবার বলো, এখানে কি ঘটবে?'

'আগেই বলেছি, কি ঘটবে জানি না,' বলল হেনা। 'তবে এটুকু জানি যে বলরুমটা দু'বার ব্যবহার করা হবে।'

'কি রকম?'

'যাই ঘটুক, শুরুটা হবে শনিবার বিকেলে, রোববার সারাদিনও বলরুম ব্যবহার করা হবে,' বলল হেনা। 'কারণ রোববারেই বোল্ডের এরিয়া কমান্ডাররা জড়ো হবে ওখানে। ভিলায় এত বেশি কামরা নেই যে সব মেহমানকে ছুটির দেড়টা দিন থাকতে দেয়া যাবে, তাই স্পেশাল একটা ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে। মেহমানরা বাসে করে আসবে, শনিবার রাতে থাকবে ভায়ারেগিয়ো আর পিসায়, তারপর রোববারে সবাইকে বোটে তুলে নিয়ে আসা হবে ভিলায়।' হেনা কথা প্রসঙ্গে আরও জানাল, তার ধারণা, এরিয়া কমান্ডারদের বিশেষ একটা প্ল্যান সম্পর্কে ব্রিফ করা হবে সেদিন। প্ল্যানটা ওরা খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করতে চায়, খুব বেশি হলে এক মাসের মধ্যে।

'আর শনিবারে কি ঘটবে?' জানতে চাইল রানা। 'তুমি বিয়ে বা পার্টির কথা বলেছ।'

'সবই আমার ধারণা, আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে আমি জানি না। শুধু জানি বোল্ডের প্রথম সারির লীডাররা উপস্থিত থাকবে। এমন হতে পারে, শনিবারে ওরা হয়তো প্ল্যানটা চূড়ান্ত করবে, পরদিন রিঙ লীডার বা এরিয়া কমান্ডারদের ব্রিফ করার জন্যে।'

'বিয়ের কনেটা কে? তুমি নও তো?'

'সন্দেহটা আমার মনেও জেগেছিল,' হাসল হেনা। 'কিন্তু সবাই জানে একটা বউ থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে করা খ্রিস্টানদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে বিয়ে করতে চাইলে অনারিয়ো প্রথমে এলিনাকে ডিভোর্স করত।'

'ডিভোর্স বা খুন, কোনটাই সে করেনি—কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা 'স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সবই তো সে জানে।'

'মেরে ফেললে বা ডিভোর্স করলে তো এলিনাকে আসলে মুক্তি দেয়া হয়,' বলল হেনা। 'অন্তত অনারিয়োর যুক্তি তাই বলে। সে এলিনাকে রোজই ফটোগুলো দেখায়···ওই যে, যে ফটোতে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখা যায় তাকে। এটাই এলিনার শাস্তি।' হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল হেনা। 'আরে, একটা কথা তো ভুলেই গেছি–যে প্ল্যান বা অপারেশন ফাইনাল করতে যাচ্ছে বোল্ড, সেটার নাম দেয়া হয়েছে টাইফুন। অনুষ্ঠান বা উৎসব প্রসঙ্গে কে একজন বলছিল–অপারেশন টাইফুনের আগেই আয়োজনটা করতে হবে, তারপর আর সময় পাওয়া যাবে না।'

'আমি যদি তোমার কটেজে গোপনে পৌঁছাতেও পারি, বলরুমে কি ঘটছে না ঘটছে দেখার কোন সুযোগ পাব না, কি বলো?'

'পাবে!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল হেনা। 'শোনো, ভিলার কাঠামো বদলাবার সময় বুদ্ধি করে এই কাজটা কেউ করে রেখেছে।' নকশাগুলো আবার বের করল সে। 'বিশেষ করে এই নকশাটা অ্যাক্সিডেন্টালি পেয়ে গেছি আমি।' একটা নকশায় আঙুল রেখে বড়সড় কটেজের বিরাট ফায়ারপ্লেসটা দেখাল ফায়ারপ্লেস থেকে তার আঙুল একটা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল ধরে এগোচ্ছে, শেষ হয়েছে বলরুমের একদিকের দেয়ালে এসে। 'ফায়ারপ্লেস থেকে এক প্রস্থ সিঁড়ি নেমে গেছে, পাথর কেটে তৈরি করা। তারপর একটা প্যাসেজ। বলরুমের প্যানেলিং-এর দূরপ্রান্তে শেষ হয়েছে সেটা। ওখানেই তুমি পাবে ওয়ান-ওয়ে মিররটা গোটা বলরুম দেখতে পাবে, অথচ তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। কি মজা, তাই না?'

'মজা, তবে মজাটা মাটি হয়ে যেতে পারে। ওখানে গিয়ে হয়তো দেখব কয়েকজন লোক বলরুমের অনুষ্ঠান রেকর্ড করছে ভিডিও ক্যামেরায়।'

'তা যদি করেও, আগে থেকে জানতে পারব আমি,' বলল হেনা। 'কিন্তু রানা, সব কথা তুমি আমাকে খুলে বলছ না কেন? ভিলায় তুমি কিভাবে যেতে চাও? তোমার সঙ্গে কারা, কতজন থাকবে? আমি জানতে চাইছি, তোমার প্ল্যানটা কি?'

'আমরা ইটালি সরকারের সাহায্য নিচ্ছি,' বলল রানা। 'সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে।'

হেনার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'ইটালি পুলিস তো টাকা খেয়ে··· রানাকে মাথা নাড়তে দেখে চুপ করে গেল সে।

'পুলিস নয়, ইটালিয়ান ইন্টেলিজেন্সও নয়,' বলল রানা। 'আমাদেরকে সাহায্য করবে নিউক্লিয়ো অপেরাটিভো সেন্ট্রালে ডি সিকিউরেৎসা, অর্থাৎ ইটালিয়ান কাউন্টার টেরোরিস্ট ইউনিট। সামরিক বাহিনীর সদস্য ওরা, টেরোরিস্ট বিরোধী অ্যাকশন আর জিম্মি উদ্ধার অপারেশনে দক্ষ। ওদের কোডনেম পিনোকি। তবে ওরা একটা শর্ত দিয়েছে।'

'কি শর্ত?'

'টেমপারাদের ভিলায় বোল্ডের সমাবেশ শুরু হয়েছে, শুধু এটা জানার পর অ্যাকশন নেবে, তার আগে নয়,' বলল রানা 'সমাবেশের প্রকৃতি, জড়ো হওয়া

লোকজন সশস্ত্র কিনা, সংখ্যায় কত···অর্থাৎ সমস্ত বিবরণ পাবার পরই শুধু ভিলায় হানা দেবে। এর মানে বোঝো?'

'ওরা ভেতরের কারও সাহায্য চাইছে–আমার,' বলল হেনা।

'না। ওরা চাইছে প্রথমে আমি ভিলায় ঢুকব, সবকিছু দেখে ওদেরকে রিপোর্ট করব, তারপর ওরা অ্যাকশন শুরু করবে। বলছে, ভিলার আশপাশেই ওত পেতে থাকবে ওদের লোকজন, সামরিক চপার সহ।'

'এরকম শর্ত দেয়ার কারণ?'

'টেমপারাদের হাত খুব লম্বা,' বলল রানা। 'হানা দেয়ার পর যদি দেখা যায় সমাবেশটা নির্দোষ কোন সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রীসভার অর্ধেকের বেশি সদস্য পিনোকির বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।'

হেনা চিন্তামগ্ন হলো। খানিক পর জানতে চাইল, 'তুমি কি ঠিক করেছ?'

'আমি যাব।'

চোখ বড় করল হেনা। 'কিভাবে?'

'প্যারাসুট নিয়ে বাগানে নামব,' বলল রানা। 'শনিবার ভোরের দিকে। তুমি আমাকে রিসিভ করবে। প্ল্যানটা পরে তোমাকে আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করব, তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথম প্রশ্ন, সাবলিমার কথা কিছুই শোনোনি?'

'না।' মাথা নাড়ল হেনা।

'এমন কি হতে পারে, শনিবারে তারই বিয়ে?'

প্রায় চমকে উঠল হেনা। এক সেকেন্ড রানার চোখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'সাবলিমা কি তাহলে গাড়িবোমায় মারা যায়নি?'

'না, যায়নি।'

'তাহলে কোথায় সে?'

'আমি তো সেই প্রশ্নই করছি তোমাকে।'

'ওহ্, গড! রানা, সত্যি বলছি, এ-ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না।'

'বেশ, জানো না। এ-প্রসঙ্গ থাক। এবার বলো, ভিলায় টেমপারাদের শক্তি কতটা? ক'জন বডিগার্ড, কেমন দক্ষ তারা?'

'লেকে তুমি দু'জনকে মেরে এসেছ–পিনেট আর রিচিকে,' বলল হেনা। 'এখনও ওদের বডিগার্ড দশ কি বারোজন, মেয়েগুলোকে নিয়ে ষোলো কি সতেরো জন। এদের মধ্যে হায়াকোমা সবসময় আমার দিকে খারাপ চোখে তাকায়, আমি তাকে যতটা পারা যায় এড়িয়ে চলি। ব্রেখেট আর পাবলো সম্ভবত টেমপারাদের চাকরি করে না, কারণ ওদেরকে আমি টেলিফোনে অন্য কারও কাছ থেকে আদেশ-নির্দেশ পেতে দেখেছি। ব্রেখেট জার্মান, হায়াকোমা জাপানি। এরা সবাই তরুণ রুশো বডিবিল্ডার। ওদের প্রায় সবারই মার্শাল আর্ট-এ ট্রেনিং নেয়া আছে। হায়াকোমা কারাতে জানে। আর মেয়েগুলো···'

'ওদের কথা থাক।'

'কিন্তু তুমি কি জানো, ওরা শুধু বডিগার্ড নয়, পুরুষ বডিগার্ডদের মনোরঞ্জন করাও ওদের চাকরির একটা শর্ত?'

'থাক,' বলল রানা। 'এলিনা আর জুলিয়ানার কথা বলো। ওরা কি গুলি চালাতে জানে?'

'এলিনা জানে,' বলল হেনা। 'জুলিয়ানার কথা বলতে পারব না।'

'ভিলায় আর কেউ নেই?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

মাথা নাড়ল হেনা। 'কই, আর কারও কথা তো মনে পড়ছে না।'

'একজনের কথা ভুলে গেছ তুমি,' বলল রানা। 'রিপলে আর মেকানের যাকে বোয়িঙে তুলে লন্ডনে নিয়ে যাবার কথা ছিল।'

'ওহ্, মাই গড! হ্যাঁ, দ্য ইডিয়ট! ডিক! ওই ডিকই এখন টেমপারা ভাইদের বডিগার্ডদের প্রধান। ডিক তোমাকে দু'আঙুলে টিপেই খুন করবে। ওটা স্রেফ একটা সাইকো। দৃষ্টি পছন্দ হয়নি, এই অজুহাতেও নাকি মানুষ খুন করেছে ও। বিরাট শরীর। তবে টেমপারাদের খুব যে সে পছন্দ করে, তা কিন্তু মনে হয় না। গলায় রশি জড়িয়ে বিড়াল মারা তার প্রিয় একটা শখ। সে আসার পর থেকে ভিলার আশপাশে কোন বিড়াল নেই।'

রানা বলল, 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসও আমাকে সাহায্য করবে এই অপারেশনে। আমি প্লেন থেকে ঝাঁপ দেয়ার কাছাকাছি সময়ে, আগে বা পরে, বোটহাউসে একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে তোমাকে। খুব একটা ক্ষতি হবে না, তবে আওয়াজটা হবে শোনার মত। বিস্ফোরক তুমি কটেজেই পাবে। রাতে ভিলায় ক'জন পাহারা দেয়?'

'টহলে থাকে দু'জন,' বলল হেনা। 'তবে পিছনের বাগানে তারা যায় না। ভেতরে টহল দেয় একজন।'

'তোমার আর আমার, দু'জনের শরীরেই হোমারস ইমপ্ল্যান্ট করা হবে—হোমিং ডিভাইস। তাছাড়া, দু'জনের কাছেই ছোট কমিউনিকেশন প্যাক থাকবে। তোমার থাকবে লিপস্টিক হোল্ডারে। কিভাবে অপারেট করতে হয় দেখিয়ে দেব—ঘোরালেই মে-ডে সিগনাল প্রচার শুরু হয়ে যাবে। তবে সময়ের আগে মে-ডে কল পাঠিয়ো না। ওই সিগনাল পেয়েই ভিলায় হানা দেবে পিনোকি। তুমি কোথায় থাকবে জানবে তারা, কাজেই আহত হবার কোনও ভয় নেই। প্রয়োজনে, সামনে যাকে পাবে তাকেই ঝাঁঝরা করে দেবে ওরা—প্ল্যানটা সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে।

'শুধু পাহাড় হয়ে বাগান থেকে নয়, লেক হয়েও আমাদের লোক হানা দেবে। আরেক দল আসবে পিসা থেকে ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনে, প্যারাসুট নিয়ে নামবে তারা।'

হেনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় নক হলো দরজায়। সেটা ছেড়ে দরজার কাছে চলে এল রানা। 'কে?'

'ফিঞ্চলে।'

দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল জেমস ফিঞ্চলে, হাতে একটা এনভেলাপ। 'স্যাটেলাইট ফটো, রানা লন্ডন থেকে পাঠানো হয়েছে। দেখো মেয়েটিকে চিনতে পার কিনা।'

এনভেলাপ খুলে কমপিউটরে বড় করা এবং কালার ফ্যাক্স যোগে পাঠানো

ফটোটা বের করল রানা। ফটোর দিকে তাকিয়ে আছে ও, মনে কোন সন্দেহ জাগছে না। তারপর হঠাৎ হার্টবিট বাড়তে শুরু করল। রানা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

মেয়েটির মাথা ও ঘাড়ের ছবি স্পষ্টই উঠেছে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে সে। অনারিয়োর একজন লোক লঞ্চে উঠতে সাহায্য করছে তাকে, তার চুল বাতাসে পতাকার মত উড়ছে। বিস্ময়ের ধাক্কাটা ধীরে ধীরে সামলে নিল রানা। সারা শরীরে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে। পোড়া লাশটা সাবলিমার ছিল না, জানা সত্ত্বেও ওর মনে সন্দেহ ছিল—সাবলিমাকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখা হয়নি। সে গায়েব হয়ে যাবার পর এই প্রথম নিশ্চিতভাবে জানা গেল, সাবলিমা সত্যি বেঁচে আছে।

বারো

সোমবার সকালের ফ্লাইট ধরে জেনেভা ত্যাগ করল হেনা। বিদায় নেয়ার সময় শুধু বলল, 'শনিবার ভোরে আবার তাহলে আমাদের দেখা হচ্ছে।'

হোমিং ডিভাইস ঠিকমত কাজ করছে কিনা জানা গেল বিকেল তিনটের দিকে। পিসায় নিরাপদেই ল্যান্ড করেছে হেনার প্লেন। এনওসিএস-এর অপারেশনাল চীফ ব্রিগেডিয়ার মারিয়ো রেমন আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট মেজর পেলিয়ো বুত্তাচেল্লি কাল রাতেই জেনেভায় পৌঁছেছে, হেনাকে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিয়েছে তারা। সঙ্গে দু'জন ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট ছিল, রানা ও হেনার শরীরে হোমিং ডিভাইস ফিট করেছে তারা।

ব্রিগেডিয়ার রানার সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক আলাপ করে সেদিনই ফিরে গেলেন ইটালিতে।

জেমস ফিঞ্চলে তার সহকারীদের নিয়ে জেলখানায় গেল বিকেল পাঁচটার দিকে। এক ঘণ্টা পর রিপলে আর মেকানকে নিয়ে রানার স্যুইটে ফিরে এল তারা। অনারিয়োকে টেলিফোন করবে রিপলে। ফোনে সে তার বসকে কি বলবে, সব একটা কাগজে লিখে রেখেছে রানা। ব্রিগেডিয়ার মারিয়ো রেমনের অ্যাসিস্ট্যান্ট মেজর পেলিয়ো বুত্তাচেল্লিও রয়েছে কামরায়। হোটেল ম্যানজমেন্টকে বলে আগেই নিজের স্যুইটে কয়েকটা এক্সটেনশন লাইনের ব্যবস্থা করে রেখেছে রানা। একটা ফোনে কথা বলবে রিপলে। সে কি বলে না বলে তা শুনবে ওরা তিনজন এক্সটেনশন লাইন থেকে—রানা, ফিঞ্চলে ও বুত্তাচেল্লি। ফিঞ্চলের সঙ্গে চারজন লোক আর একটা মেয়ে রয়েছে, তারা রিপলে ও মেকানকে কাভার দেবে।

ফোন করার আগে রিপলেকে রানা বলল, 'কাগজে যা লেখা আছে তার বেশি একটা কথাও তুমি বলবে না। বেফাঁস কিছু বলামাত্র গুলি করা হবে—দু'জনকেই।'

'কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ?' জিজ্ঞেস করল মেকান। 'আমাদেরকে যদি আমেরিকায় ফেরত পাঠানো হয়, ওরা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে ঠিকই, কিন্তু প্রতিদিন নতুন নতুন নরক দেখিয়ে ছাড়বে।'

'পাপ করলে তো ভুগতে হবেই,' বলল রানা। 'তবে রিপলে যদি কথামত কাজ করে, কথা দিচ্ছি, তোমাদেরকে আমেরিকায় না পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। সুইস সরকারকে আমরা অনুরোধ করব, তোমাদেরকে যেন এখানেই আজীবন জেলের ঘানি টানায়।'

'কি বলো, রিপলে?' জিজ্ঞেস করল মেকান।

'এফবিআই-এর হাতে পড়ার চেয়ে সুইস জেলে থাকা হাতে স্বর্গ পাওয়ার সমান,' বলল রিপলে। 'আমি রাজি।'

'ঠিক আছে, এবার তাহলে ডায়াল করো,' বলল রানা, কামরায় উপস্থিত সবার দিকে পালা করে তাকিয়ে নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল ও।

রিপলে ডায়াল শুরু করল, হাতটা কাঁপছে।

'প্রনটো!' অপরপ্রান্ত থেকে ইটালিয়ানে বলল অনারিয়ো, মানে হালা, 'জলদি!'

'অনারিয়ো, আমি রিপলে…'

'কোন জাহান্নামায় আছ তোমরা, স্ট্যানলি? আমার লোকজন এইমাত্র রিপোর্ট করল হেনার সঙ্গে তোমরা প্লেনে চড়োনি!'

'তাকে আমরা একা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি, অনারিয়ো…'

'তোমার কাছে আমি মি. টেমপারা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, মি. টেমপারা…কিন্তু আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি যে লোকটা সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে অ্যালার্ট করে দিয়েছিলেন, সেই যে এসপিওনাজ এজেন্ট মাসুদ রানা…'

'সেই বেজন্মাটা? কোথায় সে?' প্রচণ্ড আক্রোশে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল অনারিয়ো, হঠাৎ যেন তার গায়ে আগুন ধরে গেছে।

'জেনেভায়, মি. টেমপারা,' বলল রিপলে, ঢোক গিলল। 'মিস হেনার কাছাকাছি আসেনি সে, তবে আমরা তাকে দু'বার দেখেছি। মিস হেনাকে ব্যাপারটা আমরা জানাইওনি। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে রানা এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে।'

'বছরের এ-সময়ে? যতটুকু আছ তারচেয়ে বেশি বোকা হয়ো না, গাধা কোথাকার! এখন সে কোথায়, জানো?'

'ছোট একটা হোটেলে উঠেছে। এই মুহূর্তে ওখানেই পাওয়া যাবে তাকে। এখন আমরা কি করব, অনারি…মি. টেমপারা?'

'যেভাবে পারো ধরো শালাকে। দু'জনে না পারলে লোক ভাড়া করো। যেমন করেই হোক শালাকে ধরে নিয়ে এসো এখানে। ফার্স্ট লেডিকে হাজির করে তাকে একটা চমক দেব আমরা।' চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

'ঠিক আছে, বস্, ঠিক আছে। এখুনি ব্যাটাকে ধরছি আমরা। কোন সমস্যা হলে ফোন করে জানাব।'

'তা জানিয়ো, তবে তাকে যদি ধরতে না পারো ফোন করার দরকার নেই, তোমাদের ফিরে আসারও দরকার নেই। শুধু পিছন দিকটায় খেয়াল রেখো, কারণ এই কাজে ব্যর্থ হলে বেঁচে থাকতেও ব্যর্থ হবে তোমরা।' অনারিয়ো যোগাযোগ কেটে দিল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে তাতে বমি করল রিপলে।

'তোমাদের স্বর্গবাস নিশ্চিত হলো,' সহাস্যে বলল রানা, তারপর জেমস ফিঞ্চলের দিকে ফিরল। 'সুইস পুলিসকে বলো, তাদের আসামী নিয়ে যাক তারা।'

তিনটে গাড়ি নিয়ে রাতের অন্ধকারে এয়ারপোর্টে পৌঁছাল ওরা। একটা গাড়িতে রানা, জেমস ফিঞ্চলে আর মেজর বুত্তাচেল্লি। বাকি দুটো গাড়িতে সুইস ইন্টেলিজেন্স আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন। ওপরমহলের সুপারিশ থাকায় কাস্টমস চেকিং-এর ঝামেলা পোহাতে হলো না। চার্টার করা প্লেন পিসায় পৌঁছাল রাত সাড়ে এগারোটায়।

এয়ারপোর্টের ভেতর, টারমাকে, একটা প্রাইভেট কারে অপেক্ষা করছিলেন ব্রিগেডিয়ার মারিয়ো রেমন। মেজর বুত্তাচেল্লি শুধু রানাকে নিয়ে উঠল তাতে। ব্রিগেডিয়ারকে রানার প্রথম প্রশ্ন, 'কোনও ইনফরমেশন লিক হলে কিন্তু অপারেশন ভণ্ডুল হয়ে যাবে, পৈত্রিক প্রাণ হারাবার কথাটা না হয় বাদই দিলাম।'

'আমার অফিসাররা নিজেদের কাজ বোঝে, সিনর রানা,' ব্রিগেডিয়ার দৃঢ়স্বরে আশ্বাস দিলেন, ড্রাইভিং সীটে বসে আছেন। 'নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন ইনফরমেশন লিক হবে না।' তারপর তিনি পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন। 'আগেই আপনাকে বলা হয়েছে আমাদের অপারেশনের নাম—প্রতিরোধ। আমি, বুত্তাচেল্লি তিনজন ট্রুপ লীডার আর আমাদের কমান্ডার অফিসার ছাড়া আর কেউ জানেই না কি ঘটতে যাচ্ছে। সৈন্যদের ব্রিফ করা হবে প্লেনে তোলার খানিক আগে, এয়ারপোর্টে—ওখানে কারও কাছে কোন বেতারযন্ত্র বা টেলিফোন থাকবে না। অফিশিয়াল ফোন থাকবে, কিন্তু প্রতিটি কল কমপিউটরের মাধ্যমে আসবে বা যাবে, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড হয়ে যাবে, প্রতিটি মনিটরে আমরা তা দেখতেও পাব।'

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে দশ মিনিট ছুটল গাড়ি, ঢুকল পাঁচিল ঘেরা একটা ব্যারাক এরিয়ায়। বড় একটা বিল্ডিঙে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কমান্ডিং অফিসার জেনারেল ভ্যালেটি। সিকিউরিটির ব্যাপারে তাঁকে ব্রিগেডিয়ারের চেয়েও বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হলো। রানার সঙ্গে এক ঘণ্টা পরামর্শ করলেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমেই জানতে চাইলেন রাহাত খানের শরীর-স্বাস্থ্য কেমন আছে। ওঁরা যে পরস্পরের বন্ধু, বসের টেলিফোনে সে তথ্য আগেই অবশ্য পেয়েছে রানা।

একটা বিল্ডিঙের তিনতলায় থাকতে দেয়া হলো রানাকে। ব্যারাকটা চলে কঠিন সামরিক নিয়মে, কাজেই সৈন্যদের কাউকে জানতেই দেয়া হলো না মেহমানের পরিচয়, এমন কি চোখের দেখাও দেখতে দেয়া হলো না।

তবে পরদিন সকালে প্যারেড গ্রাউন্ডে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো ট্রুপস-এর সামনে দিয়ে রানার হাঁটার আয়োজন করা হলো, ফিল্ডে তারা যাতে দেখামাত্র চিনতে পারে রানাকে।

তারপর ব্যারাকের একটা অফিসে রানার ইনফিলট্রেশন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বসল ওরা। সিদ্ধান্ত হলো, এইচএএলও (হাই অলটিচ্যুড লো ওপেনিং) জাম্প বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। ড্রপ জোন সীমিত, প্লেনটাকে উড়ে যেতে হবে উঁচু জমিনের ওপর দিয়ে–টেমপারাদের ভিলার পিছন দিকটা ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড়ে ঠেকেছে। ব্রিগেডিয়ার জানালেন, কাল সকালেই রওনা হবে ট্রুপদের প্রথম দলটা, শুক্রবার সকালে ভিলার পিছনে পৌঁছে যাবে তারা।

রানা কখন পৌঁছাবে সে-সম্পর্কে হেনাকে একটা আনুমানিক সময় জানানো হয়েছে। কটেজের পিছনে একটা বিস্ফোরকের প্যাকেট পাবে সে। পাবার পর কোনও এক সুযোগে লুকিয়ে রেখে আসবে বোট হাউসে। ওই আনুমানিক সময়েই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বিস্ফোরক ফাটিয়ে ভিলার গার্ডদের বিভ্রান্ত করবে ও। রানাকে যে পাইলট নিয়ে যাবে তার পরামর্শই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সে জানাল, তার পক্ষে লেকের কিনারায় পৌঁছানো সম্ভব–সরাসরি পুসিনি স্ট্যাচুর দশ হাজার ফুট ওপরে। তারপর সে তার সেসনার এঞ্জিন বন্ধ করে দেবে, লেকটা পার হবে গ্লাইড করে, ড্রপ জোন-এর মাথায় পৌঁছাবে নিঃশব্দে। ইতিমধ্যে নিচে নেমে আসবে সেসনা, রানা জাম্প করবে আটশো ফুট ওপর থেকে। তার ধারণা, এতে জাম্পটা নিখুঁত হবে, টার্গেটে নামতে রানার কোন সমস্যা হবে না।

হপ্তার বাকি ক'টা দিন আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো। হোমিং ডিভাইস ছাড়া আর কি সঙ্গে রাখবে রানা? ওরা বলল, ওয়েট সুট পরা উচিত, কারণ বাধ্য হয়ে লেকের পানিতেও নামতে হতে পারে ওকে। কিন্তু সাধারণ জাম্প সুট ছাড়া অন্য কিছু পরতে রাজি হলো না রানা। মিলিটারি বুটের বদলে আরামদায়ক ক্যানভাস শূ চাইল ও। অস্ত্র হিসেবে নিয়ে যাবে নিজের অটোমেটিক, চারটে এক্সট্রা ম্যাগাজিন সহ। একটা ম্যাগাজিন অটোমেটিকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। আর নেবে একটা ছুরি। ব্রিগেডিয়ার ও মেজর বারবার অনুরোধ করলেও, গ্রেনেড বা কোন রকম বিস্ফোরক নিতে রাজি হলো না ও। বলল, 'ও-সব তো ট্রুপদের সঙ্গে প্রচুর থাকবেই, শুধু শুধু বোঝা বাড়াতে যাই কেন।'

বাকি দিনগুলো পালা করে জিমনেযিয়ামে নিবিড় ব্যায়াম করে ও দীর্ঘ বিশ্রাম নিয়ে কাটাল রানা। দিনের নির্দিষ্ট একটা সময় ওর জন্যে জিমনেযিয়াম খালি রাখার ব্যবস্থা করা হলো। হেনার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ওর মনে প্রথমদিকে যে সন্দেহ ছিল তা অনেক আগেই দূর হয়ে গেছে। হেনা, রিপলে ও মেকান তিনজনই এফবিআই এজেন্ট, রিপলে ও মেকানকে সুইস পুলিসের হাতে তুলে দেয়ার পর হেনাকে যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা গেছে সেটা ভান হতে পারে না বলেই রানার বিশ্বাস। তবে রিপলে ও মেকান নকল লোকও হতে পারে। অপারেশন 'প্রতিরোধ' সফল হবে কি হবে না, এ নিয়ে কোন রকম

দুশ্চিন্তায় ভুগছে না ও, কারণ জানে প্রাণ বাজি রেখে কোন কাজে নামার আগে দ্বিধায় ভোগাটা ক্ষতিকর। তবে হেনার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ও, উদ্বিগ্ন সাবলিমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন দেখবে তা নিয়ে। ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্টে সাবলিমাকে পুরোপুরি সুস্থ বলে মনে হয়নি ওর। ছ'মাস নিখোঁজ থাকার সময়টা তার ওপর দিয়ে কি গেছে না গেছে ঈশ্বরই বলতে পারবেন। একটা বিদঘুটে প্রশ্নও আছে মনে–বিয়েটা কার? যদি সাবলিমার হয়, বরটা কে? প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন উঠে আসে–সাবলিমা যদি কনে হয়, তাহলে কি ধরে নিতে হবে বোল্ড বা টেমপারাদের দলে নাম লিখিয়েছে সে? নাকি তাকে বাধ্য করা হবে কনে সাজতে?

বৃহস্পতিবার দুপুরের আগে একদল ট্রুপ রওনা হয়ে গেল, ভিলার পিছন দিকের সমতল এলাকায় পৌঁছে দেয়া হবে তাদেরকে, সেখান থেকে তারা পায়ে হেঁটে শুক্রবার ভোরের দিকে হাজির হবে ড্রপ জোনে। পৌঁছাবার পর নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবে, এবং নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাবে পিসায়।

যেমনটি আশা করা হয়েছিল, শুক্রবার সকালে প্রথম রিপোর্ট পেল ওরা। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, লেক তীরবর্তী টেমপারাদের ভিলায় একদল কেইটারার পৌঁছেছে। রিপোর্ট পড়ে ব্রিগেডিয়ার রেমন মন্তব্য করলেন, 'বেশ বড় একটা পার্টির জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। প্রচুর মদ, বিপুল খাদ্য–সুপ থেকে বাদাম কিছুই বাদ রাখেনি।'

রানা বলল, 'জানতে চেষ্টা করুন কেইটারাররা থাকছে, নাকি ওয়েটারদের রেখে চলে যাবে?'

বিকেলের রিপোর্টে জানা গেল, কেইটারাররা চলে গেছে, তাদের আনা সমস্ত জিনিস ভরে রাখা হয়েছে রিফ্রিজারেটরে। রানার মনে পড়ল, কিচেন ও কুকিং এরিয়া ভিলার পিছন দিকটায়, কাজেই ধরে নিল সৈন্যরা বিনকিউলার নিয়ে ভিলার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

সেসনা ওকে নিয়ে রওনা হলো রাত একটায়। একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে রানার উদ্দেশে হেসে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল পাইলট। দশ হাজার ফুট ওপর থেকে গ্লাইড শুরু করল প্লেন, ধীরে ধীরে ভিলার দিকে নামছে।

অলটিমিটারের কাঁটার ওপর চোখ, সেটা দু'হাজার ফুট স্পর্শ করতে ডানদিকের দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলল রানা। আকস্মিক দমকা বাতাসে প্লেন যাতে কোর্স থেকে সরে না যায় তার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে পাইলট। রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখা হয়েছে, কাজেই 'গুড লাক' বলার সময় চিৎকার করতে বাধল না পাইলটের, অনুরোধ করল ড্রপ জোন থেকে ও যেন মোর্স কোড ফ্ল্যাশ করে। মাথা ঝাঁকিয়ে প্লেন থেকে বেরিয়ে ডানার অবলম্বনে পা রাখল রানা।

সামনে আলোর একটা চকচকে ভাব লক্ষ করল ও, প্রায় একই সঙ্গে বোটহাউসের দিকে আরও উজ্জ্বল ও বড় একটা আলো ঝলসে উঠল বিস্ফোরণের শব্দ সহ। হেনা তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়নি। অন্ধকারে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ও, আলোর বিন্দুটা এক সময় সরাসরি ওর নিচে চলে এল। জাম্প করল

রানা–পতন শুরু হতে দারুণ উপভোগ্য একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। কয়েক সেকেন্ড পরই কর্ড ধরে টান দিল, খুলে গেল প্যারাসুট, কিন্তু মুখ তুলে ওপরে তাকিয়েও ক্যানাপিটা দেখতে পেল না, আজ রাতে অন্ধকার এতই গাঢ়।

দেখতে না পেলেও কর্ড ধরে ক্যানাপিটাকে নিয়ন্ত্রণ করল রানা, তা না হলে বাতাসের টানে অন্য দিকে চলে যাবার ভয় আছে। হালকাভাবেই মাটি স্পর্শ করল পা। রানা ছুটছে, ক্যানাপিটা ওর চারপাশে নেমে এল। হারনেস খুলে নিজেকে মুক্ত করল ও। অন্ধকারে ভাল করে দেখতেই পেল না কোত্থেকে ছুটে এল এক লোক, প্যারাসুটটা পোঁটলা পাকিয়ে দ্রুত আবার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। বাতাসের গন্ধ শুঁকছে। বিস্ফোরণ ঘটানোয় কাজ হয়েছে বলে মনে হলো। লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে আসছে লেকের দিক থেকে।

অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে, বাম দিকের এক সারি গাছ লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর সামনে ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল রানা। দেখতে পায়নি, শুধু অনুভব করল আশপাশে কেউ একজন আছে। ফিসফিস করে বলল, 'পেত্নী?'

উত্তরটা কানে ঢুকতে লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড, 'ভূত?'

কল্পনাও করতে পারেনি এত কাছে সে, তিন পা এগোতেই তার সামনে পৌঁছে গেল রানা। ওর একটা হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হেনা। বড় একটা কাঠামোকে পাশ কাটাল ওরা, রানা আন্দাজ করল–গ্রীনহাউস। একটা দরজা খুলে রানাকে ভেতরে ঠেলে দিল হেনা, তারপর নিজেও ঢুকল, কিন্তু আলো জ্বালল না। প্রায় এক মিনিট নড়ল না হেনা। রানার মনে হলো, হেনা দম আটকে অপেক্ষা করছে। তারপর ধীরে ধীরে রানার বুকের সামনে চলে এল সে। কোমল, কিন্তু দীর্ঘ আলিঙ্গনে ওকে বেঁধে রাখল, এতক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলছে। তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে আলো জ্বালল সে। পরিচ্ছন্ন একটা কামরার ভেতর দিয়ে ছোট একটা কিচেনে নিয়ে এল রানাকে। 'বেডরুম নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কাউচটাকে বেড বানানো যায়,' ফিসফিস করল হেনা। 'তবে একটা সমস্যা হয়েছে। কটেজ থেকে ওরা আবার আমাকে ভিলায় তুলে নিয়ে গেছে।'

'ও। বাকি সব ঠিক আছে?'

'আজ রাতে অত্যন্ত ব্যস্ত ওরা,' বলল হেনা, এখনও নিচু গলা। 'ঠিক বুঝতে পারছি না কি ঘটছে।'

'কি ঘটবে আমরা তো জানিই,' বলল রানা। 'কাল, রোববার, রিঙ লীডারদের ব্রিফ করা হবে। আজ কোনও এক সময় শুরু হবে পার্টি।'

'কথাটা তোমাকে ঠিক কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না,' ইতস্তত করছে হেনা। 'পার্টিটা আসলে···ওটা আসলে পার্টি নয়, রানা–বিয়ের অনুষ্ঠান।'

'তো?'

'জানি তুমি আঘাত পাবে,' ফিসফিস করল হেনা। 'কারণ সাবলিমাকে তুমি পছন্দ করো, হয়তো ভালই বাস…'

'কি বলতে চাও, হেনা?'

'বিয়েটা ওরই, রানা, সাবলিমার।'

'ওহ্, গড! কার সঙ্গে?'

হেনাকে হতভম্ব দেখাচ্ছে, বোকার মত তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'সত্যি ভালবাস, তাই না? সেজন্যেই তুমি আমার সঙ্গে…এক কামরায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকা সত্ত্বেও একবারও তুমি…' হেনার চোখ ছলছল করছে।

'এখন এই প্রসঙ্গ, হেনা? তোমার কি মাথা খারাপ হলো?' রাগ চেপে বলল রানা। 'সাবলিমা আমার একজন প্রিয়পাত্রী, এক সময়কার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, কিন্তু তোমরা যে অর্থে ভালবাসা বলো সেরকম কিছু আমাদের মধ্যে ঘটেনি। আর তুমি যদি ভেবে থাকো আমি তোমাকে অবহেলা করেছি, ভুল করবে। কাজের ব্যস্ততায়…'

রানার কথা শেষ হলো না, অকস্মাৎ সামনের দরজায় ঘুসি মারার জোরালো আওয়াজ হলো। তারপরই যে শব্দটা ভেসে এল, বুঝতে অসুবিধে হলো না কেউ একজন দরজাটা খোলার চেষ্টা করছে।

'এখান থেকে নড়ো না,' বলে রানার ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়াল হেনা। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'আসছি।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল হেনা।

দরজা খোলার আওয়াজ শুনল রানা। অনুভব করল, হাতে বেরিয়ে এসেছে এএসপি অটোমেটিক। সেফটি অফ করল, নাক নিচের দিকে, ধরে আছে দু'হাতে, যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

'আমি ইডিয়ট। ভিলা থেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে। চারদিকটা ঘুরে ভাল করে দেখব। শুনলাম এদিকে নাকি কোন পাগল এসেছে।'

ব্যথায় কাতরে উঠল হেনা। দেরি না করে কিচেনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা, হাতের পিস্তল তাক করল এক লোকের বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির মাঝখানে। লোকটার মাথায় সোনালি চুল, হাঁ করে হাসায় দেখা গেল প্রায় সবগুলো দাঁতই সোনার, হাত দুটো মুগুর আকৃতির, চোখ জোড়া টকটকে লাল। 'এক চুল নড়বে না,' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা।

পরমুহূর্তে ওকে চমকে দিল নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি। ঝট করে হেনার দিকে একবার তাকাল রানা। কেমন যেন বিষণ্ন ও ম্লান দেখাল তাকে। ইডিয়ট অর্থাৎ ক্রিমিনাল ডিক-এর দিকে তাকাতে এবার সাবলিমাকেও দেখতে পেল রানা, ডিকের পিছন থেকে বেরিয়ে আসছে। ডিকের আরেক পাশ থেকে বেরিয়ে এল আরও দু'জন বডিগার্ড।

হাসি থামিয়ে সাবলিমা ডিককে বলল, 'শান্ত হও, ইডিয়ট।' ডিকের কাঁধ চাপড়ে দিল সে, যেন আদর করল। তারপর রানার দিকে ফিরল সে। 'তুমি উড়ে আসায় আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছি, রানা। তুমি আমার একটা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে। বিলিভ ইট অর নট, ঠিক তোমাকেই আমার দরকার ছিল। জানি

বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে তোমার, তবে কথাটা সত্যি–আজ আমার বিয়ে। এবং আমি চাই, তুমিই আমাকে সঁপে দেবে।' আবার খিলখিল করে হাসতে শুরু করল সাবলিমা।

সেই পুরানো সংশয়টা ফিরে এল রানার মনে। সাবলিমা কি সুস্থ? নাকি পাগল হয়ে গেছে?

তেরো

'আমরা বহু, রানা, আর তোমরা মাত্র দু'জন,' বলল সাবলিমা। 'বিশ্বাস না হয়, জানালার পর্দা সরিয়ে দেখতে পারো, গোটা কটেজ ঘিরে ফেলা হয়েছে। হাতের ওটা ফেলে দাও, প্লীজ।' স্কার্টের সঙ্গে হাতকাটা ব্লাউজ পরেছে সে, হাতটা এমন ভঙ্গিতে লম্বা করল, রানা যাতে তার কনুইয়ের উল্টোপিঠটা দেখতে পায়–সেখানে বিন্দু বিন্দু অসংখ্য কালচে দাগের সমষ্টি। এই দাগ রানার পরিচিত। নেশা জাতীয় কোন ড্রাগস নিয়মিত ইঞ্জেক্ট করা হয় তাকে।

পিস্তলের ট্রিগার টিপবে কি টিপবে না ভেবে ইতস্তত করছে রানা, অকস্মাৎ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইডিয়ট। এই ক্ষিপ্রতার বুঝি কোন তুলনা হয় না, রানা কিছু টেরই পায়নি। ওর ডান হাতের কব্জি ধরে মোচড় দিল সে, অসহ্য ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও, আঙুল থেকে খসে পড়ল অস্ত্রটা।

'আগ্নেয়াস্ত্র খুব খারাপ জিনিস।' ইডিয়টের কণ্ঠস্বর গভীর, একঘেয়ে ও বেসুরো; এত ধীর, যেন মস্তিষ্ক থেকে অনেক খুঁজে বের করে আনতে হচ্ছে প্রতিটি শব্দ। 'অস্ত্র নিয়ে কখনোই খেলতে নেই। তাতে মানুষের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আমি জানি, কারণ খুব ছেলেবেলায় আমার বাপের অস্ত্র নিয়ে একদিন খেলতে গিয়ে গুলি করে ফেলি। ছোট ভাই হাসছিল, তার খোলা মুখে ঢুকে যায় বুলেটটা। বাধ্য হয়ে মাটিতে পুঁততে হলো তাকে, কারণ বাবা বলল, তা না হলে সে নাকি পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে।' লোকটার হাতির মত মোটা পা সামান্য একটু নড়ল, মেঝেতে ঘষা খেয়ে নাগালের অনেক বাইরে চলে গেল রানার পিস্তল।

কব্জিটা ডলছে রানা, হেনার দিকে ফিরতে সে-ও ওর দিকে তাকাল, তার চোখে প্রশ্ন–সে কি এখন মে-ডে সিগন্যাল পাঠাবে? রানা একচুলও না নড়ে শুধু চোখের মণি জোড়া বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘোরাল, সঙ্কেত দিল, 'না।'

'সন্দেহ নেই,' সরাসরি সাবলিমার দিকে ফিরে বলল রানা, 'টেমপারাদের ভিলাতেই আমার মরণ লেখা আছে। মারা যাব, তাতে দুঃখ নেই, পেশাটাই এরকম, কিন্তু প্রশ্ন হলো–আমার মৃত্যুতে তোমার কেন কোন ভূমিকা থাকবে? তোমার মনে এই যদি ছিল, তাহলে ডালেসে আমাকে প্লেনে উঠতে না দিয়ে বাঁচালে কেন?'

সাবলিমা সহাস্যে জবাব দিল, 'ও, বুঝেছি, তোমার ধারণা প্লেনে বোমা

থাকার কথা আমি জানতাম। না, রানা, জানতাম না।'

'তাহলে তুমি পালাচ্ছিলে কেন?'

'প্লেনে উঠতে ওরা আমাকে বাধা দিল, তাই পালাচ্ছিলাম। বাধা দিল আমার বরের লোকজন। আসলে তখনকার আমি আর এখনকার আমি এক মেয়ে নই, রানা। তখন তাঁর সঙ্গে বিয়েতে আমি রাজি ছিলাম না। জোর করে বিয়ে করতে চাইছিলেন, তাই পালাতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু গত ছ'মাসে আমার মন-মানসিকতায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমাকে যিনি বিয়ে করতে চাইছেন, তাঁর ভবিষ্যৎ এতটাই উজ্জ্বল হতে যাচ্ছে, বলতে পারো, ঈশ্বরের পরই তাঁর নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরবে। তাঁর প্ল্যান-পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারলে তুমিও স্বীকার করবে, শুধু আমেরিকায় নয়, গোটা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করবেন তিনি। আমি হব ফার্স্ট লেডি অভ দা ওয়ার্ল্ড। গৌরব করার মত একটা ব্যাপার না? তাই মত পাল্টে, বুদ্ধিমতীর মত, তাকে আমি বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি।'

'কিন্তু লাশটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গাড়ি-বোমায় কাকে তোমরা খুন করলে?'

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল সাবলিমা। 'আমার ওপর খুনের দায় চাপানোটা তোমার উচিত হচ্ছে না, রানা। কারণ তুমি খুব ভাল করেই জানো যে আমি একটা মাছিও মারতে পারি না। ওটা আমার হবু বরের নির্দেশে তাঁর লোকজনের কাজ। চিন্তা করে দেখো, তিনি আমাকে কতটা ভালবাসেন! আমাকে পাবার জন্যে রাস্তার একটা দেহপসারিণীকে টাকার লোভ দেখিয়ে আমার হোটেলে তুলে আনে ওরা, তারপর গাড়ির চাবি দিয়ে তাকে একটা পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। আকারে ও চেহারায় আমার সঙ্গে মেলে এমন একটা মেয়েকেই বেছে নেয় ওরা, তাকে আমার কাপড়ও পরায়। পার্টি-টার্টি মিথ্যে কথা, বুঝতেই পারছ। গাড়িতে বোমা ছিল, ওরা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে সেটা ফাটিয়ে দেয়।'

'কেন? নিরীহ একটা মেয়েকে খুন করার পিছনে যুক্তিটা কি ছিল?'

'আমার হবু বর আর তাঁর মিত্রপক্ষ তোমাকে ভয় পাচ্ছিল। ভয় আরও অনেককে পাচ্ছিল। তাই সবাইকে বোঝানোর দরকার ছিল যে আমি বেঁচে নেই। সবার মত তুমিও বিশ্বাস করেছ, আমি মারা গেছি।'

'না, বিশ্বাস করিনি,' বলল রানা। 'লাশটা দেখেই আমি বুঝতে পারি ওটা তোমার নয়।'

'ও, আচ্ছা, তাই তো বলি! তাহলে আমি বেঁচে আছি জেনেই তুমি এসেছ, ভেবেছ আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে? হায়, রানা, হায়! তুমি সেই আগের মতই বোকা রয়ে গেছ। পুরুষমানুষের মন এত নরম হলে কি চলে! ভেবে দেখো, নিজের কতবড় সর্বনাশ করে বসেছ! বোকারাই এমন সাহস করে। এবার মরো!'

'বোয়িংটা কে ওড়াল, সাবলিমা? কার হাতে ছিল রিমোট কন্ট্রোল?'

'চোপ!' গর্জে উঠল ইডিয়ট। 'আর একটাও কথা নয়!'

আবার ডিকের কাঁধ চাপড়ে দিল সাবলিমা। 'শান্ত হও, ইডিয়ট। ও তো মরতেই এসেছে, কাজেই বলুক না কি জানতে চায়। রিমোট কন্ট্রোল ছিল এলিনার হাতে, রানা। কাজটা সে করতে চায়নি, তবে পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবার অপরাধে করতে বাধ্য করা হয় তাকে। বোয়িঙের মালিক বারবি হপকিন্স ছিল প্লেনে, আর এলিনা যেহেতু তার সঙ্গে শুয়েছিল, তাই তাকেই রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টেপার দায়িত্ব দেয়া হয়। এটাকে তুমি কি বলবে, রানা? প্রতিশোধ গ্রহণের এই ধরনটাকে? স্ত্রীকে দিয়ে কাজটা করাবার পর আমার হবু বর আর অনারিয়ো দু'জনেই একমত হয়েছে, ব্যাপারটা ছিল পোয়েটিক জাস্টিস।' দ্রুত প্রচুর কথা বলায় একটু হাঁপাচ্ছে সাবলিমা। 'ভাল কথা, বোয়িংটা কেন উড়িয়ে দেয়া হলো, জিজ্ঞেস করবে না? বারবিকে খুন, ওটা তো ছিল উপরি পাওনা। উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেয়া, সেই সঙ্গে দেউলিয়া ব্লু বার্ড এয়ারলাইন্স কিনে নেয়া। তবে আসল কারণ ছিল…'

দম নেয়ার জন্যে থামল সাবলিমা।

'কি ছিল আসল কারণ?'

'এক লোক আমার হবু বর আর তাঁর মিত্রদের ব্ল্যাকমেইল করছিল, রানা। তার নাম…'

'নোয়েল বিরহাম,' বলল রানা। 'তার সম্পর্কে সবই আমরা জানি।'

'সবই যখন জানো, তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি।' চোখ মটকে হাসল সাবলিমা। 'তবে এক সময়কার বন্ধুত্বের খাতিরে আমার অনুরোধটা ফেলো না, রানা, প্লীজ আজ আমার বিয়ে, আর আজই তুমি মরতে এলে। তবু অনুরোধ করি, এসো, তোমার মৃত্যু আর আমার বিয়ের দিনটাকে যে যার নিয়তিকে মেনে নিয়েই স্মরণীয় করে রাখি আমরা। আমাকে সঁপে দেয়ার পবিত্র দায়িত্বটা তুমিই পালন করো, প্লীজ।'

'তাতে আমার লাভ?'

হেসে উঠল সাবলিমা। 'জানতাম এই প্রশ্নটাই করবে তুমি। লাভ আছে, রানা। তোমার একার নয়, তোমার নতুন বান্ধবী হেনারও লাভ হবে। আমাকে তুমি সঁপে দিতে রাজি হও, আমি কাল রাত পর্যন্ত তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করব। আর কাল রাত পর্যন্ত বেঁচে থাকলে আগামী মাসে কি ঘটতে যাচ্ছে তা শোনার সুযোগ পাবে তুমি।

'ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখে কোন লাভ হয়েছে, রানা? তিনি কি দুনিয়াটাকে ভাল করতে পেরেছেন? মানুষকে তিনি সৎ করতে পেরেছেন? আমার হবু স্বামী বলছেন, ঈশ্বর যা পারেননি, তিনি তা পারবেন—কথার কথা নয়, করে দেখাবেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হবে, রানা। প্রথমদিকে কিছু রক্তপাত ঘটবে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু তারপরই দুনিয়াটা হয়ে উঠবে এক কথায় স্বর্গরাজ্য। কেউ রেপ করলে, রেপ করার যন্ত্রটাই কেটে ফেলা হবে। কেউ ড্রাগস নিলে, ক্রেতা ও বিক্রেতা সহ দুই পরিবারের অভিভাবকদেরও ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। তুমি চুরি করবে, তোমার দু'হাত কেটে ফেলা হবে। খুনের বদলে শুধু খুন নয়, যে খুন করবে তার প্রিয়জনদেরও খুন করা হবে।

এতে কিছু সময় লাগবে, কিন্তু তারপর দেখা যাবে অপরাধ করা তো দূরের কথা, কেউ কাউকে চোখ রাঙাতেও সাহস পাচ্ছে না। এটাই তো চায় সবাই, তাই না? নিরাপত্তা। শান্তি। আর এই নিরাপত্তা আর শান্তিই সমৃদ্ধি বয়ে আনবে, রানা।'

'তোমার হবু বরটি কে, নিকি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

এক পাক নেচে নিল সাবলিমা, খিলখিল করে হাসছে, যেন বাস্তবতার সঙ্গে তার মনের কোন সংযোগ নেই। 'আমি বোল্ডের জয়েন্ট লীডার হতে যাচ্ছি, রানা। আশা করি বোল্ড সম্পর্কে নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'ওরা আমাকে ফার্স্ট লেডি বলে ডাকবে। এটা আমার কোডনেম, রানা। আর আমার স্বামীর কোডনেম গডফাদার। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমি সুপারিশ করতে পারি, কিন্তু মনে হয় না তিনি আমার অনুরোধ রাখবেন। কারণ আজ যে তাঁকে কৃত্রিম পা নিয়ে হাঁটতে হচ্ছে, এর জন্যে তো তুমিই দায়ী। শুধু কি কৃত্রিম পা? তুমি তাঁর অনেক কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছ। মুখটাই তো রাখোনি। ওরা বলছে বটে, প্লাস্টিক সার্জারি অনেকটাই ফিরিয়ে আনতে পারবে, কিন্তু তাতে সময় লাগবে দীর্ঘ কয়েক বছর। তুমিই তো দায়ী, তাই না, রানা? তুমিই আমার হবু বর জেনারেল ক্লাইড মাইলসকে আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছ?'

'হোয়াট! তুমি ওই...' রানা বলতে যাচ্ছিল, 'খুনীকে বিয়ে করতে যাচ্ছ?' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কংগ্রাচুলেশন্স, নিকি। তুমি মহৎপ্রাণ এক সমাজ-সংস্কারককেই বিয়ে করতে যাচ্ছ।'

'ধন্যবাদ, রানা।'

'সত্যি খুশি হলাম। হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে আমি তার হাতে সঁপে দেব।'

'চলো তাহলে, ভিলায় যাই,' বলল সাবলিমা। 'আজ রাতে গোলমেলে কি যেন একটা ঘটছে। কোথায় যেন কি একটা ফেটেছে, সেজন্যে আমার সৎ ছেলেরা একটু নার্ভাস ফীল করছে।'

'তোমার বিয়ের ব্যাপারে তারা খুশি?'

'খুশি মানে? তারা রীতিমত উল্লসিত। জেনারেল অবশ্য শর্ত দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে না দিলে পার্টনার হিসেবে ওদেরকে তিনি না-ও নিতে পারেন।'

সাবলিমা দরজা খুলে দিল। রানা আর হেনার ঘাড়ে দুইহাত রাখল ইডিয়ট। লোকটার গায়ে এত শক্তি, রানা ও হেনার পা মাঝে মধ্যে মাটিও স্পর্শ করছে না। বডিগার্ডরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সাবলিমা দরজা বন্ধ করে পিছু নিল। রানা সতর্ক, লক্ষ করল ম্যাগাজিন ভর্তি তাজা বুলেটসহ ওর পিস্তলটা কটেজের বন্ধ দরজার সামনে পড়ে রয়েছে।

গোটা ভিলা আলোর বন্যায় ভাসছে। সবাইকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এল সাবলিমা, একটা দরজা খুলে কিচেন এরিয়ায় প্রবেশ করল, সেখান থেকে হলওয়ের দিকে হাঁটছে। আগে একবার এসেছে, জায়গাটা চিনতে পারল রানা।

'হেই! হেই! এদিকে তাকাও! সবাই এদিকে তাকাও, দেখো কি পেয়েছি আমি!' সবার আগে রয়েছে সাবলিমা, চিৎকার করছে। প্রথমেই ওরা পন্টিয়ো আর অনারিয়োকে দেখতে পেল, চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, দু'পাশে ও সামনে-পিছনে একজন করে বডিগার্ড।

'ওহ্, গড!' অনারিয়োর চোখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর উল্লাস ফুটে উঠল। 'সেই জোকারটা না, নাছোড়বান্দা মাসুদ রানা?'

'তবে স্পর্ধার প্রশংসা করতে হয়,' বলল পন্টিয়ো। 'বিনা আমন্ত্রণে চলে এসেছে। নামাও ওদের, ইডিয়ট।'

বোঝা গেল নির্দেশ পালনে সারাক্ষণ তৈরি থাকে ইডিয়ট। পন্টিয়োর গলা বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই বন্দী আর বন্দিনীকে ছেড়ে দিল সে। মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল রানা ও হেনা।

'বিনা আমন্ত্রণে আসার অর্থ বেআইনী অনুপ্রবেশ,' বলল অনারিয়ো। 'আর বেআইনী অনুপ্রবেশের শাস্তি কি জানো তো, মি. রানা? স্রেফ গুলি করে মারা হয়।'

'তার আগে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে,' সিঁড়ির মাথা থেকে প্রায় যান্ত্রিক ও কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল সাবলিমা, 'জেনারেল! মি. মাইলস! প্লীজ, প্লীজ। এখুনি আপনি নামবেন না! আজ শনিবার। বিয়ের অনুষ্ঠান শুরুর আগে কনেকে আপনার দেখতে নেই! প্লীজ, দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যান! আড়ালে থাকুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অনেকটা ওপর থেকে কলস উপুড় করে ধরলে মাটিতে পানি পড়ার যে শব্দ হয়, ক্লাইড মাইলসের হাসিটা রানার কানে সেরকম শোনাল। 'প্রিয়তমা, তোমার কথাই আমার জন্যে আদেশ। তবে, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, রানার সঙ্গে আমার লেনদেন আছে। তুমিই বরং, প্রিয়তমা, নিজেকে কোথাও লুকিয়ে রাখো।'

'জরুরী একটা প্রশ্ন আছে, স্যার, মিস্টার মাইলস। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার একটা আবদার আপনাকে রক্ষা করতে হবে। অনুষ্ঠান সূচিতে সামান্য একটু পরিবর্তন। আমি চাই আমার এই ছোট্ট আবেদন আপনি মঞ্জুর করবেন। সেই সঙ্গে আমাকে আশীর্বাদও করবেন।'

'আমার অভিশাপ আর আমার আশীর্বাদ, কোন কোন ক্ষেত্রে দুটোই ভয়ঙ্কর,' বলল জেনারেল। 'তবু, বলো, প্রিয়তমা। কি তোমার প্রার্থনা?'

'ইয়ে…,' এক পা নেচে নিল সাবলিমা। '…ইয়ে, মানে…'

'ওহ্, ডার্লিং! তাড়াতাড়ি করো!' নরম স্বরে বলল জেনারেল, তবে তাতে হুকুমের সুর স্পষ্ট।

'আমি এক ধরনের প্রতিশোধের কথা ভেবেছি, মাই লর্ড!' কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নত করল সাবলিমা। 'মিষ্টি প্রতিশোধ। আমি চাই, যে শয়তানটা আপনার সৌন্দর্যকে সামান্য হলেও ম্লান করে দিয়েছে, যে জঘন্য অপরাধী আমাকে ভালবাসার স্পর্ধা দেখিয়েছে, সে-ই আমাকে আপনার হাতে সঁপে দিক।'

'কি! না! অসম্ভব!' তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল অনারিয়ো। 'আগেই ঠিক করা হয়েছে, আমি তোমাকে সঁপে দেব।'

'স্টপ!' সিঁড়ির মাথায় আলো কম, আড়াল নেয়ায় এমনিতেও জেনারেলকে দেখা যাচ্ছে না, তবে এবার তার গলায় বাঘের হুঙ্কার। 'নিকির কথায় যুক্তি আছে। আমার শত্রু, তারও শত্রু। শত্রুকে দিয়ে কাজটা করালে অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আসবে। তাছাড়া, অনুষ্ঠান বা দিনটাই তো ওর। আজ ওর বিয়ে। আইডিয়াটা আমার পছন্দ হয়েছে। নিকি সাবলিমা, প্রিয়তমা, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। তারপর, মেহমানরা চলে গেলে, আমি চাইব, আমি আর তুমি দু'জন মিলে,' তার গলা খাদে নেমে এল, যেন আবেগে কথা বলতে পারছে না, 'লোকটাকে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করব–কাল ব্রিফিং শুরু হবার আগে, অর্থাৎ আজ রাতেই কোন এক সময়...'

'না! না!' আবার তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল সাবলিমা। 'এক মিনিট, মাই লর্ড! আমার প্রতিশোধ আরও ভয়ঙ্কর, স্যার। ধরুন, ওকে যদি আরও কিছুটা সময় আমরা বাঁচিয়ে রাখি, তাহলে কেমন হয়? পোষা বিড়ালের মত? অন্তত মারা যাবার আগে শয়তানটা জেনে যাক আগামী দুনিয়াকে নিয়ে কি স্বপ্ন রচনা করেছি আমরা। প্রথমে সে আমাকে সঁপে দিক, তারপর আপনার ব্রিফিং শুনুক। এরপর ওকে নিয়ে যা খুশি করুন আপনি। তবে ওর বান্ধবী হেনাটারও একই পরিণতি হওয়া চাই। হ্যাঁ বলুন, স্যার। মাই লর্ড–প্লীজ!'

'ব্রিফ করার পর আমার মন-মেজাজ কেমন থাকবে বলা মুশকিল। আমি হয়তো টরচারে আরও বৈচিত্র্য আনতে চাইব। কেমন হয়, রানাকে যদি টুকরো করি আমরা? ফুলশয্যার রাতে ওর রক্তে যদি তুমি আর আমি গোসল করি?'

হাততালি দিয়ে সমর্থন করল সাবলিমা, তারপর বলল, 'আপনার পরম শত্রুর রক্তে গোসল! এরচেয়ে উত্তেজক আর কিছু হতে পারে না, স্যার।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে,' বলল জেনারেল। 'এমনও হতে পারে যে ওদেরকে আমরা জিম্মি হিসেবে ক'টা দিন বাঁচিয়ে রাখলাম।'

'আপনি যা চান তাই হবে, মি. লর্ড।'

রানা ও হেনা ইতিমধ্যে মেঝেতে উঠে বসেছে। পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা। ইঙ্গিত বিনিময় হলো না, তবে দু'জনেই উপলব্ধি করছে সাবলিমার ভূমিকা।

'এবার তুমি পালাও, প্রিয়তমা। আড়ালে সরে যাও। আমি নামছি। বিয়ের আগে পরস্পরকে দেখাদেখি অমঙ্গল বয়ে আনতে পারে।'

খিলখিল করে হেসে উঠে ছুটে পালাল সাবলিমা। একটা দরজা খুলল সে, বাড়ির পিছন দিকে যাবার পথ আছে ওদিকে। ওখান থেকে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকাল সে। 'আশা করি মরতে তুমি ভয় পাবে না, রানা। এবং আয়ু খানিকটা বাড়িয়ে দেয়ায় আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত।'

সিঁড়ির মাথায় নড়াচড়া টের পাওয়া গেল।

চোদ্দ

দুই পা দু'রকম আওয়াজ করছে, একটা থপ-থপ, অপরটা খট-খট; শালপ্রাংশু শরীরটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, প্রতিটি পদক্ষেপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার প্রবণতা, নাক থেকে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে আসছে অকস্মাৎ দম আটকানোর বা গোঙানোর আওয়াজ। আইডাহোর বিপজ্জনক পরিবেশে, কবরস্থানে, যে লোককে রানা দেখেছিল, এ যেন তারই রোবোটিক সংস্করণ।

ভয়াবহ দিকটা আরও উন্মুক্ত হয়ে পড়ল নিচে নেমে যখন সে সরাসরি ওদের দিকে তাকাল। স্থির হলো দু'পা ফাঁক করে, তা না হলে ভারসাম্য ঠিক থাকবে না। দৃশ্যটা এমনই বীভৎস, আতঙ্কে পিছু হটল হেনা, আঁতকে ওঠার শব্দ বেরিয়ে এল গলা থেকে।

জেনারেল ক্লাইড মাইলসের মুখটা যেন চামড়ার ঝুলন্ত ফালি দিয়ে তৈরি। মাথার ওপর খুলির চামড়া কুঁকড়ে ভাঁজবহুল হয়ে আছে, ফালিগুলো কপাল থেকে নেমে এসে মিলিত হয়েছে তার চোয়ালে। মুখে চারটে গর্ত, এক সময় যে-সব জায়গায় চোখ, নাক আর মুখ ছিল–তবে ওগুলোর আদি বৈশিষ্ট্য আংশিক হলেও শনাক্ত করা যাচ্ছে: কয়েক পরত ত্বকের পিছনে চোখ জোড়া চকচক করছে, ফুটো সহ যতটা সম্ভব নতুন করে তৈরি করা হয়েছে নাক, মুখের জায়গায় খোলা একটা গোলাকার গহ্বর, যেন একটা ডামি হাঁ করে আছে। এক সময় যেখানে কান ছিল এখন সেখানে একজোড়া নব, খুদে ঝিনুকের মত দেখতে।

'ভাল করে দেখো হে, মাসুদ রানা। সময় নিয়ে ভাল করে দেখো, কারণ আমার এই অবস্থার জন্যে তুমিই দায়ী। তার ওপর, আমারই পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে, আমার হাত থেকে জিম্মি ছিনিয়ে আনার স্পর্ধা দেখিয়েছ তুমি। একদিন তোমার ওই বন্ধু, তোমাদের সেই বস দিন খান না রাত খান, একে একে সবাইকেই ধরব আমি। একদিন লোকজনের সামনে বের করার উপযুক্ত একটা মুখও আমি ফিরে পাব–যত ব্যথাই পাই বা সার্জারিতে যত বছরই সময় লাগুক।

'তা সে যাই হোক, ভেবো না আমার অন্তরটা শুধু আক্রোশ আর তিক্ততায় ভরে আছে। অনেকদিন ধরে একটা মেয়েকে পাবার স্বপ্ন দেখতাম, সেই মেয়ে এখন আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে কেমন ভালবাসা, তোমাকে আমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলি,' নিজের মুখটা আঙুল দিয়ে দেখাল, 'এই জিনিসটা দেখে তার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না, সে এখানে হাত বুলায়, চুমো খায়।

'আমার জীবনে প্রেম আছে, আর আছে একটা মস্ত ফিউচার। সেই মহান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কাল তুমি জানতে পারবে। তবে আপাতত···'

দুই টেমপারা আর তাদের দেহরক্ষীদের দিকে তাকাল জেনারেল মাইলস।

'ওহে, অনারিয়ো, হেনার ব্যাপারে তুমি কিছু বলবে না?'

'আমি মেয়েদের গায়ে হাত তুলি, কিন্তু কখনোই শেষ করে দিই না,' ক্রূর হেসে বলল অনারিয়ো। 'বিশ্বাসঘাতিনীকে বাঁচিয়ে রাখাই আমার ইচ্ছা, ওকে দিয়ে অনেক অপ্রীতিকর কাজ করিয়ে আমি আনন্দ পেতে চাই।'

পন্টিয়ো তার দুই বডিগার্ডের দিকে তাকাল। 'এরগো, হায়াকোমা! বলি, বিটি-লোপা-সুইটির মত হেনাকেও যদি তোমরা মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে উপহার পাও, কেমন লাগবে তোমাদের?'

দুই ভাইয়ের চার দেহরক্ষী আহ্লাদের হাসি হেসে আটখানা হলো।

ছোট ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দিল অনারিয়ো। 'ব্রাভো, পন্টিয়ো! আইডিয়াটা দারুণ!'

'ওদেরকে সার্চ করো!' আদেশ করল জেনারেল। 'সাবধান, ওদের কাছে একটা সুচও যেন না থাকে।'

সার্চ করে রানার ছুরি, এএসপির স্পেয়ার ম্যাগাজিন সহ বাকি যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিল ওরা। রানার কলমটা, মে-ডে সিগন্যাল পাঠাবার যন্ত্র, একজন বডিগার্ড ইডিয়টের দিকে ছুঁড়ে দিল।

'এবার ওদেরকে হেনার কামরায় নিয়ে যাও,' হুকুম করল অনারিয়ো। 'হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, এমন প্রতিটি জিনিস সরিয়ে ফেলবে, তারপর বাইরে থেকে তালা দেবে দরজায়।' হেনার দিকে ফিরল সে। 'তুমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এ আমি আগেই আভাস পেয়েছিলাম। সেজন্যেই ইস্কেপ-প্রুফ একটা কামরা দেয়া হয়েছে তোমাকে। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে জানালায় গ্রিলের বদলে লোহার রড লাগানো আছে, আর দরজাটা ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি? তবু সাবধান করে দিচ্ছি, কোনরকম চালাকি করতে যেয়ো না। মনে রেখো, আমাকে যদি খেপিয়ে দাও, জেনারেলের নির্দেশ বাতিল করার সুযোগ পেয়ে যাব আমি।'

ঠেলা-গুঁতো খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে এল ওরা, রানা ও হেনা। প্যাসেজটা চওড়া, সেটা ধরে ভিলার পিছন দিকটায় আনা হলো ওদেরকে। হেনার কামরার শুধু দরজা নয়, গোটা কাঠামোটাই স্টীলের তৈরি। দেহরক্ষীরা ঠেলে ওদেরকে ঘরের ভেতর ঢোকাল। তাদের সঙ্গে অনারিয়োও এসেছে, বলল, 'আমি চাই না আমার সৎমায়ের বিয়েতে কোন খুঁত থাকুক, রানা। দেখি তোমার গায়ে ফিট করে এমন কোন স্যুট পাই কিনা।'

হেসে উঠে রানা বলল, 'একটা হেলিকপ্টার যোগাড় করো, আমি নিজেই লন্ডন থেকে কিনে আনি।'

'শালার দেখছি মরার ভয়ও নেই,' বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল অনারিয়ো।

পিঠে ধাক্কা খেয়ে বিছানায় পড়ল রানা ও হেনা। দু'জন দেহরক্ষী ওদেরকে কাভার দিচ্ছে, বাকি দু'জন ঘর জুড়ে তল্লাশি চালাল। কাবার্ড, দেরাজ আর ড্রেসিং টেবিলে যা কিছু পেল সব একটা চাদরে বেঁধে পোঁটলা বানাল, পিছু হটে বেরিয়ে গেল বাইরে, তারপর তালা লাগিয়ে দিল দরজায়।

বিছানায় উঠে বসল রানা, অমনি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হেনা, গলা জড়িয়ে ফোঁপাতে শুরু করল। 'রানা···'

তার ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরল রানা। তারপর ফিসফিস করল, 'এখানে মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা না থেকেই পারে না।' বিছানা থেকে নেমে সার্চ শুরু করল ও, বিশেষ করে ফাইবার অপটিক কেবল খুঁজছে, যার সাহায্যে ছবি তোলা যায়। আধ ঘণ্টা পর নিশ্চিত হলো, শুধু মাইক্রোফোন আছে, কোন লেন্স নেই। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে টেলিফোন প্যাড আর পেন্সিল দেখে একটু অবাকই হলো। হেনাকে বিশেষ একটা লিপস্টিক দেয়া হয়েছিল, ভেতরে ইলেকট্রনিক্স আছে, মে-ডে সিগন্যাল পাঠাবার জন্যে; কিন্তু সেটা কোথাও দেখতে পেল না। জিনিসটা হেনার সঙ্গে আছে কিনা ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল হেনা। প্যাড আর পেন্সিল নিয়ে বিছানায় ফিরে এল রানা, হেনার পাশে বসে প্যাডে লিখল, 'কলম আর লিপস্টিক না থাকায় মে-ডে সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব হবে না। কাল সমাবেশ শুরু হলে কি করা উচিত বলে মনে করো তুমি?'

হেনা প্যাড আর পেন্সিল নিয়ে লিখল, 'তুমি যা ভাল মনে করো। কিন্তু সাবলিমার ভূমিকাটা কি? সে কি আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইছে?'

রানা লিখল, 'ওর কথাতেই এখনও আমরা বেঁচে আছি। সচেতন ভাবে সাহায্য করছে, নাকি পাগলের খেয়ালবশত, বলা মুশকিল। ও আমাকে ইশারায় কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে। হাতে ড্রাগস নেয়ার দাগ আছে। তার আচরণ শুধুই পাগলামি, নাকি অভিনয়, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

হেনা লিখল, 'তুমি কি মনে করো, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব?'

রানা লিখতে চাইল, 'মৃত্যু এলে মেনে নেয়া উচিত।' তা না লিখে লিখল, 'আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই।'

দু'মিনিট পর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বলতে পারবে না, দরজার তালা খোলার আওয়াজ শুনে চোখ মেলল, দেখল দু'জন বডিগার্ডকে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে অনারিয়ো। বডিগার্ডদের হাতে কমপ্লিট স্যুট, শার্ট, কাফলিঙ্কস, টাই, মোজা আর জুতো।

একা হেনা থাকলে কথা ছিল, হেনার উপস্থিতিতে এতগুলো পুরুষ থাকায় আন্ডারপ্যান্টটা ছাড়া বাকি সব কাপড়চোপড় খুলতে হওয়ায় বিব্রত বোধ করল রানা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের নিয়ে আসা পরিচ্ছদগুলো পরে নিল। 'আরে! সব দেখছি একেবারে আমার মাপ মত–কিভাবে সম্ভব হলো?' জানতে চাইল রানা।

'প্রশংসা আমার নয়, ব্রেখেটের প্রাপ্য,' একজন বডিগার্ডকে দেখিয়ে বলল অনারিয়ো। 'লাশ সাজানোর এক কোম্পানিতে কাজ করত এক সময়। কারও দিকে একবার তাকালেই তার মাপ বলে দিতে পারে ও।'

হেনার দিকে ফিরল রানা। 'তুমি কি পরবে?'

'আমি কাপড় পাল্টাব বাথরুমে।'

'দরজাটা খুলে রেখো,' বলল অনারিয়ো। 'প্লীজ।' একজন বডিগার্ডকে নিয়ে চলে গেল সে।

বিশ মিনিট পর প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা, বডিগার্ডদের লীডার ইডিয়ট ঠিক ওদের পিছনে থাকল। 'এখন থেকে তুমি, রানা, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। আর হেনা থাকবে ব্রেখেটের সঙ্গে। কেউ কোন রকম চালাকি কোরো না, করলে ঘাড় থেকে মুচড়ে ছিঁড়ে আনব মাথা,' বলল সে।

'আমি আমার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি, ইডিয়ট,' বলল রানা। 'কোন রকম চালাকি করব না।'

'গুড। বস্ বলে দিয়েছেন, রিসেপশনে কিছুক্ষণ থাকতে পারবে তুমি, তবে আমার আর তোমার একটা করে হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো থাকবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

সিঁড়ির মাথায় এসে থামল ওরা। রানা ফিসফিস করল, 'রিপলে আর মেকানকে কে খুন করল, ডিক?'

'তুমি জানো?' হাঁ হয়ে গেল ইডিয়ট।

'এ-ও জানি যে যত বড় ক্রিমিন্যালই হও, এফবিআই এজেন্টদের খুন করার মত বোকামি তুমি করবে না। আমার ধারণা, সুইস জেলে যে দু'জনকে আটকে রাখা হয়েছে তারা রিপলে আর মেকান নয়, তবে তাদের আসল পরিচয় জানি না। তুমি নিশ্চয় জানো?'

'ওরা টেমপারাদের লোক, স্যার,' ঘাবড়ে যাওয়ায় আরও থেমে থেমে কথা বলছে ইডিয়ট। 'ওরাই রিপলে আর মেকানকে খুন করেছে। আপনি ঠিক ধরেছেন, স্যার,' তার সম্বোধনও পাল্টে গেছে। 'আমাকে সবাই বোকা বলে ঠিকই, তবে এত বোকা নই যে আগুনে হাত দেব।'

'তবে টেমপারাদের হয়ে কাজ করতে রাজি হয়েছিলে তুমি, তাই না? সেজন্যেই রিপলে আর মেকানকে খুন করে অন্য তিনজনকে প্লেনে তোলার ব্যবস্থা করে ওরা, ঠিক?'

'রাজি না হয়ে আমার উপায় ছিল না, স্যার।' রানার দিকে প্রায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ইডিয়ট। 'এফবিআই আমাকে লন্ডনে নিয়ে যাচ্ছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল।'

গলা আরও খাদে নামিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'যাক, এখানে তুমি যদি সুখে থাকো, আমার কিছু বলার নেই।'

উত্তর দিতে অনেক দেরি করল ইডিয়ট। 'স্যার, এদের সবই ভাল, কিন্তু তবু এখানে আমি ভাল নেই।'

'সেকি! কেন?'

'টেমপারাদের একটা নিয়ম আমাকে সুখী হতে দিচ্ছে না। বরং আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি।'

'কি নিয়ম?'

'এরা আমাকে না খেতে দেয় মদ, না সাপ্লাই দেয় হেরোইন। স্যার,' কাতর স্বরে বলল ইডিয়ট, 'এই দুটো ছাড়া আমি বাঁচব কি করে!'

'আমার যদি কিছু করার থাকত, অবশ্যই করতাম তোমার জন্যে,' সহানুভূতিসূচক কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'কিন্তু আমার নিজের অবস্থাই যেখানে···' কাঁধ ঝাঁকাল ও

'হ্যাঁ, আপনার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ,' বিড়বিড় করল ইডিয়ট। 'তবে তারপরও আপনি আমার ছোট্ট একটা উপকার করতে পারেন।'

'কি উপকার, ইডিয়ট? ইডিয়ট বললে তুমি কিছু মনে কোরো না তো?'

আলজিভ পর্যন্ত দেখিয়ে দিল ডিক, অর্থাৎ মুখ খুলে হাসছে। 'বরং খুশি হই, স্যার। আমি যে সত্যি ইডিয়ট, সে তো নিজেই বুঝতে পারি। ভেবে দেখুন না, তা না হলে মানুষ মারতে আমার এত ভাল লাগে কেন?'

রানার শরীর শিরশির করে উঠল। 'তোমার এই গুণটার জন্যেই টেমপারারা তোমাকে চাকরি দিয়েছে, তাই না?'

'আমার মত আরও একজন আছে এখানে,' বলল ইডিয়ট। 'জাপানিটা—হায়াকোমা। আমার ব্যাপারটা সবাই জানে, তারটা গোপন রাখা হয়েছে।'

'ছোট্ট উপকারটা কি, ইডিয়ট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছোট্ট উপকার?' ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ইডিয়ট। 'মানে?'

'এই না একটু আগে তুমি বললে, আমি তোমার ছোট্ট একটা উপকার করতে পারি।'

মাথা নাড়ল ইডিয়ট। 'ধ্যেত। আপনার নিজের অবস্থাই কেরোসিন, আপনি আবার আমার কি উপকার করবেন। আপনার নিশ্চয়ই শুনতে ভুল হয়েছে।'

সাবধান হয়ে গেল রানা; সিদ্ধান্ত নিল কথা আর না বাড়ানোই ভাল। ইডিয়ট একটা কিলিং মেশিন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মাথাতেও গণ্ডগোল আছে। নাকি অস্কার বিজয়ী অভিনেতা?

ইতিমধ্যে মোটর লঞ্চ যোগে মেহমানরা আসতে শুরু করেছে, মেইন হলওয়ে হয়ে অন্য একটা সিঁড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে তারা, সিঁড়িটা আন্ডারগ্রাউন্ডের বলরুমে নেমে গেছে।

'এই ঘরে ঢুকতে হবে,' বলে একটা দরজায় নক করল ইডিয়ট। ভেতর থেকে অকস্মাৎ ছুটোছুটির আওয়াজ, তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ ভেসে এল। দরজা খুলে দিল এলিনা, অনারিয়োর স্ত্রী।

'ওহ্, রানা!' কি এক আবেশে যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল এলিনা, ভুরু নাচিয়ে হাসল। 'ইউ বাস্টার্ড। তুমি এসেছ শুনে খুশি হয়েছি। আবার দুঃখ পেয়েছি তোমাকে বিদায় করে দেয়া হবে শুনে। এসো, ভেতরে এসো।'

পন্টিয়োর স্ত্রী জুলিয়ানা রানার দিকে এমন কি তাকালও না। তবে সাবলিমার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লেস লাগানো সাদা ড্রেসে পরীর মতই লাগছে তাকে। 'অন্য একজনকে বিয়ে করছি ঠিকই, কিন্তু তোমার ভালবাসা আমার বুকে চিরকাল অম্লান থাকবে।' হঠাৎ তার চোখে বিষণ্ণতা ফুটল। 'তুমি আমাকে কেড়ে নিতে পারোনি, সেটা কি আমার দোষ, বলো? এখন আর সময় নেই, রানা।'

কথা না বলে চুপ করে আছে রানা।

'তুমি একটা বোকা!' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল সাবলিমা। 'বীরত্ব দেখাতে একাই চলে এসেছ। এখন মরো!'

আবার নক হলো দরজায়। দরজা খুলল ইডিয়ট। ভেতরে উঁকি দিয়ে অনারিয়ো বলল, 'সময় হয়ে গেছে, নিকি। তোমার বর অপেক্ষা করছেন।'

'তৈরি?' জিজ্ঞেস করল রানা, উত্তরে সলজ্জ একটু হেসে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াল সাবলিমা, তারপর মসলিন দিয়ে মুখ ঢাকল।

'তাহলে শোভাযাত্রা শুরু হোক।' ধরার জন্যে নিজের একটা হাত সাবলিমার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা, সবাইকে নিয়ে বলরুমের দিকে রওনা হলো ওরা।

প্যাসেজটা চওড়া হলেও, মিছিলে প্রচুর লোকজন থাকায় ঠাসাঠাসি অবস্থা, সবাই যে যার রুচি মত কৌতুক ও হাসাহাসি করছে। বিয়ের পোশাকে মোড়া সাবলিমা, রানার গায়ে সেঁটে আছে, কেউ লক্ষ করল না পোশাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে রানার সুটের সাইড পকেটে তার একটা হাত ঢুকে পড়ল। রানা শুধু অনুভব করল, পকেটের ওজন বেড়ে গেছে। ভেতরে হাত না ভরে বাইরে থেকে আঙুল ছুঁইয়ে জিনিসটার আকৃতি বোঝার চেষ্টা করল ও। সঙ্গে সঙ্গে সাহস ও আত্মবিশ্বাস হাজার গুণ বেড়ে গেল, সাবলিমা এএসপিটাই ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর পকেটে। তবে মনে একটা প্রশ্নও দেখা দিল, সাবলিমাকে কেউ সাহায্য করছে, নাকি সে নিজেই কোন এক ফাঁকে কটেজের সামনে থেকে তুলে এনেছে অস্ত্রটা?

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় নতুন মাত্রা যোগ হলো শোভাযাত্রায়। নারী-পুরুষ মিলিয়ে ছ'জন বডিগার্ড তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলল ওদেরকে—এরগো, হায়াকেমা, হিলি, বিটি, লোপা ও রিনা। মেয়েগুলোকে দেখে মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসতে শুরু করল সাবলিমা, যেন গড়িয়ে পড়বে।

রিনা ফিসফিস করে বিটিকে বলল, 'আহ্, মরণ! ছুঁড়ির ঢং দেখে বাঁচি না! কনের চেয়ে বরের বয়স ত্রিশ বছর বেশি, তারপরও হাসছে কিভাবে!'

যেন মন্ত্রবলে বলরুমটাকে চার্চে রূপান্তর করা হয়েছে। জানালাগুলো নকল, তবে হুবহু নকল। বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মেহমানরা বিরাট জায়গাটা ভরাট করে তুলেছে, অথচ কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই, চোখে-মুখে কৌতূহল আর উৎসাহ খেলা করলেও সবাই শান্তভাবে বসে আছে। সারি সারি আসনের সামনে ফাঁকা জায়গা, তারপর একটা উঁচু বেদি, তাতে জ্বালা মোমের শিখাগুলো নাচানাচি করছে। বেদির একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন প্রিস্ট, পরনে সাদা আলখেল্লা, হাতে বাইবেল, কনেকে চার্চে ঢুকতে দেখে জেনারেল ও তার সঙ্গদাতাকে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করলেন।

আড়ম্বর আর আনুষ্ঠানিকতায় কোন রকম খুঁত রাখছে না টেমপারারা। কনেকে নিয়ে মিছিলটা চার্চে ঢুকতে না ঢুকতে একটা অর্গান বেজে উঠল। সবাইকে পিছন ফেলে মিছিলের সামনে চলে এল পন্টিয়ো আর অনারিয়ো, আমেরিকানদের বৈবাহিক রীতি অনুসারে প্রিস্ট-এর দিকে একটা সরল রেখা

ধরে এগোচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপে থাকছে ছন্দ ও নিয়মিত বিরতি। সুন্দরী রমণীরা দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে বেতের ঝুড়ি ভর্তি ফুলের পাপড়ি, সেগুলো মুঠো মুঠো ছুঁড়ে দিচ্ছে কনের সামনে। মুখ তুলে তাকাল রানা, জেনারেল মাইলস-এর বীভৎস চেহারাটা দেখে আরেকবার ঘিন ঘিন করে উঠল গা। গোল গর্তটা, যেটাকে মুখ বলে ধরে নিতে হয়, আরও প্রশস্ত হলো–ওটাকে হাসি বলে চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে জেনারেল।

প্রিস্ট বাইবেল থেকে পাঠ শুরু করলেন, প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর ইটালিয়ান ভাষায়। ভদ্রলোককে কেমন যেন দিশেহারা আর অস্থির দেখাচ্ছে।

পাঠ শেষ হতে বেশ সময় লাগল। প্রিস্ট থামতেই আপাত আনন্দে আপ্লুত বর ও কনে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগোল, আর সেই সঙ্গে ভোজবাজির মত রানার পাশে উদয় হলো ইডিয়ট। হ্যান্ডকাফের একটা অংশ আগেই নিজের ডান কব্জিতে পরেছে সে, অপর অংশটা পরিয়ে দিল রানার বাম কব্জিতে। কোদাল আকৃতির দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল সে, বলল, 'স্বাস্থ্য পান করার জন্যে ডান হাতটা আপনার দরকার হবে, তাই না?'

বাড়ির মেইন ফ্লোর বিশাল এক ককটেল পার্টিতে পরিণত হলো, দরজায় দাঁড়িয়ে নববিবাহিত বর ও কনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে। দরজায় পৌঁছে রানা বলল, 'দুঃখিত, নিকি, তোমার জন্যে কোন উপহার আনতে পারিনি, তবে আমি একদমই জানতাম না।'

'তুমি আমাকে সবচেয়ে মূল্যবান উপহারটা দিয়েছ রানা, তোমার শারীরিক উপস্থিতি। তাছাড়া, ওর হাতে আমাকে তুমি তুলে দেয়ায় আমার সম্মান আর গৌরব শতগুণ বেড়ে গেছে। ব্যাপারটা আশা করি তোমার জন্যেও একটা বিরাট সান্ত্বনা পুরস্কার–মরতে হলো, কিন্তু কার হাতে? যাকে ভালবাসতে তার জীবনসঙ্গীর হাতে। কে কিভাবে দেখছে জানি না, তবে আমার কাছে গোটা ব্যাপারটা দারুণ রোমান্টিক লাগছে।'

রানা কিছু বলার সুযোগ পেল না, হঠাৎ হ্যান্ডকাফে টান পড়ায় হলঘরের ভেতর ঢুকে পড়তে হলো। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল ওরা, আর সেই সুযোগে আলজিভ দেখিয়ে আরেকবার বোকার মত হাসতে শুরু করল ইডিয়ট, বলল, 'মনে পড়েছে, স্যার! সত্যি মনে পড়েছে!'

'কি?'

'ছোট্ট সেই উপকারটার কথা। করবেন?'

'যদি সম্ভব হয়,' সাবধানে জবাব দিল রানা।

কি যেন চিন্তা করল ইডিয়ট, যেন কথাটা কিভাবে পাড়বে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'আপনি স্বাস্থ্য পান করছেন না কেন? দেখছেন না, ওয়েটাররা কেমন ছুটোছুটি করে যে যা চাইছে তাই পরিবেশন করছে।'

'ও-সব ভাল লাগছে না, ইডিয়ট,' বলল রানা।

'খান না?' রাগতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ইডিয়ট। 'ও, বুঝেছি, বসরা আপনাকে বলে দিয়েছেন, আমি যেন মদ খেতে না পারি।'

'না, ইডিয়ট, কেউ আমাকে কিছু বলেনি। সত্যি এখন ওসব খেতে আমার ভাল লাগছে না।'

'তাহলে তো আরও ভাল। খাবেন কেন, খাবার ভান করবেন। গ্লাস ভর্তি হুইস্কি নেবেন আর সেটা আস্তে করে পাচার করে দেবেন আমার হাতে। আমি আপনার কাঁধে মুখ লুকিয়ে দুই ঢোকে মেরে দেব।'

'তোমার উপকার করব? বিনিময়ে কিছু না পেয়ে?' ভুরু নাচাল রানা।

'ও,' আবার আলজিভ আর সোনালি দাঁত দেখিয়ে হাসল ইডিয়ট, 'বুঝেছি! আপনি হয়তো আপনার কলমটা ফেরত চান! খুব শখের জিনিস, না?'

রানার দম আটকে এল, দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল কেউ ওদের কথা শুনছে কিনা। 'তোমার এটা মস্ত একটা গুণ, ইডিয়ট—মানুষের মনের কথা পড়তে পারো,' ফিসফিস করে বলল, একজন ওয়েটার পাশ কাটাচ্ছে দেখে ডান হাত বাড়িয়ে তার ট্রে থেকে তুলে নিল শ্যাম্পেন ভর্তি একটা গ্লাস। সেটা এক রকম কেড়েই নিল ইডিয়ট, তারপর আক্ষরিক অর্থেই রানার কাঁধে মুখ লুকিয়ে দীর্ঘ দুই চুমুকে খালি করে ফেলল গ্লাসটা।

'আমাকে চিন্তা করতে হবে,' দু'গ্লাস শ্যাম্পেন গেলার পর মুখ খুলল ইডিয়ট। 'কলমটা কোথায় রেখেছি মনে করতে পারছি না।'

রানা বলল, 'খুঁজে দেখো, হয়তো পকেটেই পেয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল ইডিয়ট। 'পকেটে যদি কলমটা থাকে, তাহলে লিপস্টিকটাও থাকবে। কিন্তু লিপস্টিকটা নেই।'

ইডিয়টকে চিন্তা করতে সাহায্য করছে রানা। 'তুমি হেনার লিপস্টিকের কথা বলছ, তাই না? কেন, ওটা তোমার পকেটে নেই কেন?'

'নেই এই জন্যে যে ওটা হায়াকোমা প্রথমে আমার কাছে রাখতে দিয়েছিল, তারপর আমার কাছ থেকে চেয়ে নিল।'

'কেন? লিপস্টিক দিয়ে সে কি করবে?'

'তা-ও জানেন না?' মুক্ত হাতটা দিয়ে নিজের উরুতে চাপড় মারল ইডিয়ট। 'ওই লিপস্টিক দিয়ে হায়াকোমা হেনা বিবির ঠোঁট রাঙাবে তো!'

রানার মনে পড়ল, হেনা ওকে বলেছিল হায়াকোমা তাকে কুনজরে দেখে। 'কেন, হেনার ঠোঁট রাঙাবার কি দরকার তার?'

'তার আগে এক গ্লাস হুইস্কির ব্যবস্থা করুন,' বলল ইডিয়ট। 'তা না হলে মনে পড়বে না।'

আরও এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে রানার হাতে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল ইডিয়ট।

'এবার মনে পড়ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' সারি সারি সোনা দেখিয়ে বলল ইডিয়ট। 'হায়াকোমা হেনা বিবির ঠোঁট রাঙাবে, কারণ আমিই তাকে কাজটা করতে বলেছি।'

'কেন?'

'কারণ হেনার ঠোঁটে প্রথমে চুমো খাবে হায়াকোমা,' বলল ইডিয়ট। 'আমি বলেছিলাম, প্রথমে আমি খাব, কিন্তু তাতে সে কোনমতেই রাজি হলো না। তো বাসি ঠোঁটে কিভাবে আমি চুমো খাই, বলুন? তাই লিপস্টিক লাগিয়ে তার ঠোঁট

নতুনের মত করে দিতে রাজি হয়েছে হায়াকোমা।'

'হেনা ব্যাপারটা মেনে নেবে?'

'হেনার বাপ যখন অনুমতি দিয়েছেন, হেনার আপত্তি কে শোনে!'

'হেনার বাপ?'

'বাপ মানে মালিক, সিনর অনারিয়ো,' বলল ইডিয়ট। 'আপনার মত তাকেও খুন করা হবে শুনে হায়াকোমা আবদার করল, জান কবচের কাজটা যেন তাকে দিয়ে করানো হয়।' আবার বোকার মত হাসল সে। 'কাজটা করার আগে বন্ধ একটা ঘরে হেনাকে নিয়ে সে একটু খেলতে চায়।' সিনর অনারিয়ো রাজি হয়েছেন। সব শুনে আমি হায়াকোমাকে বললাম, 'আমাকেও সুযোগ দিতে হবে। হায়াকোমা আপত্তি করেনি।'

'তা লিপস্টিক চেয়ে নিয়ে হায়াকোমা সেটা কোথায় রাখল?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেন, যে ঘরে খেলাটা খেলব আমরা, সেখানে।'

'এতক্ষণে তাহলে মনে পড়ছে তোমার?'

'এতক্ষণে? কি বলছেন! ভুললাম কখন যে নতুন করে মনে পড়বে?'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো, আমারই ভুল,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'তুমি তো ভোলোনি কোথায় আছে লিপস্টিক আর কলমটা।'

'কলম? আমরা লিপস্টিক নিয়ে আলাপ করছিলাম, স্যার,' বলল ইডিয়ট। একজন ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখে রানার পাঁজরে খোঁচা মারল সে। আরও এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'আপনারও বোধহয় মাথায় একটু গোওগোল আছে। কিসের ভেতর কি, পান্তা ভাতে ঘি! আপনি আবার কলম পেলেন কোথায়?'

'সত্যি ভুল হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'আমি আসলে বলতে চাইছিলাম লিপস্টিকটা কোথায় আছে তা তুমি একবারও ভোলোনি।'

'কেন ভুলব? হেনাকে নিয়ে খেলাটা যেখানে হবে সেখানেই তো রাখল হায়াকোমা–আমার সামনেই।'

'হ্যাঁ,' বলে অপেক্ষা করছে রানা। আশা, ইডিয়ট এবার নিজেই জানাবে জায়গাটা কোথায়। কিন্তু ইডিয়ট বুঝতে পারছে তার বেশ নেশা হয়েছে, তাই হাতের গ্লাসটায় ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে সে, কোন কথাও বলছে না। রানার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। 'তো হায়াকোমা লিপস্টিক কি তোমার সামনেই রাখল? কোথায়, ইডিয়ট?'

'কেন, যেখানে খেলাটা হবে। কলম আর লিপস্টিক, দুটোই তো রাখল।'

'তাই? বেশ।' কোন রকমে রাগ চেপে রাখছে রানা। 'তবে খেলাটা কোথায় হবে তা বোধহয় তুমি জানো না।'

হেসে উঠল ইডিয়ট। 'আপনি আমাকে বোকা মনে করেন, তাই না, স্যার? ভেবেছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না? আমাকে মাতাল বানিয়ে সব তথ্য জেনে নিতে চাইছেন, কেমন? জানি! জানি! আপনিও হেনার ভাগ চান! মরার আগে আপনিও তাকে নিয়ে একটু খেলতে চান!'

দাঁতে দাঁত চেপে রাখল রানা, কথা বলতে নিজেই ভয় পাচ্ছে।

'হে-হে, ধরা পড়ে গিয়ে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন!' রানার কাঁধে হাত রেখে শরীরের ভারসাম্য সামলাল ইডিয়ট। 'ঠিক আছে, আমার আর হায়াকোমার খেলা শেষ হলে আপনার হাতে হেনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে তখনও যদি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা হয় আর কি। এবার খুশি তো?'

ইতিমধ্যে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে ওরা। ওয়েটারের কাছ থেকে এবার এক গ্লাস ব্র্যান্ডি চেয়ে নিল রানা, কিন্তু ইডিয়টকে সেটা দিল না। ঘোরাফেরার সময় হেনাকে একবার দেখতে পেল, মনে হলো তাকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এদিক ওদিক ঘুরতে বাধ্য করা হচ্ছে। চোখাচোখি হতে ইঙ্গিতে তাকে অভয় দিল রানা।

ইডিয়ট মাতলামি শুরু করলে সমস্যা হবে, সেজন্যে চিন্তায় আছে রানা।

'এখানে বড় গরম, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ইডিয়ট। 'এত লোকজন!'

সুযোগটা নিতে রানা দেরি করল না। 'চলো তাহলে, আমরা বাগানে গিয়ে বসি। তাজা বাতাস তোমার ভাল লাগবে।'

তাজা বাতাসও ইডিয়টকে সুস্থ রাখতে ব্যর্থ হলো। গোলাপ বাগানে বমি করে এলোমেলো পা ফেলে গ্রীনহাউসের দিকে হাঁটছে। এক পর্যায়ে অল্পের জন্যে ভিজল না ওরা, আর একটু অসতর্ক হলেই একটা ওয়াটার ট্রিক মাড়িয়ে ফেলত। ওটাকে পাশ কাটিয়ে এসে ইডিয়টকে চেপে ধরল রানা। 'হেনাকে নিয়ে খেলাটা আমরা কোথায় খেলব, ইডিয়ট?' বলবে, নাকি অনারিয়োকে ডেকে জানিয়ে দেব তুমি মদ খেয়েছ?'

'আশ্চর্য তো! এক কথা কতবার বলব, স্যার?' ইডিয়ট যেন আকাশ থেকে পড়ল। এখন সে সারাক্ষণই টলছে, ধরে না রাখলে পড়ে যাবে। 'আপনি দেখছি আমারই মত, খালি ভুলে যান।'

'ভুলে যাই বলেই তো জিজ্ঞেস করছি। কোথায়, ইডিয়ট?'

'এ-ই শে-ষ···শে-ষ ব-বার ব-ল-ছি,' ইডিয়টের গলা জড়িয়ে যাচ্ছে। 'ক-টে-জে···ক-টে-জে···হে-না-র ক···'

রানা ছেড়ে দিতে একটা ঝোপের ভেতর পড়ে গেল ইডিয়ট, তারপর ঘাড়ে রানার ডান হাতের একটা রদ্দা খেয়ে জ্ঞান হারাল।

ইডিয়টের ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে চাবি বের করে হ্যান্ড কাফ খুলে ফেলল রানা। মাত্র বিশ সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল হেনার কটেজে, দরজা খোলা থাকায় ভেতরে ঢুকতে কোন সমস্যা হলো না। ড্রেসিং টেবিলের দেরাজেই পাওয়া গেল লিপস্টিক আর কলমটা। দুটোই বেল্টের গোপন কমপার্টমেন্টে গুঁজে নিয়ে বেরিয়ে এল কটেজ থেকে। সব মিলিয়ে ইডিয়টের কাছে ফিরে আসতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না।

আবার হ্যান্ডকাফ পরল রানা, তারপর অজ্ঞান ইডিয়টকে কাঁধে তুলে ফিরে এল গোলাপ বাগানে, চিৎকার করে সাহায্য চাইছে। ব্রেখেট আর হায়াকোমা ছুটে এল, ছুটে এল বডিগার্ড মায়রাকে নিয়ে অনারিয়োও, প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

'আমার জুতোর ওপর বমি করে দিল,' বলল রানা, অত্যন্ত বিরক্ত, ঘৃণায় নাক কুঁচকে রেখেছে।

অনারিয়োর ভাব দেখে মনে হলো রানার বদলে অন্য কেউ হলে ক্ষমা চাইত। সে শুধু বলল, 'তোমাকে বরং তোমার কামরাতেই রাখা উচিত।'

কামরায় রানাকে ঢুকিয়ে দিল বডিগার্ডরা, দরজা থেকে অনারিয়ো বলল, 'দেখি হেনাকেও পাঠানো যায় কিনা। বেঁচে যাওয়া স্যান্ডউইচ আর কেকও পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাল কথা, সুটটা ফেরত দিয়ো।'

'হুঁহ,' বলল রানা, 'আমি যেন এটা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি!'

আধ ঘণ্টা পর হিলি আর লোপা দিয়ে গেল হেনাকে। ইতিমধ্যে সুট খুলে শার্ট, জাম্প সুট অর ক্যানভাস শূ পরেছে রানা। বিছানায় শুয়েই হেনাকে স্বাগত জানাল ও।

'হাঁটিয়ে খুন করে ফেলেছে আমাকে,' ঠোঁট ফুলিয়ে বলল হেনা। 'পা দুটো টন টন করছে ব্যথায়।' বিছানার কিনারায় বসে জুতো খুলল সে।

ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে চুপ থাকতে বলল রানা, তারপর বালিশটা তুলে অটোমেটিক পিস্তল, কলম আর লিপস্টিকটা দেখাল তাকে। হেনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল সে, 'কোত্থেকে পেলে?'

উত্তরে রানা শুধু হাসল।

পনেরো

দু'জন বডিগার্ড, সাপ্রাসিয়ো আর রিনা দুটো ট্রে নিয়ে এল, কেক আর স্যান্ডউইচের স্তূপ ছাড়াও এক বোতল ওয়াইন রয়েছে। ফেরার সময় সুটটা নিয়ে গেল তারা।

লুকানো মাইক্রোফোনে ওদের কথা শোনা যাচ্ছে, তাই খুব সাবধানে কথা বলছে ওরা। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে দু'একটা কৌতুককর মন্তব্য করল হেনা, আর রানা জানাল মেহমানদের কয়েকজনকে সে চেনে। এক সময় ঘুমাতে চেষ্টা করল ওরা, এবং একটু পর ঘুমিয়েও পড়ল।

'আজ তোমাদের মরণ,' শুনে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। বিছানার পায়ের দিকে তাকাতেই বীভৎস একটা দৃশ্য দেখতে পেল রানা। একা শুধু রানার নয়, হেনারও মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে। জেনারেলের হাসির আওয়াজটা পানিতে পেচ্ছাব করার মত শব্দ করছে। শুকাতে শুরু করা মাংসের ঝুলন্ত ফালি, নাকের বদলে জোড়া ফুটো, আঁকাবাঁকা কিনারা সহ চামড়ার গর্তের ভেতর সেঁধিয়ে থাকা চোখ–ওদের গা ঘিন ঘিন করে উঠল। মুখের হাঁ মাছের খোলা মুখের মত লাগছে দেখতে।

'এবার আমার প্রতিশোধ নেয়ার পালা, রানা,' আবার বলল জেনারেল। 'এই দিনটার জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কেটেছে আমার। তবে, সত্যিকথা বলতে কি,

তুমি নিজে এসে ধরা দেবে, এ-কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সে যাই হোক, মরার আগে আমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটা ধারণা পাবে তুমি। আর এক ঘণ্টা পর ব্রিফিং। আমার লোকজন এরইমধ্যে আসতে শুরু করেছে। কাজেই, আবার আমাদের দেখা হচ্ছে।' বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নত করল সে, ঘুরল যেন আড়ষ্ট ও যান্ত্রিক একটা ডামি, ধীরগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে কামরা থেকে, একটা পা টেনে টেনে।

'নিয়তিকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই,' বলে হেনাকে বুকে টেনে নিল রানা। বালিশের তলা থেকে লিপস্টিকটা বের করে তার চুলের ভেতর গুঁজে দিল। কালো কয়েকটা ক্লিপ দিয়ে লিপস্টিকের চারপাশের চুল আটকাল, ফলে মাথা ঝাঁকি খেলেও ওটার পড়ে যাবার ভয় নেই। 'আমি জিনস পরব,' ফিসফিস করল হেনার কানে। 'শার্টের গুটানো আস্তিনে রাখব কলমটা। পিস্তল থাকবে বেল্টে। যাই ঘটুক, কমনসেন্স হারাবে না। হুট করে কিছু করে বোসো না। চেষ্টা করবে শান্ত থাকতে।'

'কিন্তু আমাদেরকে যদি আলাদা করে ফেলা হয়?'

'মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজের বুদ্ধি মত যা করার করবে।'

শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাল ওরা। পিস্তলটা ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজল রানা, ডান নিতম্বের নিচের দিকে।

জেনারেল চলে যাবার পঞ্চাশ মিনিট পর ব্রেখেট আর পাবলো নামে নতুন একজন বডিগার্ড এল ওদেরকে নিতে। ব্রেখেট বলল, 'বস্ তো এ-কথাই বললেন যে হ্যান্ডকাফ পরাবার দরকার নেই, তাই না, পাবলো?'

'কোন দরকার নেই।' হাসল পাবলো। 'নিচে ওরা সবাই একেকজন অস্ত্রের ভাণ্ডার।'

হেনাকে পাশে নিয়ে কামরা থেকে বেরুতে যাবে রানা, ব্রেখেট তীক্ষ্ণ নির্দেশের সুরে থামতে বলল ওদেরকে। 'সাবধানের মার নেই,' আবার বলল সে। 'পা ফাঁক করে দাঁড়াও তোমরা, সার্চ করব।'

রানা প্রতিবাদ করে বলল, 'মিস হেনাকে কোন মেয়ে সার্চ করলে ভাল হয়।'

'এমনিতেও ওর গায়ে আমাদের সবার হাত পড়বে,' বলে হাসল পাবলো। 'হায়াকোমা একা মজা লুটবে, তাই কি হয়!'

'মানে?' রানা যেন কিছু জানে না।

'কথা নয়!' ধমক দিল ব্রেখেট। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে কাভার দিল সে, পাবলো প্রথমে হেনার দেহ তল্লাশী করল, তারপর রানার।

'এটা কি?' রানার ওয়েস্টব্যান্ডের পিছন থেকে এএসপি অটোমেটিকটা বের করে আনল পাবলো। 'হেই, রানা, সঙ্গে অস্ত্র রাখার তো অনুমতি নেই। এ খুব খারাপ কথা। নিষেধ আছে।' পিস্তলটা নিজের বেল্টে গুঁজল সে, নগ্ন ও অসহায় বোধ করল রানা।

কামরা থেকে বের করে, সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে, সরাসরি বলরুমে আনা হলো ওদেরকে। চার্চ অদৃশ্য হয়ে গেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে সারিসারি লম্বা

বেঞ্চগুলোও। এখন উঁচু একটা মঞ্চ সাজানো হয়েছে, চেয়ার ফেলা হয়েছে অর্ধবৃত্তাকারে। ষাট থেকে সত্তরজন লোক কথা বলছে বলে গমগম করছে ভেতরটা। তারা প্রায় সবাই যেন একই ছাঁচে গড়া–দীর্ঘকায়, পেশীবহুল, গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে; দেখলেই বোঝা যায় আর্মি অফিসার, আর বয়স বলে দেয় অবসরপ্রাপ্ত। রানা লক্ষ করল, প্রায় প্রত্যেকের কাছে সাইডআর্ম আছে। সবার ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা, হঠাৎ একেবারে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। পর্যবেক্ষকদের জন্যে আলাদা বসার ব্যবস্থা, সেখানে আফ্রিকান, এশিয়ান, আর অ্যারাবিয়ানদের সঙ্গে বসে রয়েছে কবীর চৌধুরীর ছেলে খায়রুল কবীর।

বডিগার্ডরা ওদেরকে পিছনের সারিতে নিয়ে এল, দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে নিজেরা বসল ওদের দু'পাশে। আগন্তুকদের দু'একজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে, চোখে সতর্ক ও সন্দেহভরা দৃষ্টি।

ওদের ডান দিকে উঁচু একটা আয়না রয়েছে দেয়াল জুড়ে, চোখ-ইশারায় নিঃশব্দে সেদিকটা রানাকে দেখাল হেনা, তারপর কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিসফিস করল, 'এদিকের প্রান্ত ধরে চাপ দিলে সরে যাবে ওটা, বুঝতে পারছ?' প্ল্যান করার সময় এই আয়না দিয়েই বলরুমের ভেতরটা দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল ওরা।

চাপা স্বরে ধমক দিল পাবলো, 'সাইলেন্সিয়ো!'

'চোপ ব্যাটা!' মেজাজ দেখাতে রানাও কম গেল না। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ইতিমধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ওর মন। চারপাশে এরা সবাই অভিজ্ঞ ও দক্ষ যোদ্ধা, কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে অল্প পরিসরে অ্যাসল্ট টীমের সঙ্গে লড়াইটা সেয়ানে সেয়ানে হবে, অর্থাৎ হারজিতের সম্ভাবনা উভয়পক্ষের সমান। সবশেষে হয়তো দেখা যাবে এরিয়া কমান্ডাররা অনেকেই পালাতে পেরেছে। তবে যে বা যারাই পালাক, ওকে খেয়াল রাখতে হবে অন্তত দুই টেমপারা আর জেনারেল মাইলস যেন কোনভাবেই পালাতে না পারে। হেনার কানে ফিসফিস করল ও, 'তোমার সবচেয়ে বড় কাজ, সাবলিমাকে বাঁচানো।' কোন প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল হেনা।

পাঁচ মিনিটও হয়নি বলরুমে ঢুকেছে ওরা, দরজায় দেখা গেল জেনারেল মাইলসকে। বিশাল কামরার পুরোটা দৈর্ঘ্য হেঁটে এল সে, পরনে পুরোদস্তুর সামরিক ইউনিফর্ম, বুক জুড়ে শোভা পাচ্ছে মেডেল রিবন, কাঁধে তিনটে নক্ষত্র সেলাই করা।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই, হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ধাপ বেয়ে মঞ্চে উঠল জেনারেল, হাত তুলে বাতাস চাপড়াল, অর্থাৎ সবাইকে বসতে বলছে। সবাই চুপ করবে, তার জন্যে অপেক্ষা করছে জেনারেল। প্রায় অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এল বলরুমে।

'স্বাগতম,' শুরু করল জেনারেল। 'আজকের এই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ব্রিফিং কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছি আমরা। তোমরাই হলে আমার সংগঠনের ক্রীম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিসার, কাজেই আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি। সবদিক চিন্তা করে টেমপারা ভিলাকে বেছে

নিয়েছি আমি। আমাদের প্রতি যারা বৈরি তাদের দৃষ্টিসীমা থেকে এই জায়গা অনেক দূরে। তারা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে এখানে আমরা মিলিত হতে পারি।

'ভিলার প্রসঙ্গ যখন তুলেছি, প্রথমেই আমার দুই প্রিয় বন্ধু পন্টিয়ো টেমপারা ও অনারিয়ো টেমপারাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। ওরা যে শুধু এখানে আমাদেরকে মিলিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন, তা নয়, সেই সঙ্গে আসন্ন অপারেশনের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ইকুইপমেন্ট ও অস্ত্রশস্ত্রও সাপ্লাই দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওঁরাই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তোমরা ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে তিনটে কোচে চড়ে ভিলায় পৌঁছবে। আশা করি ভ্রমণটা তোমরা উপভোগ করেছ। আরও আশা করি, তোমাদের সঙ্গিনী বা স্ত্রীরাও আজকের দিনটা আনন্দে কাটিয়েছে, মিসেস অনারিয়ো আর মিসেস পন্টিয়োর গাইডেন্সে লোকাল সাইটস দেখতে বেরিয়ে।' কামরার চারদিকে তাকাবার জন্যে থামল একবার, মাথাটা একদিক থেকে আরেকদিকে ঘোরাল।

'আমি যে আমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য এখনও ফিরে পাইনি, এ তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ,' আবার শুরু করল জেনারেল, পানিতে পানি ছাড়ার শব্দ করে হাসল। 'আমার এই কদর্য চেহারার জন্যে যে দায়ী, তোমাদেরকে তার পরিচয় জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করছি আমি। সে আমার হেলিকপ্টারটে আকাশ থেকে ফেলে দেয়। ভাগ্যই বলতে হবে যে আমি বেঁচে গেছি তোমাদের অনেকেই জানো বিধ্বস্ত চপার থেকে আমার পাইলট আমাকে বের করে আনে—আমার একটা পা ছিল না, মুখটাও প্রায় না থাকার মত ছিল। সেই শুয়োরটার নাম মাসুদ রানা, এই মুহূর্তে পিছনের সারিতে বসে আছে রানা লুকিয়ে না রেখে চেহারাটা দেখাচ্ছ না কেন? দাঁড়াও!'

বডিগার্ডদের তাগাদায় ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। কামরার চারদিক থেকে ধিক্কার ও অভিশাপের আওয়াজ ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি রানার দিকে তাকাল খায়রুল কবীর, ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে।

'বসো,' হুকুম করল জেনারেল। 'তোমাদের জানাচ্ছি, মাসুদ রানা আর তার সহকারিণী এখন আমার জিম্মি। সবাই জানে, জিম্মিরা অনেক সময় অনেক কাজে লাগে।'

কামরার ভেতর প্রশংসাসূচক বিভিন্ন ধ্বনি শোনা গেল। সেই সুযোগে ফিসফিস করল হেনা, 'মে-ডে সিগন্যাল পাঠাব?'

ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে রানা। মে-ডে সিগন্যাল পাঠাবার আগে ওর জানার খুব ইচ্ছা বোল্ডের মূল ভবিষ্যৎ প্ল্যানটা আসলে কি। কাউন্টারটেরোরিস্ট ফোর্স ভিলায় পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় নেবে সেটাও বিবেচনা করতে হচ্ছে ওকে। সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভিলার পিছনের সমতল ভূমি থেকে রওনা হয়ে যাবে ট্রুপ, তা না-ও হতে পারে। কারণ সঙ্কেত শুধু ওরা পাবে না, পিসায় অপেক্ষারত ট্রুপবাহী প্লেনের পাইলটরাও পাবে। ব্রিগেডিয়ার মারিয়ো রেমন হয়তো চাইবেন দু'দল ট্রুপ একসঙ্গে হামলা শুরু করবে। সেক্ষেত্রে প্লেন

থেকে ভিলার চারপাশে প্যারাট্রুপাররা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তিনি। এদিক থেকে দেখলে, এখনই মে-ডে সিগন্যাল পাঠানো উচিত রানার। কিন্তু খায়রুল কবীর ও বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষককে দেখে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। বিশেষ করে খায়রুল কবীরের উপস্থিতি ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। এমনও হতে পারে যে এখানে সে তার বাবারই প্রতিনিধিত্ব করছে। এমন কি, কবীর চৌধুরীর সঙ্গে বোল্ডের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকাও বিচিত্র নয়। জেনারেল মাইলস+টেমপারা+কবীর চৌধুরী = মনুষ্যসৃষ্ট কেয়ামত। বোল্ড আমেরিকার কি ক্ষতি করতে যাচ্ছে তা নিয়ে রানার খুব একটা মাথাব্যথা নেই, কেননা লাই দিয়ে হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক তারাই ঘরের শত্রু জেনারেল মাইলসকে বিভীষণ করে তুলেছে। ও শুধু জানতে চায়, দুনিয়ার অন্যান্য এলাকা নিয়ে বোল্ডের ভবিষ্যৎ প্ল্যানটা কি, বিশেষ করে বাংলাদেশকে নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা আছে কিনা।

'অপারেশন টাইফুন।' আবার শুরু করল জেনারেল। 'অপারেশন টাইফুন হলো আমেরিকাকে অ্যাবাউট টার্ন করানোর প্রথম পদক্ষেপ। আমেরিকার মানুষ দুর্নীতি, বেলেল্লাপনা, ধর্মহীনতা, পরকীয়া প্রেম, বহুগামিতা, জুয়া, নেশা—অর্থাৎ সর্ববিধ পাপ কর্মে আকণ্ঠ ডুবে আছে। ভাইসব, এক কথায়, উল্টোপথে চলছে তারা। আমরা তাদেরকে সোজা পথে নিয়ে আসব। কিভাবে? দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে। মারের ঠেলায় ভূত পালায়, আমরা সেই মার মারব। মারগুলো হবে ঈশ্বরের গজবতুল্য। এ-প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে বলে নিই অপারেশন টাইফুনে কারা আমাদেরকে সাহায্য করবে, কারা আমাদের বিরোধিতা করবে।

'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এমন ভয়াবহ হবে, প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষ সমর্থন করবে আমাদেরকে। তোমরা সবাই জানো, বিশেষ একটা দুর্বলতার কারণে খোদ প্রেসিডেন্টও আমাকে সাহায্য করতে বাধ্য, অন্তত আমার বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ দেয়ার সাহস তাঁর হবে না। তার প্রমাণ এরইমধ্যে আমরা পেয়েছি—আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে অনীহা প্রকাশ করছে। বাকি থাকল আর্মি, নেভি আর এয়ার ফোর্স। আমাদের অ্যানালিস্টরা গবেষণা করে জানিয়েছেন, এই তিন বাহিনীকে শত্রু মনে না করে মিত্র ধরে নিলে ভুল করা হবে না—অন্তত যতক্ষণ প্রেসিডেন্ট আমার বন্ধু হিসেবে থাকছেন। কাজেই, আমাদের প্রথম কাজ হবে, দ্রুত অ্যাকশন শুরু করে নিজেদের অস্তিত্ব, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সাফল্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরিষ্কার একটা ধারণা পাইয়ে দেয়া।

'অপারেশন টাইফুন শুরু হবে ক্রিসমাস ডে-র সকালে। প্রথম হামলাটা হবে ব্যাপক, তবে নিরীহ নাগরিকদের গুলি করা হবে না। এখন, আমি চাই, প্রত্যেক রিঙ লীডার বা এরিয়া কমান্ডার এক এক করে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের টার্গেট সম্পর্কে ধারণা দিক। নিউ ইয়র্ক থেকেই শুরু হোক।'

প্রকাণ্ড এক লোক, মাথা কামানো, চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। 'টার্গেট নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি আমরা, স্যার। চিহ্নিত টার্গেটগুলোকে বাদ রেখেছি, কারণ দেশের কর্তৃত্ব আপনার হাতে চলে এলে

ওগুলোকে আপনি ব্যবহার করতে চাইতে পারেন। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রথমে বোমা ফাটানো হবে টাইমস স্কয়ারের থিয়েটার ডিস্ট্রিক্টে। কারণ পর্নোগ্রাফির ব্যবসা ওখানেই সবচেয়ে বেশি জমজমাট। টাইমস স্কয়ারের ওই ভবনগুলো আমাদের কোন কাজেও লাগবে না।'

'ক'টা বোমা? ক'টা ভবন?' জানতে চাইল জেনারেল, পানিতে পেচ্ছাবের শব্দ হতে বোঝা গেল টার্গেট তার পছন্দ হয়েছে।

'ছ'টা বোমা, স্যার। ছ'টা ভবন উড়ে যাবে। শক্তিশালী আরও একটা বোমা ফাটানো হবে জাতিসংঘ ভবনের কাছাকাছি। তবে এত কাছে নয় যে ভবনের কাঠামোর কোন ক্ষতি হবে।'

'আমি সন্তুষ্ট।' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জেনারেল। 'তবে আগেও বলেছি, আবারও বলছি, কোন রকম কমার্শিয়াল এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করা যাবে না। প্রতিটি বোমা হওয়া চাই ঘরে তৈরি। প্রথম দফার হামলায় যারা ঘরে তৈরি বোমা ব্যবহার করবে তারা হাত তোলো।'

এরিয়া কমান্ডাররা সবাই হাত তুলল।

'ঘরে তৈরি বোমা ব্যবহার করতে বলছি এই জন্যে যে আমেরিকানরা যেন সন্দেহ না করে বিস্ফোরণের জন্যে কোন বিদেশী শক্তি দায়ী। তাদেরকে জানতে দিতে হবে উল্টোপথে ধাবমান দেশটাকে দেশীয় একটা শক্তিই সোজা পথে ঘোরাতে চাইছে। এবং আমি চাই, সারা দেশে সকাল ঠিক ন'টায় প্রতিটি বোমা ফাটবে। এর কোন ব্যতিক্রম আমি মানব না। স্থানীয় সময় সকাল ন'টায় যে যার টার্গেট উড়িয়ে দেবে তোমরা। ঠিক আছে?'

বলরুমে একটা গুঞ্জন উঠল। এরপর একে একে এরিয়া কমান্ডাররা তাদের টার্গেটের তালিকা দিতে শুরু করল। বড় শহরে বেশিরভাগই সরকারী ভবনগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে, তবে আকারে বড় ভবনগুলোকে বাদ দিয়ে। ওগুলো পরে বোল্ডের কাজে লাগবে। বড় শহরের প্রতিটি রেডিও ও টিভি স্টেশনের বাইরে বোমা ফেলা হবে, তারপর বোল্ডের কমান্ডাররা সশস্ত্র বাহিনী ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দখল করে নেবে ওগুলো। দখল করা হবে শহরে অবস্থিত সবগুলো ন্যাশনাল গার্ড আর্মারি, নিরস্ত্র করা হবে ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি, আর মিলিটারি বেসগুলোয় পাঠানো হবে বিশেষ বার্তা। সেই বার্তায় বলা হবে, প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমেই সারা দেশে শুদ্ধি অভিযান শুরু করা হয়েছে, কাজেই এই অভিযানের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

রানা উপলব্ধি করল, জেনারেল সফল হোক বা না হোক, আক্ষরিক অর্থেই সামরিক অভ্যুত্থানের প্ল্যান করেছে সে। সাফল্য যদি না-ও আসে, জাতি হিসেবে আমেরিকানরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, শুরু হবে আরেকটা গৃহযুদ্ধ, যার পরিণতিতে একমাত্র সুপারপাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে টার্গেটের তালিকা নিয়ে আলোচনা হলো। তারপর জেনারেল মাইলস ব্যাখ্যা করল, বোমা ফাটার পর কি ঘটবে। তার কথা সত্যি হলে, বিস্ফোরণের আধ ঘণ্টার মধ্যে ছ'হাজার ট্রেইনিং পাওয়া সশস্ত্র লোক

ওয়াশিংটন ডিসি-তে ল্যান্ড করবে–চপার ও প্লেন থেকে, মই বেয়ে ও প্যারাসুট যোগে। তারা কমিউনিকেশন সেন্টারগুলো দখল করবে, হোয়াইট হাউস আর ক্যাপিটল-এর চারদিকে একটা বৃত্ত তৈরি করবে। এটা করা হবে দেশ জুড়ে বিস্ফোরণ ঘটার কারণে আতঙ্কিত হয়ে হোয়াইট হাউস যদি আত্মঘাতী কোন পদক্ষেপ নিতে যায়, তাতে বাধা দেয়ার জন্যে। 'ওখানে আমরা উপস্থিত থাকব দেশের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে,' ঘোষণা করল জেনারেল। 'প্রেসিডেন্ট আমাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে রাজি হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।' আবার পেচ্ছাব করার শব্দ হলো।

সবশেষে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখল জেনারেল। ···আমি বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কথা বলছি। সরকার ও বিরোধী দল উভয়পক্ষই স্ব-স্ব দেশের সমস্ত অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতি-বৈষম্য-মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অন্যান্য যাবতীয় পাপকর্মের উৎস। আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতা আমাদের হাতে না আসা পর্যন্ত দুনিয়ার বাকি অংশকে সোজা পথে আনার পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ আমাদের নেই। তবে, আমরা কি করতে পারি এবং অদূর ভবিষ্যতে কি করতে যাচ্ছি তা বোঝানোর জন্যে নমুনা হিসেবে ওই একই দিনে, অর্থাৎ আগামী ক্রিসমাস ডে-তে, তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকার ও বিরোধী দলের মাথাগুলো কেটে ফেলতে হবে।

জেনারেল মাইলস থামতেই খায়রুল কবীর আরেকবার ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। মিটিমিটি হাসছে সে।

'এখনই,' হেনার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল রানা। 'দু'জন একসঙ্গে।' কলমটা আস্তিনের ভাঁজ খুলে বের করার দরকার হলো না, কাপড়ের ওপর দিয়েই প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে ফেলে খুদে বোতামে পরপর তিনবার চাপ দিল ও। আর হেনা মাথা চুলকাবার ভঙ্গি করে টিপে দিল লিপস্টিকের বোতাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা, ধরা না পড়ে কাজটা করা গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা। পিনোকি বাহিনীর আক্রমণ যে-কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে।

ষোলো

মঞ্চ থেকে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশে এখনও বক্তব্য রাখছে জেনারেল। 'তোমরা বোল্ডের এরিয়া কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ পাবে, তবে সে নিয়োগ স্থায়ী হবে এক শর্তে–নির্দিষ্ট দিনে সরকার ও বিরোধী দলের দু'জন নেতা বা নেত্রীকে খুন করতে পারলে। পরবর্তী দায়িত্ব, অন্তত তিন মাস যেন যার যার দেশে আইন-শৃঙ্খলার কোন রকম অস্তিত্ব না থাকে। দেশের মানুষকে আতঙ্কিত ও কোণঠাসা করে ফেলতে হবে। এই সুযোগে বোল্ডের শাখা সংগঠন শক্তিশালী করা চাই। তিন মাস পর কেন্দ্র থেকে আমি নির্দেশ দেব কিভাবে ক্ষমতা দখল করবে তোমরা। ইতিমধ্যে সবগুলো দেশের আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত

হবে আমার। তাদের সাহায্য নিয়ে যার যার দেশকে তোমরা উল্টোপথ থেকে সোজা পথে নিয়ে আসবে।

'এবার আবার শাস্তি প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আগেই বলা হয়েছে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হবে। গুণ্ডা-বদমাশ-চোর-ডাকাত, খুনী-মাস্তান সবাইকে আমরা কাজে লাগাব। কারণ তারাই বলতে পারবে কে ড্রাগ বেচে আর কেনে, কে ঘুষ খায়, কে পরকীয়া প্রেম করে, কে অশ্লীল সিনেমা বানায়, কে জুয়ার আসর বসায়। ধর্ষণের শাস্তি, তার লিঙ্গ কেটে ফেলা। পরকীয়া প্রেমে কি ঘটবে? মেয়েটিকে তার দুটো স্তনই হারাতে হবে। চুরির শাস্তি দু'হাত কেটে নেয়া। ঘুষ খেলে সম্পত্তি বেচে টাকা উদ্ধার করা হবে, সেই সঙ্গে কেটে নেয়া হবে দুটো কানই। শিশুশ্রম গুরুতর অন্যায়, কেউ যদি কোন শিশুকে দিয়ে কাজ করায়, শাস্তি হিসেবে তার নিজের সন্তানের একটা হাত কেটে ফেলা হবে। জুয়াড়ীর সমস্ত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।

'মোট কথা আমরা ভাল কাজে আছি, মন্দ কাজে নেই। কাজেই, সাধারণ জনতা আমাদের সমর্থন করবেই। সভ্যতার শুরু থেকে ঠিক এ-ধরনের কঠিন শাসন কামনা করছে মানুষ, কিন্তু কোন সমাজই তাদের আশা মেটাতে সফল হয়নি। আমরা কোন আপস করব না, কাজেই আমাদের সফল না হবার কোন কারণ নেই। ঠুঁটো জগন্নাথ জাতিসংঘকে আমরা ঢেলে সাজাব–সেখানে কারও ভেটো দেয়ার ক্ষমতা থাকবে না, একমাত্র শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক আমেরিকা ছাড়া। চীনকে আমরা এখুনি ঘাঁটাতে চাই না...' পিছনের দরজায় একটা শব্দ হতে থামল সে, রানা ও হেনার মাথার ওপর দিয়ে সেদিকে তাকাল।

পিছনের একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল একজন বডিগার্ড, দু'সারি চেয়ারের মাঝখান দিয়ে ছুটছে সে, যাচ্ছে মঞ্চের দিকে। রানা তাকে চিনতে পারল–ইডিয়ট। লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠল সে, জেনারেলের কানে নিচু গলায় কি যেন বলছে।

জেনারেল অকস্মাৎ একটা ঝাঁকি খেলো। রাগে আধ শুকানো মাংসের ফালিগুলো আরও যেন লালচে হয়ে উঠল। মঞ্চ থেকে নেমে ফিরতি পথ ধরল ইডিয়ট।

জেনারেল সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'ভাইসব, ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে ধারণা করছি। ভিলায় হামলা হবার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে...' তার কথা শেষ হলো না, ওপরদিক থেকে দু'তিনটে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। '...একদল ট্রুপ পিছন থেকে ভিলার দিকে আসছে। দুটো প্লেন থেকেও প্যারাট্রুপার নেমে আসছে। ভিলাটাকে ঘিরে ফেলবে বলে মনে হচ্ছে।' থেমে এরিয়া কামান্ডারদের ওপর দ্রুত চোখ বোলাল। 'অপারেশন টাইফুন সত্যিকার কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে, এ আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা দক্ষ অফিসার, সংখ্যায়ও ওদের চেয়ে বেশি হবে তো কম নয়। টেমপারাদের অস্ত্র ভাণ্ডারও খালি নয়। কাজেই, যাও, ফাইট করো। যদি বলা হয় এটা আমাদের জন্যে একটা পরীক্ষা, ভুল বলা হবে না। দেখা যাক, আকস্মিক হামলা হলে কিভাবে তোমরা লড়ো। খণ্ডযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, প্রথম সুযোগেই যে যার বাড়িতে

ফিরে যাবে সবাই। আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে তোমাদের সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করব।'

মঞ্চ থেকে নামতে যাচ্ছে জেনারেল, পাবলোর বেল্টে ছোঁ দিল রানা, পিস্তলটা কেড়ে নেবে।

'রানা!' তীক্ষ্ণ চিৎকার দিল হেনা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল রানার হাত, পিস্তলের নাগাল পাবার আগেই। ঘাড়ে শীতল ধাতব স্পর্শ অনুভব করল।

'কাজটা করতে সত্যি আমার ভাল লাগছে না, মি. রানা। তবু, মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে দাঁড়াতে হবে আপনাকে,' বলল ইডিয়ট, ঘুরপথে কখন কে জানে রানার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

ব্রেখেট আর পাবলো ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, হাতের পিস্তল রানা ও হেনার দিকে তাক করা। চোখের কোণ দিয়ে রানা লক্ষ করল, মঞ্চ থেকে নেমে ওদের দিকেই হেঁটে আসছে জেনারেল মাইলস। একটা পা কৃত্রিম হলেও, হঠাৎ করে হাঁটার গতি তার বেড়ে গেছে। কামরার বাকি লোক উত্তেজিত, কিন্তু কেউই দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে না, সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে বলরুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে।

লম্বা আয়নার সামনে পৌঁছে থামল জেনারেল, এক প্রান্তে চাপ দিতে সরে যেতে শুরু করল সেটা। 'এদিকে!' হুকুম করল, তাকিয়ে আছে রানা ও হেনার দিকে। 'ওদেরকে চোখে চোখে রাখো, বাছারা! এখন ওরাই আমাদের বীমা। বুঝতে পারছ তো?'

তিনজন বডিগার্ড মাথা ঝাঁকাল।

'পন্টিয়ো কোথায়?' হুঙ্কার ছেড়ে প্রশ্ন করল অনারিয়ো, ছুটে আসছে এদিকে। 'এই যে, জেনারেল, বুঝতে পারছেন তো, এই হামলার জন্যে রানাই দায়ী?' হাতের পিস্তল সরাসরি রানার মাথায় তাক করল সে।

'না!' আঁতকে উঠল জেনারেল। 'দায়ী হলেও এখন ওদেরকে দরকার আমাদের, জিম্মি হিসেবে। এসো, পালাই...'

হাতের পিস্তল জেনারেলের দিকে ঘুরে গেল, হিসহিস করে অনারিয়ো বলল, 'পালাব? আমার ভাইকে ফেলে?' মাথা নাড়ল সে। 'আমি পালাচ্ছি না, জেনারেল মাইলস। আপনিও পালাচ্ছেন না। পন্টিয়ো না আসা পর্যন্ত এখানেই আমরা অপেক্ষা করব।'

'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' বলল জেনারেল। 'ইডিয়ট, তুমি জানো কি করতে হবে।'

জেনারেলের কথা বাতাসে তখনও মিলিয়ে যায়নি, অনারিয়োর কপালে বড় ও লাল একটা টিপ পরিয়ে দিল ইডিয়ট। কাজের সময় ইডিয়ট যে আসলে ইডিয়ট নয়, সেটা পরক্ষণে আরেকবার প্রমাণিত হলো। অনারিয়োকে গুলি করেই হাতের পিস্তল পাবলোর পাঁজরে চেপে ধরল সে। 'একেও, বস্?'

'না! না!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল পাবলোর গলা থেকে। 'আমি তো অনেক আগে থেকেই জেনারেলের চাকরি করছি!'

অনারিয়ো আছাড় খেতে যাচ্ছে, আরেকবার ঝাঁকি খেলো তার শরীর। পাগলিনীর মত ছুটে আসছে এলিনা, হাতের রিভলভার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আরেকটা গুলি করল সে, ইডিয়টের সঙ্গে একই সময়। এলিনার দ্বিতীয় গুলিটা কাউকে লাগল না, ইডিয়টের দ্বিতীয় গুলি এরিনার খুলি উড়িয়ে দিল।

পাবলো আর ব্রেখেটের দিকে তাকাল ইডিয়ট। 'আমরা একই দলে?'

দু'জনেই দ্রুত মাথা ঝাঁকাল। ওরা তিনজন অনুসরণ করল জেনারেলকে, সদ্য ফাঁক হওয়া দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকল ওরা। জেনারেল বাম দিকে যাচ্ছে, হেনা বলল, 'ওদিকে নয়!'

সেই একঘেয়ে শব্দে হেসে উঠল জেনারেল। 'ভিলার সবকিছু তোমার নখদর্পণে!' অকস্মাৎ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে হেনার গালে আঘাত করল সে, ছিটকে দেয়ালে বাড়ি খেলো হেনা। 'আমি কি বলেছি রুটেজে যাব?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে। 'পালাবার আরও ভাল পথ চেনা আছে আমার।' তারপর হঠাৎ ইডিয়টের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যান্ডকাফ পরাও–দু'টোকেই।'

রানার বাম হাতে, নিজের ডান হাতে হ্যান্ডকাফ পরাল ইডিয়ট। 'দুঃখিত, মি. রানা,' বিড় বিড় করল সে। 'বসের হুকুম।'

'জেনারেল তোমার বস্ হলো কিভাবে?' রানাও ফিসফিস করল। 'তোমার বস্ তো ছিল অনারিয়ো, এইমাত্র যাকে খুন করলে।' চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল ব্রেখেটও নিজের ডান হাতে ও হেনার বাম হাতে হ্যান্ডকাফ পরাচ্ছে।

'আমি দল বদল করেছি, স্যার,' বলল ইডিয়ট। 'জেনারেল বলেছেন, আমি মদ খেলে তাঁর আপত্তি নেই। অথচ, আপনি আমাকে মদ খাওয়ানোর অপরাধে অনারিয়ো শালা আমাকে চড় মেরেছে।'

'তুমি তাহলে ভোলোনি, আমি তোমার ছোট্ট একটা উপকার করেছি–তোমাকে মদ খেতে দিয়েছি?'

'কই, কখন?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ইডিয়ট।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা, তবে আর কিছু বলল না।

টানেলটা অনেক উঁচু, দেয়ালে আলো জ্বলছে। ওদেরকে পিছনে ফেলে খানিকটা এগিয়ে গেছে জেনারেল মাইলস। একটু হাঁপাচ্ছে সে। এখন তার ডান হাতে প্রকাণ্ড একটা .৪৫ কোল্ট অটোমেটিক দেখা যাচ্ছে।

সামনে নিরেট একটা পাথুরে দেয়াল। জেনারেলের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। দেয়ালের একটা ফাটলে বাম হাতের তালু চেপে ধরে জেনারেল বলল, 'সিসেম ফাঁক।' তরল হাসিটা আবার হাসল সে।

প্রায় কোন শব্দ না করেই দেয়ালটা একপাশে সরে গেল, ভেতরে দেখা গেল একটা খাঁচা। খাঁচায় ঢুকে বাকি সবাইকে ঢোকার ইঙ্গিত করল জেনারেল। ওদের মাথার ওপরদিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ এখন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। পরপর কয়েকটা গ্রেনেডও বিস্ফোরিত হলো।

খাঁচায় ঢুকে রানাকে টেনে নিল ইডিয়ট। হেনাকে নিয়ে আগেই ঢুকে পড়েছে ব্রেখেট। সবার শেষে ভেতরে ঢুকল পারলো। একটা বোতামে চাপ দিল জেনারেল, সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে রওনা হলো খাঁচা।

খাঁচা উঠে এসে থামল চওড়া একটা কাবার্ডের ভেতর।

'টেমপারারা ভিলাটা বানাবার সময় বেশ কয়েকটা ইস্কেপ রুট তৈরি করেছিল,' বলল জেনারেল। 'ওরা সত্যি বুদ্ধিমান। অনারিয়োটা একটু গোঁয়ার হলেও, পন্টিয়ো যুক্তি বোঝে। ভাল কথা, অনারিয়োকে আমরা মেরেছি, এ-কথা পন্টিয়ো যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে, বলা হবে এলিনা তাকে গুলি করেছে। ঠিক আছে, বেরোও সবাই, ডান দিকে যাব আমরা।'

কাবার্ড থেকে একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে ওরা। রানা আন্দাজ করল, ভিলার ওপরতলা এটা, সামনে পাশাপাশি কয়েকটা বেডরুম পড়বে। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমার কোয়ার্টারে,' রানার মত জেনারেলকেও চিৎকার করতে হলো, গুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ এখন প্রায় বিরতিহীন। 'এত শখ করে বিয়ে করলাম, নতুন বউকে তো আর ফেলে রেখে যেতে পারি না! তুমি, রানা, কল্পনাও করতে পারবে না, ওকে বিয়েতে রাজি করতে রীতিমত সাধনা করতে হয়েছে আমাকে।'

আশা-নিরাশায় দুলে উঠল রানার বুক। এরকম তুমুল গোলাগুলির মধ্যে সাবলিমা কি বেডরুমে চুপ করে বসে আছে?

প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে থামল ওরা। কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালায় ঢোকাল সে। তালা ক্লিক করল ঠিকই, কিন্তু কবাট খুলল না। নক নয়, দরজায় ঘুসি মারল জেনারেল, চিৎকার করে বলল, 'সাবলিমা, প্রিয়তমা, আমি মাইলস–দরজা খোলো!'

ইচ্ছা করেই হেসে উঠল রানা, 'নতুন বউকে তুমি ঘরে তালা দিয়ে রেখেছ, মাইলস?'

'সে কি আর সাধে!' বলল জেনারেল। 'তালা দিতে হয়েছে অনারিয়োর ভয়ে। কাল রাতে সাবলিমার মুখেই প্রথম শুনলাম, অনারিয়ো প্রায়ই আভাসে-ইঙ্গিতে কুপ্রস্তাব দিত।' দরজায় আবার ঘুসি মারল সে। 'শুধু কি তাই? কৌশলে সে-ই তো সাবলিমাকে মরফিন থেকে শুরু করে হেরোইন পর্যন্ত প্রতিটি ড্রাগস ধরিয়েছে।'

ভেতর থেকে এবার সাড়া দিল সাবলিমা। 'কে?' মনে হলো হাঁপাচ্ছে সে। 'মাইলস–আপনি?'

''ছোট্ট উপকারটার কথা এখনও তোমার মনে পড়ছে না,' ইডিয়টের কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

জেনারেল বলল, 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা, আমি–মাইলস।'

ভুরু কুঁচকে ইডিয়ট রানাকে বলল, 'দেখুন, আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কি বিশেষ পছন্দ করি না।'

দরজা খুলে গেল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে একপাশে সরে দাঁড়াল সাবলিমা, তাকে পাশ কাটিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সবাই। সাবলিমার পরনে এখনও বিয়ের পোশাক। ঘুরে স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াল জেনারেল, টলতে টলতে হেঁটে এসে তাকে আলিঙ্গন করল সে। 'আমকে আপনি তালা দিয়ে রেখে গেলেন…'

'সে-সব পরে ব্যাখ্যা করব, ডার্লিং,' সাবলিমাকে থামিয়ে দিল জেনারেল।

তার ইঙ্গিতে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিল পাবলো। 'আগে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাই চলো। পুলিস বা মিলিটারি ভিলা ঘিরে ফেলেছে।'

'তাহলে পালাব কিভাবে?' মাইলসের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল সাবলিমা, তারপর রানার দিকে তাকাল। 'ওর কাজ তো শেষ, এখনও তাহলে বাঁচিয়ে রেখেছেন কেন?'

'কেন, কাল না তোমাকে বললাম, ভিলা থেকে বেরিয়ে যাবার গোপন একটা ইস্কেইপ রুট আছে? এই বেডরুম থেকেই শুরু হয়েছে সেটা।' সাবলিমার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানার দিকে তাকাল জেনারেল। 'ওদের দু'জনকে বাঁচিয়ে রেখেছি–জিম্মি হিসেবে কাজে লাগতে পারে, ডার্লিং।'

'ও, হ্যাঁ, বুঝেছি!' ধীরে ধীরে সামান্য একটু উজ্জ্বল হলো সাবলিমার মুখ। 'অর্থাৎ প্রয়োজন ফুরালেই রানা আর হেনাকে–,' বাক্য শেষ না করে নিজের গলায় ছুরি চালাবার আড়ষ্ট ভঙ্গি করল সে।

আবার পানি ছাড়ার শব্দ করল জেনারেল।

শব্দটা থামেনি, তার সামনে একটা হাত পাতল সাবলিমা। 'তাহলে আমার হাতে একটা অস্ত্র দিন।'

জেনারেলের হাসি হঠাৎ করেই থেমে গেল। 'কেন, ডার্লিং?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, ভিলায় পুলিসী হামলার জন্যে রানা আর হেনা দায়ী?' চিৎকার করছে সাবলিমা। 'ওরা আপনার পরম শত্রু, মাই লর্ড। আর আপনার শত্রুদের আমি নিজের হাতে খুন করতে চাই।'

'তুমি ওকে মাই লর্ড মাই লর্ড করো কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে, রানা,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সাবলিমা। 'উনি পছন্দ করেন, তাই মাই লর্ড বলি। এক মাস পর প্রতিটি আমেরিকান ওঁকে এভাবে সম্বোধন করবে। তখন অবশ্য তুমি থাকবে না।' জেনারেলের দিকে ফিরল সে, আবার হাত পাতল, 'কই, একটা অস্ত্র দিন, মাই লর্ড।'

'আচ্ছা, পরে দেখা যাবে,' বলল জেনারেল। 'তার আগে তুমি আমাকে খানিকটা ব্র্যান্ডি খাওয়াও। ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

ঘুরে একটা মিনি বার-এর দিকে এগোল সাবলিমা। শেলফে সারি সারি বোতল সাজানো রয়েছে। কাউন্টারে ট্রে ও গ্লাস। ওদের দিকে পিছন ফিরে একটু ঝুঁকল সে, কি যেন বের করল দেরাজ থেকে। তারপর তার অঙ্গভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, কয়েকটা গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালছে।

পর পর কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল ভিলা। ইডিয়টের কানে ফিসফিস করল রানা, 'এখনও তোমার মনে পড়ছে না?'

রানার দিকে তাকালই না ইডিয়ট, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, যেন হাসিটা লুকাতে চায়।

হাতে ট্রে, ট্রেতে তিনটে গ্লাস, বার-এর দিকে পিছন ফিরল সাবলিমা, কিন্তু এগিয়ে এল না। 'নিন, জেনারেল। একটু কষ্ট করে এগিয়ে আসুন। আমার মাথাটা একটু ঘুরছে।'

ড্রেসিং রুমের দিকে যাচ্ছিল জেনারেল, ঘুরে সাবলিমার দিকে তাকাল। চেহারায় উদ্বেগ, বলল, 'মাথা ঘুরছে? কেন?'

'আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না,' ম্লান সুরে বলল সাবলিমা। 'কেউ তোমরা ট্রেটা ধরবে?'

জেনারেলের ইঙ্গিতে পাবলো এগিয়ে গেল, সাবলিমার হাত থেকে ট্রে নিয়ে ফিরে আসছে। ট্রে থেকে একটা গ্লাস তুলে নিল জেনারেল। ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে যাবে, হঠাৎ থমকে গেল ট্রের দিকে ইডিয়টকে হাত বাড়াতে দেখে। 'ইডিয়ট! না!' ধমক দিল সে। 'তুমি ডিউটি দিচ্ছ, সময়টাও ইমার্জেন্সী, এখন এ-সব চলবে না তোমার।'

বাড়ানো হাতটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেনে নিল ইডিয়ট।

পাবলো ট্রে নিয়ে বার-এর দিকে ফিরে যাচ্ছে, মুক্ত হাত দিয়ে ছোঁ দিয়ে একটা গ্লাস তুলে নিল রানা।

অকস্মাৎ সাবলিমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জেনারেল, 'ডার্লিং! করো কি!'

ঝট করে সাবলিমার দিকে তাকাল সবাই। সাবলিমা পড়ে যাচ্ছে, তবে শরীরের পতন ঘটার আগে তার হাত থেকে মেঝেতে খসে পড়ল একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ।

'মরফিন,' বিড়বিড় করল রানা। ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সাবলিমার দিকে ছুটল জেনারেল।

রানার কানে ফিসফিস করল ইডিয়ট। 'ছোট্ট উপকারটার কথা এতক্ষণে আমার মনে পড়ছে, স্যার।'

সবার মনোযোগ সাবলিমার দিকে, এই সুযোগে গ্লাসটা ইডিয়টের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। দুই ঢোকে সেটা খালি করে ফেলল ইডিয়ট। 'আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ,' বিড় বিড় করল সে।

'প্রমাণ দাও!' হিসহিস করে বলল রানা।

'পাবলো!' হুকুম করল জেনারেল। 'আমার স্ত্রীকে কাঁধে তুলে নাও। ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।'

সবাইকে নিয়ে ড্রেসিং রুমে ঢুকল জেনারেল। একটা বোতামে চাপ দিল। একদিকের প্যানেল নিঃশব্দে সরে গেল একপাশে। ভেতরে আরেকটা লিফট বা খাঁচা। 'জলদি! জলদি! ভেতরে ঢোকো!' তাগাদা দিল সে।

খাঁচার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল রানা, একপাশে ইডিয়ট, আরেক পাশে হেনা। হেনার পাশে ব্রেখেট। ওদের সামনে পাবলো, তার কাঁধে ঝুলছে সাবলিমা। পাবলোর সামনে জেনারেল।

পাবলোর পিঠে সাবলিমার মাথা ও মুখ চুলে ঢাকা পড়ে আছে, তার দুই হাত সাপের মত পাবলোর হাঁটুর পিছনে ঝুলছে। সেই ঝুলন্ত হাতের একটা আঙুল—বলা উচিত নখ—খোঁচা দিল রানার উরুতে।

খাঁচার গ্রিল বন্ধ করল জেনারেল, তারপর একটা বোতামে চাপ দিল। দ্রুত

নিচে নামতে শুরু করল লিফট। 'পন্টিয়োকে ভবিষ্যতে আমার দরকার হবে,' বলল জেনারেল, 'কিন্তু সে যদি পালাতে না পারে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি না।' সে থামতেই ওপরে কোথাও একটা বিস্ফোরণ ঘটল, কেঁপে উঠল খাঁচা সহ গোটা বাড়ি। একটু পর খাঁচা স্থির হতে আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল।

গ্রিল খুলে একটা টানেলে বেরিয়ে এল ওরা। 'আর বেশি দূরে নয়,' বলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল জেনারেল, পাথুরে মেঝেতে দু'রকম আওয়াজ করছে তার পা—খট-থপ, খট-থপ। রানা অনুভব করল, ওর কব্জি থেকে হ্যান্ডকাফ খুলে দিচ্ছে ইডিয়ট।

'আশা করি আমার এই উপকার আপনি ভুলবেন না, স্যার,' ফিসফিস করল সে। 'আমাকে যদি সারাজীবন ইটালির জেলখানায় কাটাতে হয়, তাতেও আপত্তি করব না, কিন্তু খেয়াল রাখবেন লন্ডনে যেন না পাঠায়।'

তার হাতে মৃদু চাপ দিল রানা। ও অবশ্য লন্ডন বা ইটালির জেলখানার কথা ভাবছে না, ভাবছে সরকারী কোন পাগলাগারদের কথা। সাইকিয়াট্রিস্টরাই ভাল বলতে পারবেন, তবে ওর ধারণা ইডিয়টের মাথায় জটিল কোন গোলমাল আছে।

'ভান করুন আপনি এখনও আমার বন্দী,' আবার ফিসফিস করল ইডিয়ট।

টানেলের সামনের দিকে একটু আলোর আভাস পাওয়া গেল। গোলাগুলির আওয়াজ এখনও শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে ওপর আর পিছন দিক থেকে।

প্রায় হঠাৎ করেই বোটহাউসে হাজির হলো ওরা। ভিলার বাম দিক এটা। মুরিঙে বাঁধা রয়েছে বড় আকারের একটা মোটর লঞ্চ। লঞ্চের মাঝখানে পাইলটের ককপিট অনেকটা উঁচুতে। ককপিটের সামনে একজোড়া ফিক্সড্‌ফরওয়ার্ড-ফায়ারিং এমজিথ্রী ৭.৬২ এমএম মেশিন-গান। আরেকটা দেখা গেল, হুবহু একই সংস্করণ, লঞ্চের পিছন দিকে, রিভলভিং মাউন্ট-এর ওপর।

'রশি খোলো,' হুকুম করল জেনারেল। 'পন্টিয়ো আসতে পারেনি, তাকে ছাড়াই রওনা হব আমরা।'

আগের চেয়েও জোরাল একটা বিস্ফোরণ ঘটল ভিলার ভেতর। দেরি না করে লঞ্চে চড়ল জেনারেল, সিঁড়ি বেয়ে ককপিটে উঠে যাচ্ছে। ব্রেখেট হেনাকে আর পাবলো সাবলিমাকে নিয়ে লঞ্চের পিছন দিকে চলে এল। ওখানে বসার জন্যে কাঠের আসন আছে, হেনাকে নিয়ে তাতে বসল ব্রেখেট। পাবলো একটা আসনে সাবলিমাকে নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাশে।

'আমার একটা অস্ত্র দরকার, ইডিয়ট,' ফিসফিস করল রানা।

'মাফ করবেন, স্যার,' জবাব দিল ইডিয়ট, রানার দিকে তাকাচ্ছে না। 'নিজের হাত খালি রাখাটা মারাত্মক বোকামি হবে।'

'আমার হাতে অস্ত্র থাকলে...'

রানাকে শেষ করতে না দিয়ে ইডিয়ট বলল, 'সুযোগ আসবে, ওদের কারও অস্ত্র কেড়ে নিতে পারবেন।'

ককপিট থেকে মাথা বের করে জেনারেল বলল, 'এটা আমার প্রাইভেট

লঞ্চ, রানা। দেখতেই পাচ্ছ, ফায়ার-পাওয়ারের কোন কমতি নেই। পাবলো, পিছনের মেশিন-গানের দায়িত্ব নাও!'

নির্দেশ পেয়ে এমজিথ্রী-র সুইভেল হাউজিং-এ পজিশন নিল পাবলো। এঞ্জিন স্টার্ট দিল জেনারেল। মুরিং এরিয়া থেকে রওনা হয়ে ঘুরে গেল লঞ্চ। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোটহাউসের দরজা খুলল জেনারেল। এঞ্জিনের শক্তি বাড়ল, লেকের দিকে ঘুরে গেল লঞ্চ।

লেকে বেরিয়েই লঞ্চের স্পীড বাড়িয়ে দিল জেনারেল।

পাবলো মেশিন-গানটা পরীক্ষা করে দেখছে। ব্রেখেট তাকিয়ে আছে ভিলার দিকে। ভিলার একটা অংশে আগুন ধরে গেছে। বিড় বিড় করে কাকে যেন খিস্তি করল সে। হাত দুটো মুক্ত, ইঙ্গিতে সেটা হেনাকে বুঝিয়ে দিল রানা। জবাবে মাথা ঝাঁকাল হেনা, মুখ তুলে পাবলোর দিকে তাকাল–পাবলো তার পিস্তলটা ওয়েস্টব্যান্ডের বাম দিকে গুঁজে রেখেছে।

লঞ্চ ঘুরে গেল একটু, তীরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে ছুটছে। চিৎকার করে অভিশাপ দিল জেনারেল। আগুনটা ভিলাকে গ্রাস করছে। যুদ্ধও থেমে গেছে। বলরুমে সে যাদেরকে ব্রিফিং করেছিল, যাদেরকে নিয়ে তার গর্বের অন্ত ছিল না, তারা এখন পিনোকি বাহিনীর হাতে বন্দী। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে এক লাইনে সবাইকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। পিনোকি বাহিনীর সবার পরনে কালো ইউনিফর্ম ও স্কি মাস্ক।

পন্টিয়োকেও চিনতে পারল রানা, বোন্ডের কয়েকজন এরিয়া কমান্ডারের সঙ্গে তাকেও মার্চ করিয়ে ভিলা থেকে বের করে আনা হচ্ছে। তারপর অস্পষ্ট একটা শব্দ রানার মনোযোগ কেড়ে নিল। ঘাড় ফেরাতেই একজোড়া ছোট গানবোট দেখতে পেল ও, স্টারবোর্ডের দিক থেকে তেড়ে আসছে ওদের দিকে, এখনও প্রায় মাইলখানেক দূরে।

গানবোট দুটোকে জেনারেলও দেখতে পেয়েছে, দিক বদলে সেগুলোর দিকে লঞ্চ ছোটাল সে, তারপর রেঞ্জের মধ্যে পেতেই ফরওয়ার্ড মেশিন-গান থেকে কয়েক পশলা শেল ছুঁড়ল–আওয়াজ শুনে মনে হলো কেউ যেন আকাশটাকেই ছিঁড়ে ফালা ফালা করছে। জবাবে একটা গানবোট থেকে দীর্ঘ এক পশলা গুলি করা হলো, বো-র ওপরকার ডেকের কাঠের রেইলিং সহস্র টুকরো হয়ে উড়ে গেল।

'পাবলো! খতম করো!' হুকুম দেয়ার আগেই হুইল ঘোরাতে শুরু করছে জেনারেল, ফলে গানবোট দুটোকে এখন লঞ্চের পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। পিছনের মেশিন-গান জ্যান্ত হয়ে উঠল পাবলোর হাতে–তবে ব্যারেল ঘোরানোটা শেষ না হওয়ায় শেলগুলো লক্ষ্যের ধারেকাছেও পৌঁছল না।

'রানা!' চিৎকার দিল হেনা।

তাকাতেই রানা দেখতে পেল পাবলোর বেল্ট থেকে ছোঁ দিয়ে পিস্তলটা তুলে নিল হেনা, তারপর ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো পিস্তলটা বাতাসে ডানা মেলে দিক বদলাতে যাচ্ছে। লুফে নেয়ার জন্যে একটা হাত যতদূর সম্ভব লম্বা করে দিল রানা। কিন্তু ব্রেখেট লাফ দিয়েছে ওটা ধরার জন্যে।

ধরতে না পারলেও, আঙুলের খোঁচা খেয়ে সত্যি সত্যি উড়াল দিল পিস্তল, রানার মাথার ওপর দিয়ে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কোথায় যেত বলা মুশকিল, বেঞ্চ থেকে এক লাফে সিধে হয়ে সেটা খপ করে লুফে নিল সাবলিমা। কিন্তু রানার তা দেখার সুযোগ হলো না, কারণ ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ব্রেখেট।

'জেনারেল!' চিৎকার করে ব্রেখেট তার কোমর থেকে পিস্তল বের করতে যাচ্ছে।

বের করার কাজটা সে-ই করল, তবে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গুলি করল রানা। পরপর দুটো গুলি, দুটোই আশ্রয় খুঁজে নিল ব্রেখেটের গলায়। গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সে, পতনটা সম্পূর্ণ হবার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হেনা, ক্ষিপ্রতায় কোন রকম বিরতি না দিয়ে তার পকেট থেকে হ্যান্ডকাফের চাবি বের করে আনল।

এ-সব কিছুই দেখতে পেল না জেনারেল, তার একাগ্র মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে গানবোট দুটো। ওগুলো এবার পুরোদস্তুর আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটে আসছে লঞ্চের দিকে। জেনারেল চেষ্টা করল বড় একটা জায়গা নিয়ে লঞ্চকে ঘোরাতে, ফরওয়ার্ড গান থেকে যাতে গানবোটকে লক্ষ্য করে গুলি করা যায়। লঞ্চ অকস্মাৎ দিক বদলাতে শুরু করায় ভারসাম্য হারাল পাবলো, শক্ত রেইলিঙে ছিটকে পড়ল সে।

'লাফ দাও, পাবলো,' চিৎকার করে বলল রানা। 'পানিতে পড়ো, তা না হলে ব্রেখেটের সঙ্গে তোমাকেও জাহান্নামে...'

মাত্র দুই সেকেন্ড ইতস্তত করল পাবলো, ডেকে পড়ে থাকা ব্রেখেটের গলা থেকে হড় হড় করে বেরিয়ে আসা রক্ত দেখে চোখ বুজে লাফিয়ে পড়ল আলোড়িত পানিতে।

'জেনারেল মাইলস!' এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা। 'জেনারেল মাইলস! এঞ্জিন বন্ধ করে হুইল থেকে পিছিয়ে এসো!'

জেনারেল হয় শুনতে পেল না, কিংবা ভান করল শুনতে পায়নি। গুলি করার জন্যে অস্ত্র তুলল রানা, কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই কানের পাশে তীক্ষ্ণ শব্দ হলো গুলির। দেখল কিছুটা ইউনিফর্ম, খানিকটা হাড় আর প্রচুর রক্ত জেনারেলের কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেল বাতাসের সঙ্গে।

'এবার ওর মনোযোগ আকৃষ্ট হবে,' গলা চড়িয়ে বলল সাবলিমা। রানার পাশে, একটু পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

গুলি খেয়ে ঘুরে গেছে জেনারেল মাইলস, তার ক্ষতবিক্ষত বীভৎস মুখে বিপন্ন বিস্ময়, ডান হাত পুরোপুরি অকেজো অবস্থায় ঝুলছে শরীরের পাশে।

লঞ্চের হুইলে এখন কেউ নেই, অথচ ফুল স্পীডে ছুটছে। ছুটছে না বলে বলা উচিত প্রতি মুহূর্তে সামনের দিকে লাফ দিচ্ছে। আহত জেনারেল ককপিটের গায়ে বাড়ি খেলো, পরমুহূর্তে ছিটকে পড়ল আরেক দিকে। এবার তার পা পিছলে গেল। ধাপ থেকে গড়িয়ে যখন নিচের ডেকে নামছে, আবার সেই পানিতে পেচ্ছাব করার আওয়াজ শুনতে পেল রানা। তবে হাসি নয়, এটা

তার কান্নার শব্দ বলেই মনে হলো। সম্ভবত তীব্র যন্ত্রণাই তাকে স্থির হতে দিচ্ছে না, গানবোটের বুলেটে নিশ্চিহ্ন হওয়া রেইলিঙের দিকে গড়াতে শুরু করল, তারপর সবার চোখের সামনে থেকে ঝপ করে পড়ে গেল পানিতে। পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আমি আপনার সঙ্গে আছি, মি. রানা,' চিৎকার করে বলল ইডিয়ট, ছুটল ককপিটের দিকে। 'লঞ্চটাকে থামানো দরকার···'

'না! থামো!' ইতিমধ্যে রানার পাশে চলে এসেছে সাবলিমা, হাতের পিস্তল ইডিয়টের দিকে তাক করছে।

'করো কি!' তাকে বাধা দিল রানা। 'ও আমাকে সাহায্য করেছে···'

'ওটা একটা সুযোগসন্ধানী শয়তান, রানা,' উত্তেজনায় রীতিমত হাঁপাচ্ছে সাবলিমা। 'ওরও ইচ্ছা ছিল হায়াকোমার সঙ্গে হেনাকে রেপ করবে···'

'আমি জানি,' বলল রানা। 'ও-সব ভুলে যাও। তোমাকে পরে সব বুঝিয়ে বলব।' ইডিয়টের দিকে তাকাল। 'যাও, ইডিয়ট, লঞ্চটাকে থামাও।'

ককপিটে উঠে পড়ল ইডিয়ট। সাবলিমার দিকে ফিরে রানা বলল, 'লোকটা ভাল নয়, জানি, কিন্তু সেজন্যে ওর মানসিক অসুস্থতাও অনেকখানি দায়ী।'

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল সাবলিমা। 'মানসিকভাবে আমিই কি সুস্থ, রানা?' হাসি থামিয়ে বিড় বিড় করল সে, তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, এগিয়ে এসে রানার কাঁধে মুখ গুঁজে দিল। হাত বোলাবার সময় রানা অনুভব করল সাবলিমার পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে।

এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে যেতে ওরা শুধু একটাই শব্দ পেল, জেনারেল মাইলস মাছের মত খাবি খাচ্ছে পানিতে, আর চিৎকার করছে, 'হেলপ! হেলপ মি! আমি সাঁতার জানি না! হেলপ!'

'আমরা ওকে দেখতেও পাচ্ছি না, ওর চিৎকার শুনতেও পাচ্ছি না,' বলল রানা, যদিও একটা বয়ার মত ঘন ঘন ডুবতে আর ভাসতে দেখছে জেনারেলকে।

কয়েকবারই তাকে পানির তলায় তলিয়ে যেতে দেখল ওরা, কিন্তু প্রতিবার মাথা তুলল, অনেক টাকা দেবে বলে লোভ দেখিয়ে সাহায্য করতে বলছে। অবশ্য শেষবার তলিয়ে যাবার পর আর মাথা তুলল না।

গানবোট দুটো লঞ্চের দু'পাশে সরে এল। ওগুলোর সঙ্গে একই গতিতে টেমপারা ভিলার দিকে লঞ্চ চালাচ্ছে ইডিয়ট।

জেটিতে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ব্রিগেডিয়ার রেমন ও মেজর বুত্তাচেল্লি। সাবলিমা আর হেনার হাত ধরে লঞ্চ থেকে নামালেন ব্রিগেডিয়ার, তারপর হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন রানার সঙ্গে। 'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব, সিনর রানা···'

'ধন্যবাদ? আমাকে? কি জন্যে?'

'কি জন্যে মানে? ক'টার কথা বলব? জেনারেল মাইলসের কথাই ধরুন না, পাগলটাকে আপনি···

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'লোকটাকে পাগল বলা উচিত নয়। সত্যি

কথা বলতে কি, অত্যন্ত যোগ্য লোক সে, অত্যন্ত দক্ষ একজন প্ল্যানার, প্রথমসারির স্ট্র্যাটেজিস্ট, অসাধারণ ট্যাকটিকাল মাইন্ডের অধিকারী…'

'ছিল,' বললেন ব্রিগেডিয়ার।

'আমার ধারণা আপনাদের একটা গানবোট তাকে পানি থেকে তুলেছে…'

'হ্যাঁ, তুলেছিল ওরা, কিন্তু আবার তাকে ফেলে দিয়েছে পানিতে। হোক সাবেক; তবু তো আমেরিকান জেনারেল, ওরকম আহত অবস্থায় বেঁচে থাকলে জবাবদিহি করতে করতে জান বেরিয়ে যেত। কি বলতে চাইছি আশা করি বুঝতে পারছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সে যাই হোক, আমি নই, গুলিটা করেছিল সাবলিমা।'

'কৃতিত্বটা আসলে হেনার,' বলল সাবলিমা। 'ওর পিস্তলটা আমি যদি ধরতে না পারতাম…'

আর হেনা বলল, 'কিন্তু সব একসঙ্গে দেখলে বলতে হবে, রানা সাহস করে একা টেমপারাদের ভিলায় না এলে, টেমপারা আর বোল্ডের অভিশাপ থেকে দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভবই হত।'

মাথা উঁচু করল রানা, মনে হয়েছে কে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ভিলার সামনে, আগুনের আঁচ থেকে যথেষ্ট দূরে, কালো ইউনিফর্ম পরা পিনোকি বাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে দেখা গেল, তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে খায়রুল কবীর, পাশে পন্টিয়ো। দু'জনের চোখেই নগ্ন ঘৃণা, সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওদের নিয়ে কি করবেন আপনারা?' ব্রিগেডিয়ারকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুলিস অ্যারেস্ট করলে বিচার হত কোর্টে, বিচারককে ঘুষ দিয়ে জামিন পেয়ে যেত, তারপর রায় হত বড়জোর তিন থেকে পাঁচ বছরের জেল। কিন্তু অ্যান্টিটেরোরিস্ট পিনোকির আইন আলাদা। ওদেরকে আমরা সামরিক ট্রাইবুনালে পাঠাব। ফাঁসি দেয়ার নিয়ম নেই, তবে ধরে নিতে পারেন প্রত্যেকের কম পক্ষে একশো বছর করে জেল হবে।'

'আমাকে একটা মরফিন দিতে পারো, রানা?' রানার গায়ে হেলান দিল সাবলিমা, আর কিছু না বলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

'অ্যামবুলেন্স!' হুঙ্কার ছাড়লেন ব্রিগেডিয়ার।

'ওকে প্রাইভেট কোন স্যানাটোরিয়ামে পাঠাতে হবে, সিনর রেমন,' বলল রানা। 'আপনি ব্যবস্থা করুন, প্লীজ। সব খরচ আমি দেব।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই…কিন্তু খরচের কথা কেন তুলছেন, আমরা কি এতটাই অকৃতজ্ঞ যে…'

'প্লীজ, সিনর রেমন,' বাধা দিল রানা। 'সাবলিমা আমার পুরানো বান্ধবী। ব্যস, আর কিছু জানতে না চাইলেই আমি খুশি হব।'

'ও-কে, ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন…'

'আরেকটা কথা, সিনর রেমন,' বলল রানা। 'লঞ্চের ককপিটে ইডিয়ট নামে এক লোক আছে। সে টেমপারাদের চাকরি করত। ব্রিটিশ সিটিজেন, ক্রিমিনালও, কিন্তু তবু আমি চাই তাকে ব্রিটেনে না পাঠিয়ে কোন সরকারী

পাগলাগারদে রেখে চিকিৎসা করা হোক। সম্ভব?'

'আপনি যা বলবেন তাই সম্ভব করে দেখাব আমি, সিনর রানা।' অভয় দিয়ে হাসলেন ব্রিগেডিয়ার রেমন। 'নিজেও বোধহয় জানেন না, ইটালির কত বড় একটা উপকার করেছেন আপনি। টেমপারারা কয়েকশো বছর ধরে যা খুশি তাই করে গোটা দেশটাকে জ্বালিয়ে মারছিল...'

সাবলিমাকে অ্যামবুলেন্সে তুলে দিল রানা, তারপর হেনার হাত ধরে একটা পাজেরোর দিকে এগোল। ওদের জন্যে ড্রাইভিং সীটে অপেক্ষা করছেন ব্রিগেডিয়ার রেমন। পিসায় পৌঁছে একটা হোটেলে উঠবে ওরা।

***